



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
June 2022

"মিষ্টি বাচ্চারা - সবসময় ঈশ্বরীয় সেবায় বিজি থাকলে বাবার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হতে থাকবে"

- *প্রশ্নঃ - বাবার দৃষ্টিতে একাত্ম হয়ে ভরপুর হয়ে যাওয়া বাচ্চাদের অন্তরে কোন্ খুশি থাকে ?
- *উত্তরঃ - তাদের অন্তরে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করার খুশি থাকে, কেননা বাবার দৃষ্টি পেয়েছে অর্থাৎ উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়েছে। বাবার মধ্যেই সব কিছু সমায়ািত হয়ে আছে।
- *প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদেরকে প্রতিদিন ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে নতুন পয়েন্টস কেন শুনিয়ে থাকেন ?
- *উত্তরঃ - কেননা বাচ্চাদের অনেক জন্মের বাসনা পূর্ণ করতে হবে। বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে নতুন-নতুন পয়েন্টস শোনে এবং বাবার প্রতি তাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে।
- *গীতঃ- তুমি রাত নষ্ট করেছ ঘুমিয়ে, দিন নষ্ট করেছো খেয়ে, অমূল্য এ' জীবন বৃথা চলে যায়...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বসে আছে, সকলের দৃষ্টি বাবার দিকে। বাবাও আত্মাদের আর এই শরীরকে দেখছেন। বাচ্চারাও দেখছে। দেখতে মজা লাগে নাকি শুনতে মজা লাগে ? কেননা শুনে তো অনেক এসেছে। অনেক জ্ঞান ইত্যাদি প্রচুর শুনেছে। তোমরা হচ্ছে প্রথম নব্বরের ভক্ত। তোমরাই সবচেয়ে বেশি ভক্তি করেছ। বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থ, গায়ত্রী, জপ, তপ ইত্যাদি সব পড়েছ, অনেক শুনেছ। বাবা বোঝান কবে থেকে এ'সব শুনে আসছি ? যখন থেকে এ'সব লেখা শুরু হয়েছে তখন থেকেই শুনেছো। কিন্তু বাবার সাথে দৃষ্টি মেলানো এই সময়েই হয়। সেই দৃষ্টিতেই একাত্ম হয়ে ভরপুরও হয়। একটা শ্লোকও আছে – দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করেন স্বামী সদ্ধরু । বাবা হলেন গুরুও, সজ্ঞীদের স্বামীও । বাবার চোখের সামনেই বসে আছ দৃষ্টির দ্বারাই বাবাকে চিনেছ যে ওঁনার কাছ থেকেই আমরা বিশ্বের মালিকানা পেয়ে থাকি। বাবাকে দেখলে অন্তর খুশিতে ভরে ওঠে কেননা বাবার কাছ থেকেই সবকিছু পাওয়া যায়। বাবার মধ্যেই সবকিছু সমায়ািত হয়ে আছে। যখন বাবাকে পেয়েছ, তাঁর দৃষ্টির সামনে বসে আছ তখন নিশ্চয়ই স্বর্গের বাদশাহী পাওয়ার নেশাও বৃদ্ধি পাবে। প্রথমে বাবার নেশা, তারপর বাদশাহীর নেশা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমরা জানি এখন বাবার সামনে বসে আছি। দেহ-অভিমান এখন শেষ হতে চলেছে। আমরা আত্মারা এই শরীরের সাথে চক্র পরিচরমা করি, পার্ট প্লে করতে-করতে এখন আমাদের বাবাও

সামনে বসে আছেন। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সুখ অনুভব হয়। বাচ্চারা যখন বড় হয় বুদ্ধিতে আসে যে আমি ব্যারিস্টারের, ইঞ্জিনিয়ারের, বাদশাহের সন্তান। আমি বাদশাহীর মালিক। এখানে তোমরা জানো বাবার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার পেয়ে থাকি। বাবাকে দেখে বাচ্চাদের স্থায়ী খুশি হওয়া উচিত, একেই আত্মিক বার্তালাপ (কহরিহান) বলা হয়। যিনি সবার সুপ্রিম পিতা, তিনিই বসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন। আত্মা এই শরীরের দ্বারা শোনে। এটা একবারই হয় যখন বাবাকে স্মরণ করতে-করতে তিনি আসেন আর দৃষ্টি প্রদান করে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার

দিয়ে থাকেন। তোমরা বাচ্চাদের স্মরণে রাখা উচিত। বাচ্চারা ভুলে যায়, কিন্তু ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বাবার দৃষ্টির সামনে হলেই মনে করে আমরা বাবার সাথে বসে আছি। বাবাকে দেখলেই খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে আর বাবাও বসে নতুন-নতুন পয়েন্টস বোঝাতে থাকেন। বাবার প্রতি বাচ্চাদের ভালোবাসা বাড়ে। আত্মা নিজের অন্তরের সম্পূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করে কেননা এতকাল বিচ্ছিন্ন ছিল। অনেক রকম দুঃখ দেখেছে বাচ্চারা। এখন সামনে বসে উৎফুল্ল হওয়া উচিত। বাবার সামনে বসে উৎফুল্ল হও নাকি বাবার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও এতো উদ্দীপনা থাকে ? বিবেক বলে বাইরে তো অনেক কথা শুনি বুদ্ধি তখন অন্যদিকে চলে যায়। এই যে মধুবনে বাচ্চারা বসে আছে, সামনে বসে শুনেছে। বাবা স্নেহ দিয়ে প্রচেষ্টা করে যান। দেখো,তোমাদের কত মিষ্টি, কত প্রিয় বাবা তিনি। তোমাদের স্বর্গে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত করে তুলছেন। বাচ্চারা স্বর্গের মালিক ছিল। এখন ডামা অনুসারে সব হারিয়ে ফেলেছে। রাজত্ব হারানো এবং আবার ফিরে পাওয়া এমন কোনো বড় বিষয় নয়। তোমরাই এই বিষয়ে জানো। দুনিয়াতে কোটি কোটি আত্মা আছে, কিন্তু কোটির মধ্যে কেউ-কেউ আমাকে চিনতে পারে যে, আমি কি আর কেমন, আমি যা এবং যেমন আমার থেকে কি প্রাপ্তি হয়ে থাকে ? এটা বুঝতে পেরেও ওয়ান্ডারফুল বিষয় এটাই যে মায়া ভুল করিয়ে দেয়। এমন নয় যে সামনে বসে আছে যারা তাদের

মায়া ভুল করিয়ে দেয় না। সামনে বসে থাকা আত্মাদেরও মায়া ভুল করিয়ে দেয়। শিববাবার প্রতিই সম্পূর্ণ ভালোবাসা থাকা উচিত। ভালোবাসা কিভাবে বৃদ্ধি পাবে যার ফলে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারব ? বাবা বলেন সেবা কর। বাবাও বাচ্চাদের সেবা করেন। বাচ্চারা জানে, বাবা দূরদেশ থেকে এসেছেন। নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদের কখনোই বেসামান্য হওয়া উচিত নয়। মুষড়ে পড়া উচিত নয়, কিন্তু মায়া ভীষণ প্রবল। বাবা তো অলঙ্কৃত করে তুলছেন, মানুষকে দেবতা করে তোলার জন্য। এই স্কুল হচ্ছেই দেবতা হওয়ার জন্য। পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। বাবা শুধুই বলেন আমাকে স্মরণ কর। মানুষ যখন মরতে বসে বলা হয় যে রামকে স্মরণ কর। কিন্তু রামকে তো জানেই না সুতরাং স্মরণে কোনো লাভ হবে না। তোমাদের কাছে তো বাবার পূর্ণ পরিচয় আছে। তোমরা আসো শিববাবার কাছে। তিনি নিরাকার এবং ক্রিয়েটর। কিভাবে ক্রিয়েট করবেন ? প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও ক্রিয়েটর বলা হয়, কেননা ব্রহ্মা দ্বারাই মনুষ্য (ব্রাহ্মণ) সৃষ্টির উৎপত্তিও হয়, সেইজন্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ। তোমাদের আত্মা এখন যথার্থ রীতিতে জেনেছে যে আমরা শিববাবার পৌত্র এবং ব্রহ্মার সন্তান হয়েছি। তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের বিকর্ম বিনাশ করে বিজয়ের জপমালার কাছে পৌঁছাতে হবে, সুতরাং বাবাকে খুব স্মরণ করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা হলে কর্মযোগী। ঘর পরিবার সামলেও কমল পুষ্পের মতো পবিত্র থাকতে হবে। এই দৃষ্টান্ত কোনো সন্ন্যাসীদের জন্য বলা হয় না। ওরা গৃহস্থ পরিবারে থেকেও কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকতে পারে না। না কাউকে পবিত্র থাকার কথা বলতে পারে। যে যেমন, সে তেমনটাই তৈরি করবে। সন্ন্যাসীরা এটা বলতেই পারে না যে কমল পুষ্পের মতো পবিত্র থাকো। যদি কেউ বলে ব্রহ্মকে স্মরণ কর সেটাও হতে পারে না। ওরা তখন বলবে তোমরা তো ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যাও, আমরা কীভাবে ছাড়ব ? তোমরা নিজেরাই গৃহস্থ পরিবারে থাকতে পারো না সুতরাং অন্যদের কীভাবে বলবে। ওরা রাজযোগের শিক্ষা দিতে পারে না। তোমরা এখন সব ধর্মাবলম্বীদের রহস্যকে বুঝেছ। প্রত্যেক ধর্মকেই নিজের নিজের সময়ানুসারে আসতে হবে। কলিযুগ থেকে সত্যযুগ হবে। সত্যযুগের জন্য প্রয়োজন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম আর কোনো ধর্মাবলম্বীরা মানুষকে দেবতা করে তুলতে পারে না। ওদের মুক্তিধামে যেতেই হবে, সুখ স্বর্গেই পাওয়া যায়। যখন আমরা দেবী-দেবতা হব তখন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা মুক্তিধামে চলে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবনমুক্তি ধাম স্বর্গে না যাব ততক্ষণ কেউ-ই মুক্তিধামে যেতে পারবে না। স্বর্গ আর নরক একত্রে থাকতে পারে না। আমরা জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার পেলে জীবনবন্ধ আত্মাদের থাকা উচিত নয়। তোমরা জানো এই সময় সঙ্গম যুগ। তোমরাই কল্পের সঙ্গমে এসে বাবার সাথে মিলিত হও, অন্য কেউ মিলিত হতে পারে না। অন্যরা মনে করে এটা তো কলিযুগ। আমরা এখন কলিযুগে নেই। বাবার কাছ থেকে পুনরায় স্বর্গের উত্তরাধিকার পাচ্ছি। আমরা বাবার সন্তান হওয়ার জন্য জীবিত থেকেও মৃত হয়েছি। যাদের অ্যাডপ্ট করা হয় তারা দুই দিকের কথাই জানতে পারে। তাকে বলা হয় তুমি অমুকের ছিলে, এখন অমুকের হয়েছ। তারা দুই দিকেরই বন্ধু, আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে জেনে থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা এই দুনিয়া থেকে নোঙর উঠিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা চলে যাচ্ছি। এই দুনিয়ার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই ভগবান নিজের বাচ্চাদের সাথে অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা শালগ্রাম বাচ্চাদের সাথে কথা বলছেন। ভগবানকে আসতে হয়, কিন্তু তাঁকে কেউ জানেনা। বাবাকে না জানার কারণে মুষড়ে পড়ে। এতো সহজ কথা কেউ-ই বুঝতে পারে না। তাঁকে স্মরণ করে। তোমরা জানো আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করি। আমরা পরমধাম থেকে আসি। সেখানে পরমপিতা পরমাত্মাও থাকেন। মানুষ তো না আত্মাকে, না পরমাত্মাকে জানে। কিভাবে ভগবান এসে মিলিত হবেন ? তিনি এসে কি করবেন, কেউ জানেনা। গীতায় সম্পূর্ণ ভুল লেখা হয়েছে। নামও বদলে দিয়েছে। বাবা জিজ্ঞেস করেন তোমরা আমাকে জানো তাইনা ? কৃষ্ণ তো এমনটা বলবে না যে – তোমরা আমাকে জানো? তাকে তো সম্পূর্ণ দুনিয়া জানে। সে জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। সুতরাং অবশ্যই বোঝান উচিত, ভগবান রূপ বদল করেন কিন্তু কৃষ্ণ হন না। তিনি মনুষ্য শরীরে আসেন, কৃষ্ণের শরীরে আসেন না। ইনি হলেন ব্রহ্মা। তিনি হলেন কৃষ্ণের আত্মা। শুধু সামান্য বিষয়ে ভুল আছে। ইনি হলেন কৃষ্ণের ৮৪ জন্মের আত্মা, যিনি তারপর আদিতে কৃষ্ণ হন। অগ্নিম জন্মে কৃষ্ণের পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছেন। এটা কত গুপ্ত বিষয়।

এই সামান্য ব্যাপারটাও ওরা ভুলে গেছে, এর মধ্যে বড় জাগলিং আছে।

তোমরা জানো আমরা কৃষ্ণের বংশের ছিলাম। এখন আবারও শিববাবার কাছ থেকে রাজত্বের ভাগ্য নিতে চলেছি। আমাদের বুদ্ধিতে কৃষ্ণ বসে না। মানুষ তো বলে থাকে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। এতে কিছুই সিদ্ধ হয়না। গীতায় দেখানো হয়েছে শেষে পাঁচ পান্ডব ছিল। কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলা হয়েছে। এতো সহজ কথাটাও মানুষ জানে না। তোমরা ইশারাতেই বুঝতে পেরেছ যে আমরাই সূর্যবংশী ঘরানায় ছিলাম, এখন সূর্যবংশী থেকে শূদ্রবংশে এসেছি। আবারও ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হই। বর্ণকেও বুদ্ধিতে রাখতে হয়। ওরা তো বর্ণকেও অধিক করে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ চটি আর শিববাবাকে ভুলে

গেছে। বাদবাকি দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে দেখিয়েছে। ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই প্রয়োজন তাইনা। ব্রাহ্মার সন্তানরা কোথায় গেল, এই বিষয় কারো বুদ্ধিতেই আসে না। বাবা তোমাদের যথার্থ রীতিতে বোঝান, তোমাদের বুদ্ধিতে ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। যে নলেজ বাবার বুদ্ধিতে আছে সেটা তোমাদেরও থাকা উচিত। আমি তোমরা আত্মাদের নিজ সমতুল্য করে তুলি। যে সৃষ্টি চক্রের নলেজ আমার মধ্যে আছে, তা তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে। বুদ্ধিমান হওয়া চাই। বাবার সাথে যোগযুক্ত হওয়ার সাথে-সাথে প্রতি মুহূর্তে বিচার সাগরও মন্থন করতে হবে। তোমরা এখন সামনে বসে আছ। তোমরা বুঝেছ বাবা কতো সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। বলেও থাকে আত্মা পরমাত্মা দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন ছিল। সন্ধ্যা তোমাদের দালালের মাধ্যমে পড়ান। বাবা দালালের মাধ্যমে সওদা (ব্যবসা) করেন। তোমরা জানো দালালকে স্মরণ করা উচিত নয়। দালালের দ্বারা আমাদের বাগদান হয় শিববাবার সাথে। তোমরা যারা মাঝখানে আছ তারা সবাই দালাল। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তোমরা শিববাবার সাথে তাদের বিবাহ করানোর জন্য যুক্তি তৈরি করে থাকো। তারপর প্রজাপিতার নামও দিয়ে থাকো। উত্তরাধিকার শিববাবার কাছ থেকে পাওয়া যায়। তিনিই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। জীব আত্মাদের সাথে পরমাত্মার বিবাহ হয়ে থাকে। বিবাহ হয়েছিল, উত্তরাধিকার পেয়েছিলাম আবারও পেতে চলেছি।

তোমরা জানো কল্পে-কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে আমাদের এটাই কাজ কারবার। আর কেউই আত্মাদেরকে পরমাত্মার সাথে গাঁটছড়া বেঁধে দেয় না। বিবাহ তাঁর সাথেই হয় যিনি বিশ্বের মালিক করে তোলেন। এ'হলো উচ্চ থেকে উচ্চতর রুহানী বিবাহ। রুহানী বিবাহ কল্পে-কল্পে বাবার কাছ থেকেই শিখি। কল্পে-কল্পে এমনটাই হয়ে আসছে। কল্পে-কল্পে মানুষ থেকে অবশ্যই দেবতা হই। দেবতারাই আবার মানুষ হয়। মানুষ তো মানুষই হয়। কিন্তু কেন লেখা হয়....মানুষ থেকে দেবতা করতে সেকেন্ডেরও সময় লাগে না.... কেননা দেবতা ধর্ম স্থাপন করে থাকেন। তোমরাও জানো এই বিবাহের জন্যই আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। সবাই বলে ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল, কিন্তু বুদ্ধিতে আসে না। ভারত প্রথমে স্বর্গ ছিল, এখনও কত মন্দির নির্মাণ করে থাকে। কিন্তু সবারই এখন অবতরণের কলা। আমাদের উত্তরণের কলা। উত্তরণের কলায় এক সেকেন্ড সময় লাগে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কখনও কোনো বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে দূঢ় বিশ্বাসকে ওঠানামা করতে দেওয়া উচিত নয়। ঘর পরিবার সামলেও, কর্মযোগী হয়ে থাকতে হবে। বিজয় মালার কাছে আসার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

২) বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। সেবার জন্য সবসময় তৎপর হতে হবে। নিজের সমতুল্য করে তোলার জন্য সেবা করতে হবে।

বরদান:- 'বাবা' শব্দের স্মৃতির দ্বারা সীমিত আমিষ্ণভাবকে অর্পণকারী অসীমের বৈরাগী ভব কোনো কোনো বাচ্চারা বলে এটা আমার গুণ, আমার শক্তি, এটা বলাও ভুল, পরমাত্মার দেওয়া গুণকে নিজের বলা মহাপাপ। কিছু বাচ্চা সাধারণ ভাষাতেই বলে থাকে আমার এই গুণকে, আমার বুদ্ধিকে ব্যবহার করা হচ্ছে না, আমার বলা অর্থাৎ ময়লা হওয়া — এটাও ঠকানো, সেইজন্যই এই সীমিত আমিষ্ণকে অর্পণ করে সবসময় বাবা শব্দকে স্মরণ করো, তবেই বলা হবে অসীমের বৈরাগী আত্মা।

স্নোগান:- নিজের সেবাকে বাবার কাছে অর্পণ করে দাও, তবে সেবার ফল এবং শক্তি প্রাপ্ত হতেই থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য বাবা তোমাদেরকে সব সত্য শোনাচ্ছেন, এইরকম সত্য বাবার কাছে সর্বদা সত্য থাকতে হবে, অন্তরে কোনো মিথ্যা কপটতা যেন না থাকে”

*প্রশ্নঃ - সঙ্গম যুগে বাচ্চারা তোমরা কোন্ কনট্রাস্টকে (পার্থক্য) ভালোভাবে জানতে পারো ?

*উত্তরঃ - ব্রাহ্মণেরা কি করে আর শূদ্ররা কি করে, জ্ঞান মার্গে কি হয় আর ভক্তি মার্গে কি হয়, ঐ শারীরিক সেনাদের জন্য যুদ্ধের ময়দান কোনটি আর আমাদের যুদ্ধের ময়দান কোনটি - এইসব পার্থক্য তোমরা বাচ্চারা জানো। সত্যযুগ অথবা কলিযুগে এই পার্থক্যকে কেউ জানে না।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা...

ওম্ শান্তি । এ হলো ভারত মাতাদের মহিমা। যেরকম পরমপিতা পরমাত্মা শিবের মহিমা আছে। কেবল এক মাতার মহিমা তো হতে পারে না। একজন তো কিছুই করতে পারবে না। অবশ্যই সেনা চাই। সেনা ছাড়া কাজ কীভাবে হবে। শিব বাবা হলেন এক। সেই এক যদি না থাকতো তাহলে মাতারাও থাকত না। আর না বাচ্চারা হতো, না ব্রহ্মা কুমার আর কুমারীরা থাকতো। অধিকাংশ মাতারাই আছেন। এইজন্য মাতাদেরই মহিমাম্বিত করা হয়েছে। ভারত মাতারা হলেন শিব শক্তি গুপ্ত সেনা আর অহিংসক। কোনও প্রকারের হিংসা তারা করেন না। হিংসা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক হল কাম কাটারী চালানো, দ্বিতীয় হল গুলি ইত্যাদি চালানো, ক্রোধ করা, প্রহার করা ইত্যাদি। এই সময় যে সমস্ত শারীরিক সেনা আছে, তারা দুইপ্রকারের হিংসাই করে। আজকাল বন্দুক ইত্যাদি চালানো মাতাদেরকেও শেখায়। তারা হল লৌকিক বা শারীরিক মাতৃসেনা আর এখানে হল আত্মিক সেনার দৈবী সম্প্রদায় যুক্ত মাতারা। সেখানে কতইনা ড্রিল ইত্যাদি শেখে। তোমরা হয়তো কখনও কোনও ময়দানে যাও নি। তারা অনেক পরিশ্রম করে। কাম বিকারেও যায়, এইরকম খুব কমই থাকে যে কেউ কেউ বিবাহ করে না। সেই মিলেটারীতেও অনেক কিছু শেখানো হয়। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও শেখায়। তারাও হল সেনা, আর এরাও হল সেনা। সেনাদের জন্য তো গীতাতে ভালো করেই বিস্তারে লেখা আছে। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কি আছে - এটা তো তোমরাই জানো যে আমরা কতই না গুপ্ত। শিব শক্তি সেনারা কি করে ? বিশ্বের মালিক কিভাবে হয় ? একে বলা যায় যুদ্ধ স্থল। তোমাদের যুদ্ধের ময়দানও হল গুপ্ত। যুদ্ধের ময়দান এই বিশ্ব নাট্য মঞ্চকেই বলা যায়। পূর্বে মাতারা যুদ্ধের ময়দানে যেত না। এখন এখান থেকে সম্পূর্ণ তুলনা করা হয়। দূরকমের সেনাতেই মাতারা থাকেন। তবে সেখানে অধিকাংশই পুরুষ আর এখানে অধিকাংশ মাতারা আছেন। পার্থক্য আছে তাইনা। জ্ঞানমার্গ আর ভক্তিমার্গের এটাই হলো লাস্ট কনট্রাস্ট। সত্যযুগে পার্থক্যের কোনও কথাই থাকবে না। বাবা এসে পার্থক্য বলে দেন। ব্রাহ্মণেরা কি করে আর শূদ্ররা কি করে ? উভয়েই এখানে যুদ্ধের ময়দানে আছে। সত্যযুগ বা কলিযুগের কথা নেই। এটা হল সঙ্গম যুগের কথা। তোমরা পাণ্ডবেরা হলে সঙ্গম যুগী। আর কৌরবেরা হলে কলিযুগী। তারা কলিযুগের সময় অনেক লম্বা করে দিয়েছে। এই কারণে সঙ্গমের বিষয়ে তাদের কিছুই জানা নেই। ধীরে ধীরে এই জ্ঞানও তোমাদের দ্বারা বুঝতে পারবে। তো এক মাতার মহিমা তো করা হয়নি। এনারা হলেন শক্তি সেনা। উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন এক ভগবান, আর তোমরা হলে অবিকল কল্প পূর্বের ন্যায় সেনা। এই ভারতকে দৈবী রাজস্থান বানানো, এটা হলো তোমাদেরই কাজ।

তোমরা জানো যে প্রথমে আমরা সূর্যবংশী ছিলাম তারপর চন্দ্রবংশী, বৈশ্য বংশী হয়েছি। কিন্তু মহিমা সূর্যবংশীরই করা হয়। আমরা পুরুষাথী এমন করছি যে আমরা প্রথমে সূর্যবংশী অর্থাৎ স্বর্গে আসতে পারি। সত্যযুগকে স্বর্গ বলা যায়। ত্রেতাকে বাস্তুবে স্বর্গ বলা যায়না। বলেও যে অমুকে স্বর্গ লাভ করেছেন। এমন তো বলে না যে অমুকে ত্রেতাতে রাম সীতার রাজ্যে গেছে। ভারতবাসীরা জানে যে বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। মানুষের এই বিষয়ে সত্যতা জানা নেই। সত্য যিনি বলবেন সেই সদ্ধরু তাদের প্রাপ্ত হয়নি, তোমাদেরই প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি সবই সত্য কথা বলেন আর আমাদেরকেও সত্য বানাচ্ছেন। বাচ্চাদেরকে বলেন যে - বাচ্চারা তোমরা কখনো মিথ্যা, কপটতার আশ্রয় নিও না। তোমাদের কোনও কিছুই লুকিয়ে থাকবে না, যে যেরকম কর্ম করে, সে সেই রকমই ফল পায়। বাবা ভাল কর্ম করা শেখাচ্ছেন। ঈশ্বরের কাছে কারোর বিকর্ম লুকিয়ে থাকতে পারেনা। কর্মভোগও অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। যদিও তোমাদের এ হলো অন্তিম জন্ম, তথাপি শাস্তি তো ভুগতেই হয় কেননা অনেক জন্মের হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত হচ্ছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে - যারা কাশি কলবট খায় তো যতক্ষণ প্রাণ না বেরিয়ে আসে ততক্ষণ যন্ত্রণা তো ভুগতেই হয়। অনেক কষ্ট

সহ্য করতে হয়। এক তো হল অসুখ-বিসুখের কর্মভোগ আবার দ্বিতীয় হল কর্ম ভোগের শাস্তি। সেই সময় কিছুই বলতে পারে না, কেবল চিৎকার করতে থাকে। গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকে। পাপাত্মাদের এখানেও শাস্তি আবার সেখানেও শাস্তি প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে পাপ হয় না। না কোর্ট, না ম্যাজিস্ট্রেট হয়, না গর্ভ জেলের শাস্তি ভোগ করতে হয়। সেখানে গর্ভ মহল হয়। দেখায় যে অশ্বখ গাছের পাতার উপর কৃষ্ণ আঙ্গুল চুষতে চুষতে আসছে। সেখানে গর্ভ মহলের কথা বলা হয়েছে। সত্যযুগে বাচ্চারা অত্যন্ত আরামের সাথে জন্ম নেবে। আদি-মধ্য-অন্ত সুখই সুখ। এই দুনিয়াতে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখই দুঃখ। এখন তোমরা সুখের দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য পড়াশোনা করছো। এই গুপ্ত সেনাদের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। যে যত অন্যদেরকে রাস্তা বলে দেবে সে তত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। পরিশ্রম করতে হয় স্মরণে থাকার জন্য। অসীমের উত্তরাধিকার যেটা প্রাপ্ত করেছিলে, সেই সব তো হারিয়ে ফেলেছ। এখন পুনরায় সেগুলিকে প্রাপ্ত করছো। লৌকিক বাবা পারলৌকিক বাবা দু'জনকেই স্মরণ করে। সত্যযুগে এক লৌকিক বাবাকেই স্মরণ করে, পারলৌকিককে স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তাই নেই। সেখানে সর্বদাই সুখ বিরাজ করে। এই জ্ঞানও হল ভারতবাসীদের জন্য, অন্যান্য ধর্মের আত্মাদের জন্য নয়। কিন্তু যারা অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা ফিরে আসবে। এসে যোগ শিখবে। যোগের উপর বোঝানোর জন্য তোমাদের অনেক নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হয়, তো তোমাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। বোঝাতে হবে যে - তোমরা কি ভারতের প্রাচীন যোগ ভুলে গেছো ? ভগবান বলেন যে মন্মনা ভব। পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকারী বাচ্চাদেরকে বলেন যে আমাকে স্মরণ করে তো তোমরা আমার কাছে এসে যাবে। তোমরা আত্মারা এই অর্গ্যাঙ্গ দ্বারা শুনছো। আমি আত্মা এই অর্গ্যাঙ্গের আধারে শোনাচ্ছি। আমি হলাম সকলের বাবা। আমার মহিমা সবাই গাইতে থাকে সর্বশক্তিমান, জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর ইত্যাদি ইত্যাদি এই টপিকও খুব ভালো। শিব পরমাত্মার মহিমা আর কৃষ্ণের মহিমা বলো। এখন বিচার করো যে গীতার ভগবান কে ? এই টপিক হলো অত্যন্ত ভালো। এর উপর তোমাদেরকে বোঝাতে হবে। বলো আমরা বেশি সময় নেবো না। এক মিনিট যদি দেয় তবুও ঠিক আছে। ভগবানুবাচ মন্মনা ভব, এক আমাকে স্মরণ করো তো স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এটা কে বলেছেন ? নিরাকার পরমাত্মা ব্রহ্মা শরীর দ্বারা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে বলছেন। এনাদেরকে পান্ডব সেনাও বলা হয়। আত্মিক যাত্রাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমরা হলে পান্ডা। বাবা তার পথ বলে দেন। তোমরা সেই সব যুক্তিকে পুনরায় কীভাবে রিফাইন করে বোঝাবে, সেটা বাচ্চাদেরকে ভাবতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই মুক্তি জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার আর কুমারীরা। বাস্তবে তোমরাও আছো কিন্তু তোমরা বাবাকে এখনো চিনতে পারোনি। তোমরা বাচ্চারা এখন পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা দেবতা হচ্ছে। ভারতেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। ছোট ছোট বাচ্চারা উচ্চৈঃস্বরে (দুততার সাথে) বড় বড় সভাতে বোঝায় তো কতই না প্রভাব পড়ে। বুঝতে পারে যে এর মধ্যে জ্ঞান আছে। এরা ভগবানের রাস্তা বলে দিচ্ছে। নিরাকার পরমাত্মাই বলেন যে - হে আত্মারা, আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। গঙ্গাস্নান, তীর্থ ইত্যাদি জন্ম-জন্মান্তর করতে করতে তোমরা পতিতই হয়ে এসেছ। ভারতেরই উল্লতি কলা, অবনতি কলা হয়ে থাকে। বাবা রাজযোগ শিখিয়ে উল্লতি কলা অর্থাৎ স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন পুনরায় মায়া রাবণ নরকের মালিক বানিয়ে দেয় তো অবনতি কলা বলা হয় তাইনা। প্রতি জন্মে একটু একটু করে তোমরা অবনতি কলাতে নামতে থাকো। জ্ঞান হলো উল্লতি কলা। ভক্তি হলো অবনতি কলা। বলেও যে ভক্তির পর পুনরায় ভগবান প্রাপ্ত হয়। তো ভগবানই জ্ঞান প্রদান করেন তাই না। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দিয়েছেন, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ। সঙ্গুরু তো হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মাই। মহিমা সঙ্গুরুর আছে নাকি গুরুদের। গুরু তো অনেক আছে, সঙ্গুরু তো হলেন এক। তিনিই সঙ্গতি দাতা পতিত-পাবন, মুক্তিদাতা। এখন তোমরা বাচ্চারা ভগবানুবাচ শুনছো। এক আমাকে স্মরণ করলে তোমরা আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে। সেটা হল শান্তিধাম, সেটা হলো সুখ ধাম আর এটা হল দুঃখ ধাম। তোমরা কি এটাও বুঝতে পারছ না! বাবা-ই এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানাচ্ছেন।

তোমরা জানো যে অসীমের সুখ প্রদানকারী হলেন অসীমের বাবা। অসীমের দুঃখ প্রদান করে রাবণ। সে হল বড় শত্রু। এটাও কারোর জানা নেই যে রাবণ রাজ্যকে পতিত রাজ্য কেন বলা যায়। এখন বাবা সমগ্র রহস্য আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। প্রত্যেকের মধ্যে এই পাঁচ-পাঁচটি বিকারের প্রবেশ রয়েছে, এইজন্য দশটি মাথায়ুক্ত রাবণ তৈরি করে। এই কথা বিদ্বান, পণ্ডিত জানেইনা। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে রাম রাজ্য কবে থেকে কতদিন পর্যন্ত চলে। এই অসীমের হিস্টি জিওগ্রাফি বোঝাচ্ছেন। রাবণ হল ভারতের সীমাহীন শত্রু। সে কতই না দুর্গতি করেছে। ভারতই স্বর্গ ছিল যেটা ভুলে গেছে।

এখন বাচ্চারা তোমাদের বাবার শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় যে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করো। অল্ফ আর বে, অর্থাৎ আল্লাহ আর বাদশাহী। পরমপিতা পরমাত্মা স্বর্গের স্থাপনা করেন। রাবণ পুনরায় নরক স্থাপন করে। তোমাদেরকে তো স্বর্গ

স্থাপনকারী বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যদি গৃহস্থ ব্যবহারে থাকে, বিবাহ অনুষ্ঠান ইত্যাদিতেও যাও, যখনই সময় পাবে বাবাকে স্মরণ করো। শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করেও যার সাথে তোমাদের বিবাহ হয়েছে, সেই পরমাত্মা বাবাকেও স্মরণ করতে হবে। যতক্ষণ না তাঁর পরমধাম গৃহে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কর্তব্য করে যাও কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে ভুলে যেওনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের সমস্ত হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত করতে হবে। সত্য বাবার কাছে কিছুই লুকাবে না। মিথ্যা কপটতা ত্যাগ করতে হবে। স্মরণের যাত্রাতে থাকতে হবে।

২) যেরকম বাবা অপকারীদের উপরেও উপকার করতেন এইরকম সকলের উপকার করতে হবে। সবাইকে বাবার সত্য পরিচয় দিতে হবে।

বরদানঃ-

ঈশ্বরীয় সংস্কারগুলিকে কাজে লাগিয়ে সফল করে তুলে সফলতা মূর্তি ভব
যে বাচ্চারা নিজের ঈশ্বরীয় সংস্কার গুলিকে কাজে লাগায় তাদের ব্যর্থ সংকল্প স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যায়।
সফল করা মানে বাঁচানো অথবা বৃদ্ধি করা। এইরকম নয় যে পুরানো সংস্কারই ব্যবহার করতে থাকে,
আর ঈশ্বরীয় সংস্কারগুলিকে বুদ্ধির লকারে রেখে দাও, যেরকম কয়েকজনের অভ্যাস হয়ে থাকে, ভালো
জিনিস বা পয়সা ব্যাঙ্ক অথবা আলমারিতে রেখে দেওয়ার, পুরানো বস্তু গুলির প্রতি ভালোবাসা বেশি
থাকে, সেটাই ব্যবহার করতে থাকে। এখানে এই রকম ক'রো না, এখানে তো মনের দ্বারা, বাণীর দ্বারা,
শক্তিশালী বৃত্তির দ্বারা নিজের সব কিছু সফল করো তাহলে সফলতা মূর্তি হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ-

“বাবা আর আমি” এই ছত্রছায়া সাথে থাকলে কোনো বিঘ্ন টিকতে পারবে না।

সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ অ্যাটেনশন - পরমাত্মার মহাবাক্য

এক বল এক ভরসা অর্থাৎ সর্বদা নিশ্চয় থাকবে যে, যেটা সাকার মুরলী, সেটাই হল মুরলী, মধুবন থেকে যে শ্রীমত প্রাপ্ত হয়, সেটাই হলো শ্রীমৎ। মধুবন ছাড়া বাবার সাথে আর কোথাও মিলন হয় না। সর্বদা এক বাবার পড়াতে নিশ্চয় যেন থাকে। মধুবন থেকে যে পড়ার পাঠ যায় সেটাই হলো পড়া, দ্বিতীয় কোনো পড়া নেই। যদি কোথাও ভোগ ইত্যাদির সময় সন্দেশীর দ্বারা বাবার পাঠ চলতে থাকে তো সেটা একেবারেই ভুল, এটাও হল একপ্রকার মায়া, একে এক বল এক ভরসা বলা যায় না। মধুবন থেকে যে মুরলী আসে তার উপরেই মনোযোগ দাও, না হলে তো অন্য রাস্তায় চলে যাবে। মধুবন থেকেই বাবার মুরলী চলে, মধুবনেই বাবা আসেন এইজন্য প্রত্যেক বাচ্চা যেন এই সাবধানতা বজায় রাখে, না হলে তো মায়া ধোঁকা দিয়ে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই খেলা হল কবরস্থান আর পরীস্থানের। এই সময় হল কবরস্থান, এরপর আবার পরীস্থান হবে -
তোমাদের এই কবরস্থানের প্রতি মন দেওয়া উচিত নয়”

*প্রশ্নঃ - মানুষ কোন্ কথাটিকে যদি জেনে যায়, তবে তাদের সংশয় দূর হয়ে যাবে ?

*উত্তরঃ - বাবা কে, তিনি কীভাবে আসেন-এ'কথা জেনে নিলে সব সংশয় দূর হয়ে যাবে। যতক্ষণ বাবাকে জানবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সংশয় দূর হতে পারে না। নিশ্চয়বুদ্ধি হলে বিজয় মালাতে এসে যাবে। কিন্তু প্রতিটি কথায় সেকেন্ডে সম্পূর্ণ নিশ্চয় হওয়া চাই।

*গীতঃ- ঐ আকাশ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো...

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। ইনি হলেন অসীমের আত্মিক পিতা। আত্মারা সকলে অবশ্যই তাদের রূপ বদল করে। নিরাকার থেকে সাকারে আসেই পার্ট প্লে করতে, কর্মক্ষেত্রে । বাচ্চারা বলে বাবা, তুমিও আমাদের মতো রূপ বদল করো। সাকার রূপ ধারণ করেই তো নিশ্চয়ই জ্ঞান প্রদান করবেন। মানবের রূপকেই তো নেবেন তাই না ! বাচ্চারাও জানে যে আমরা হলাম নিরাকার, তারপর সাকার হই। সব সময় হয়ও এই রকমই। সেটা হল নিরাকারী দুনিয়া। এই সব কথা বাবা বসে শোনান। তিনি বলেন তোমরা তোমাদের ৮৪ জন্মের কাহিনীকে জানো না। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে বোঝাচ্ছি, ইনি তো সেটা জানেন না। কৃষ্ণ তো হল সত্যযুগের প্রিন্স, এনাকে আসতে হয় পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে। কৃষ্ণ ফর্সা ছিল, তাহলে কালো কী করে হল ? সে'কথা কেউই জানে না। বলে সর্প দংশনে। বাস্তবে এ হল পাঁচ বিকারের কথা। কাম-চিহ্নে বসার ফলে কালো হয়ে যায়। শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণকেই বলা হয়। আমার তো শরীর নেই যে গোর বর্ণ বা শ্যামলা হবো। আমি তো হলাম এভার পিওর। আমি প্রত্যেক কল্পের সঙ্গমযুগে আসি যখন কলিযুগের অন্ত, সত্যযুগের আদি হয়। আমাকে এসে স্বর্গের স্থাপনা করতে হয়। সত্যযুগ হল সুখধাম। কলিযুগ হল দুঃখধাম। এই সময় মনুষ্য মাত্রই সবাই হল পতিত। সত্যযুগের লক্ষ্মী-নারায়ণ, মহারাজা- মহারাজা-মহারানীর গভর্নমেন্টকে ব্রষ্টাচারী তো বলা হবে না। এখানে সবাই হল পতিত। ভারত স্বর্গ ছিল তো দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। একটাই ধর্ম ছিল। সম্পূর্ণ পবিত্র, শ্রেষ্ঠাচারী ছিল । ব্রষ্টাচারী, শ্রেষ্ঠাচারীদের পূজা করে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয়, তখন অপবিত্ররা তাদের সামনে মাথা নত করে। সন্ন্যাসীদের কোনো কিছুই তো গৃহস্থীরা ফলো করে না, কেবল বলে দেয় আমি হলাম অমুক সন্ন্যাসীর ফলোয়ার। ফলো করলে তবে না ! তোমরাও সন্ন্যাসী হয়ে যাও, তখন বলবে ফলোয়ার, গৃহস্থীরা ফলোয়ার হয় কিন্তু তারা পবিত্র তো হয় না। না সন্ন্যাসীরা তাদেরকে বোঝায়, না তারা নিজেরা মনে করে যে আমরা ফলো তো করি না। এখানে তো সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে - মাতা - পিতাকে। গাওয়া হয়ে থাকে ফলো ফাদার - মাদার, অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে, সকল দেহধারীদের থেকে সঙ্গ ছিন্ন করে একমাত্র বাবার সাথে জোড়ো। তবে বাবার কাছে পৌঁছে যাবে, তারপর সত্যযুগে এসে যাবে। তোমরা হলে অলরাউন্ডার। ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকো। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, অন্ত থেকে আদি পর্যন্ত তোমরা জানো যে, আমাদের অলরাউন্ড পার্ট চলে। অন্য ধর্মের মানুষদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পার্ট চলে না। আদি সনাতন হলই একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম। সর্ব প্রথমে সূর্যবংশীরা ছিল।

এখন তোমরা জানো যে, আমরা অলরাউন্ড ৮৪ জন্মের পরিক্রমা লাগাই। পরে যারা আসে তারা তো অলরাউন্ডার হতে পারবে না। এটা তো বুঝতে হবে। বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারে না। সবার প্রথমে হল ডিটিজম। অর্ধ কল্প সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজত্ব চলে। এখন তো এটা হল খুব ছোট্ট একটা যুগ, একেই বলা হয় সঙ্গম, কুণ্ড ও বলা হয়। তাঁকেই স্মরণ করে থাকে - হে পরমপিতা পরমাত্মা এসে আমাদেরকে, এই পতিতদেরকে পবিত্র করে নাও। বাবার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য কতো এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। যজ্ঞ - তপ, দান - পুণ্য ইত্যাদি করতে থাকে। লাভ তো কিছুই হয় না। এখন তোমরা এই বিভ্রান্তির থেকে বেঁচে গেছো। সে'টা হল ভক্তি কান্ড। এটা হল জ্ঞান কান্ড। ভক্তি মার্গ অর্ধ কল্প চলে। এটা হল জ্ঞান মার্গ। এই সময় তোমাদেরকে পুরানো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য প্রদান করে থাকি। সেইজন্য এটা হল তোমাদের অসীম জগতের বৈরাগ্য । কেননা তোমরা জানো যে, এই সমগ্র দুনিয়া কবরস্থানায় পরিণত হবে। এই সময় হল কবরস্থানা, তারপর কবরস্থানা হবে। এই খেলা হল কবরস্থান, পরীস্থানের। বাবা পরীস্থান স্থাপন করেন, যাকে মানুষ স্মরণ করে। রাবণকে কেউ স্মরণ করে না। এই মুখ্য কথাটাকে বুঝলে তখন সব সংশয় দূর হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবাকে জানবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সংশয়বুদ্ধিই থাকবে। সংশয়বুদ্ধি বিনশক্তি... অবশ্যই তিনই হলেন আমাদের অর্থাৎ সব

আল্লাদের বাবা, তিনি অসীমের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। নিশ্চয়ের দ্বারাই বিজয় মালাতে গাঁথা হতে পারো। এক একটি শব্দের প্রতি সেকেন্ডে নিশ্চয় হতে হবে। বাবা বলেন বলেই তাতে সম্পূর্ণ নিশ্চয় হয়ে যাওয়া উচিত। বাবা বলা হয় নিরাকারকে। এমনিতে তো গান্ধীকেও বাবু বলা হয়। কিন্তু এখানে তো ওয়ার্ল্ডের বাপু জী'কে প্রয়োজন তাই না ? তিনি তো হলেনই ওয়ার্ল্ডের গড ফাদার। ওয়ার্ল্ডের গড ফাদার হলে তিনি তো অনেক বড়ই হবেন তাই না ? তাঁর থেকে ওয়ার্ল্ডের বাদশাহী প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয়, বিষ্ণুর রাজত্বের। তোমরা জানো যে, আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম। আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম তারপর চন্দ্রবংশী, বৈশ্য বংশী, শূদ্র বংশী হয়ে যায় । এই সব কথা গুলো তোমরা বাচ্চারা বুলতে পারো। বাবা বলেনও আমার এই জ্ঞান যথেষ্ট অনেক বিদ্বান পড়বে। এ হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । এর দ্বারাই বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হবে। এর দ্বারা সমগ্র পুরানো দুনিয়ার অবসান হয়ে এক দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়ে যাবে। তোমাদেরকে বোঝান পরমাত্মা বাবা, তিনি সত্য বলেন, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কথা শোনান। এই কথা তোমরা এখনই শুনে থাকো। পরম্পরা অনুসারে চলে না।

এখন বাবা বলেন তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছে। এখন আবার নতুন দুনিয়াতে তোমাদের রাজত্ব হবে। এ হল রাজযোগের জ্ঞান। সহজ রাজযোগের নলেজ এক পরমপিতা পরমাত্মার কাছেই আছে, যাকে প্রাচীন ভারতের রাজযোগ বলা হয়। অবশ্যই তিনি কলিযুগকে সত্যযুগ বানিয়েছিলেন। বিনাশও শুরু হয়েছিল, মুশলের কথাও আছে। সত্যযুগ ত্রেতাতে তো কোনো লড়াই হয় না, পরে শুরু হয়। এই মুশল ইত্যাদির হল লাস্ট লড়াই। আগে তলোয়ার দিয়ে লড়তো, তারপর বন্দুক ইত্যাদি দিয়ে হয়। তারপরে তোপ এখন বম্বস বেরিয়েছে। নাহলে সমগ্র দুনিয়ার বিনাশ কীভাবে হবে। তারপর তাদের সাথে ন্যাচারাল ক্যালামেটিসও রয়েছে। মুশলধারে বর্ষা, দুর্ভিক্ষ, এ সব হল ন্যাচারাল ক্যালামেটিস। মনে করো আর্থকোয়েক (ভূমিকম্প) হল, তাকে বলা হয় ন্যাচারাল ক্যালামেটিস । তাতে কে কি করতে পারে। কেউ যদি ইন্সিওরেন্সও করে থাকে, তখন কে কাকে দেবে ? সবাই মরে যাবে। কেউ কিছুই পাবে না। এখন তোমাদেরকে আবার ইন্সিওর করতে হবে বাবার কাছে। ইনশিওর ভুক্তিতেও করতে হয়, কিন্তু সেটা অর্ধ কল্লের রিটার্ন মেলে। কিন্তু এখানে তো তোমরা ডায়রেক্ট ইনশিওর করে থাকো। কেউ যদি ইনশিওর করে তবে তারা বাদশাহী পেয়ে যায়। যেমন বাবা নিজের কথা বলেন যে - তিনি সব কিছুই দিয়ে দিয়েছিলেন। বাবার কাছে ফুল ইনশিওর করে নিলে তবে ফুল বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। বাকি তো এই দুনিয়াই শেষ হয়ে যায়। এটা হল মৃত্যুলোক। কারো সম্পদ ধুলোয় মিশে যাবে, কারোর সম্পদ রাজা থাকে অর্থাৎ সরকার গ্রাস করবে... যখন কোথাও কোনো অঘটন ঘটে তখন চোরেরা লুটপাট চালায়। এই সময়ই হল অন্তের, সেইজন্য এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে । সহায়তা করতে হবে।

এই সময় সবাই হল পতিত, তারা পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করতে পারবে না। এটা তো হল বাবারই কাজ। বাবাকেই আহ্বান করে, নিরাকারী অ ধরো। তো বাবা বলেন আমি সাকারে এসেছি, রূপ ধারণ করেছি। কিন্তু সব সময় এর মধ্যে থাকতে পারি না। সারাদিন কেউ সওয়ার হয়ে থাকে নাকি। ষাঁড়ের সওয়ারী দেখানো হয়েছে। আবার ভাগ্যশালী রথ মানুষের এটাও দেখায়। এখন কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল ? গোশালা দেখানো হয়েছে না ? গোমুখও দেখানো হয়েছে। ষাঁড়ের উপর সওয়ার তারপর গোমুখের দ্বারা নলেজ প্রদান । এই জ্ঞান অমৃত বেরিয়ে আসে। অর্থ তো কিছু আছে। গোমুখের মন্দিরও আছে। বহু মানুষ যায়, মনে করে গোরুর মুখ থেকে অমৃত টপটপ করে পড়ছে, গিয়ে তা পান করতে হবে। ৭০০ টি সিঁড়ি রয়েছে। সবথেকে বড় গোমুখ তো হল এখানে। অমরনাথে মানুষ কত কষ্ট করে যায়। সেখানে কিছুই নেই। সব ঠিকানো, দেখানো হয়েছে যে, শংকর পার্বতীকে কাহিনী শুনিয়েছিল। পার্বতীর কী দুর্গতি হয়েছিল যে ওনাকে বসে কথা শোনাতে হয়েছিল ? মানুষ মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করতে কতো অর্থ ব্যয় করে। বাবা বলেন খরচা করতে করতে তোমরা সব অর্থ শেষ করে ফেলেছো। তোমরা কতো সলভেন্ট ছিলে, এখন ইনসলভেন্ট হয়ে গেছো, এরপর আমি এসে সলভেন্ট বানাই। তোমরা জানো যে, আমরা অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছি। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন দিচ্ছি। ভারত হল পরমপিতা পরমাত্মার বার্থ প্লেস। তাহলে সব থেকে বড় তীর্থ হয়ে গেল এটা, তাই না ? তারপর সকল পতিতকে পবিত্র বাবা'ই বানান। গীতাতে যদি বাবার নাম থাকত তবে সকলে এখানে এসে ফুল চড়াতো। বাবা ছাড়া সবাইকে সঙ্গতি কে করতে পারে ? ভারতই সব থেকে বড় 'র থেকেও বড় তীর্থ, কিন্তু সে'কথা কারোরই জানা নেই। নাহলে তো যেমন বাবার মহিমা হল অপরমপার, তেমনই ভারতেরও মহিমা। হেল আর হেভেন ভারতই হয়। অপরম অপার এই মহিমা হলই হেভেনের। অপর অপার নিন্দা তারপর হেল এর করা হবে।

তোমরা বাচ্চারা সত্যখন্ডের মালিক হয়ে ওঠো। এখানে এসেছো বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের সম্পদের উত্তরাধিকার নিতে। বাবা বলেন মন্মানাভব আর সব কিছুর থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে মামেকম স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হবে।

নলেজের দ্বারা উত্তরাধিকার নিয়ে থাকে, জীবনমুক্তির বর্ষা তো সকলেই পায় কিন্তু স্বর্গের বর্ষা যারা রাজযোগ শেখে তারাই পায়। সঙ্গতি তো সকলেরই হয়, তাই না ? সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। বাবা বলেন আমি হলাম কাল এরও কাল। মহাকালেরও মন্দির রয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন, অন্তিমে প্রত্যেকেরই হবে, তখন বুঝতে পারবে যে, এদেরকে অবশ্যই অসীম জগতের পিতাই বুঝিয়েছেন। কথা যারা শোনায়, এখন যদি তারা বলে যে, গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়, শিব, তখন তো সবাই বলবে একেও বি. কে. র ভূতে ধরেছে। সেইজন্য তাদের এখন টাইম নেই। পরে গিয়ে মানবে। এখন যদি মেনে নেয় তবে তাদের সব রোজগার চলে যাবে। আচ্ছা

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে মাতা-পিতাকে সম্পূর্ণ রূপে ফলো করতে হবে। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে অসীমের বৈরাগ্য রেখে একে ভুলে যেতে হবে।

২) এ হল অন্তিম সময়, সব সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে নিজের কাছে যা কিছু আছে, তাকে ইনশিওর করে ভবিষ্যতে ফুল বাদশাহীর অধিকারী নিতে হবে।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনে সদা খুশীর পুষ্টিকর আহার খেয়ে এবং খাইয়ে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী ভব বিশ্বের মালিকের আমরা হলাম বালক তথা মালিক - এই ঈশ্বরীয় নেশা আর খুশীতে থাকো। বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য অর্থাৎ নসীব। এই খুশীর দোলায় সদা দুলতে থাকো। সদা সৌভাগ্যবানও সাথে সাথে সদা খুশীর পুষ্টিকর আহার খেয়ে এবং খাইয়েও থাকো। অন্যদেরকেও খুশীর মহাদান দিয়ে সৌভাগ্যের অধিকারীও বানিয়ে দিয়ে থাকো। তোমাদের জীবনই হল খুশী। খুশী থাকা মানেই বেঁচে থাকা। এটাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের শ্রেষ্ঠ বরদান।

স্নোগানঃ:- সকল পরিস্থিতিতে সহনশীল হও, তবে আনন্দের অনুভব করতে থাকবে।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

১) এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান আমাদের নিজেদের মাথা (বুদ্ধি) থেকে বের হয়নি, না কারো নিজের বোধবুদ্ধি বা কল্পনা এ'সব অথবা সংকল্প। কিন্তু এই জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টির যিনি রচয়িতা তাঁর দ্বারা উচ্চারিত। আর সাথে সাথে শুনে অনুভব আর বিবেকে যেটাকে নিয়ে আসা হয়, সেটাকেই প্র্যাকটিক্যাল আপনাদেরকে শোনানো হচ্ছে। এ'সব যদি নিজের বিবেকের কথা হত, তবে কেবল নিজেদের মধ্যেই চলত, কিন্তু এটটা তো পরমাত্মার থেকে শুনে বিবেকের দ্বারা অনুভবে ধারণা করতে হয়। যে কথা ধারণ করা হয়, সেটা নিশ্চয়ই যখন বিবেক আর অনুভবে আসে, তখনই সেটাকে নিজের বলে মানা হয়। এ'সব আমরা এনার দ্বারাই জেনেছি। তো পরমাত্মার রচনা কোনটি ? পরমাত্মা কী ? বাকি কোনো নিজের সংকল্পের ব্যাপার নয়, তা যদি হতো তবে সেটা আমাদের মনে উৎপন্ন হতো যে এটা আমার সংকল্প। সেইজন্য স্বয়ং পরমাত্মার দ্বারা মুখ্য ধারণা যোগ্য যে পয়েন্ট প্রাপ্ত হয়েছে, তা হল মুখ্যতঃ যোগ লাগানো। কিন্তু যোগের আগে জ্ঞানের প্রয়োজন। যোগ করবার জন্য প্রথমে জ্ঞান কেন বলা হয় ? প্রথমে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে তার পরে যোগ লাগানো... সব সময় এই ভাবেই বলা হয় যে প্রথমে সমঝ অর্থাৎ বোধের প্রয়োজন। নাহলে উল্টো কর্ম চলবে। সেইজন্য প্রথমে জ্ঞান জরুরী। জ্ঞান হল এক উচ্চ স্টেজ যাকে জানার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। কেননা উচ্চ থেকে উচ্চ পরমাত্মা আমাদেরকে পড়ান।

২) এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান এক দিকে ছিন্ন করা আরেক দিকে যুক্ত করা। এক পরমাত্মার সাথে যুক্ত হও, যে শুদ্ধ সম্বন্ধের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের সিঁড়ি এগিয়ে যেতে লবে। কেননা এই সময় আত্মা কর্ম বন্ধনের বশ হয়ে গেছে। আত্মা আদিতো কর্ম বন্ধন রহিত ছিল, পরে কর্ম বন্ধনে এসেছে এবং তারপর পুনরায় নিজের কর্ম বন্ধনের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এখন কর্ম যেন আর বাঁধতে না পারে আর কর্ম করে যাওয়া নিজের হাতে থাকা মানে কর্মের উপরে কন্ট্রোল থাকবে, তখনই কর্ম আর বাঁধতে পারবে না। একেই জীবনমুক্তি বলা হয়। নাহলে কর্ম বন্ধনে, চক্রে এলে সদা কালের জন্য যে জীবনমুক্তি, তা আর পাবে না। এখন তো আত্মার থেকে পাওয়ার বেরিয়ে গেছে আর তার ওপরে বিনা কন্ট্রোলে কর্ম চলছে, কিন্তু আত্মার দ্বারা

হওয়া উচিত। আর আল্মার ওপরে জোর আসাটা জরুরী। কর্মকে এই স্থিতিতে আসা চাই কর্ম যাতে না বাঁধতে পারে। নাহলে মানুষ দুঃখের আবর্তে চলে আসবে। কেননা কর্ম তাদেরকে টানতে থাকবে, কর্মের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আল্মা নিজের মধ্যে এই শক্তিকে বিকশিত করে। এটাই হল রেজাল্ট। এই কথা গুলিকে ধারণ করলে সেটা সহজ হয়ে যাবে, এই ক্লাসের উদ্দেশ্য হল সেটাই। বাকি কোনো বেদ শাস্ত্র পড়ে ডিগ্রি অর্জন করতে হবে না। বরং এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে নিজের জীবন বানাতে হবে, যার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তি গ্রহণ করতে হবে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে জগৎ অম্বা কামধেনুর পুত্র ও কন্যা, সকলের মনস্কামনা পূরণ করতে হবে তোমাদের, নিজের ভাই-বোনদের সঠিক পথ বলে দিতে হবে”

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমরা, বাবার দ্বারা কোন্ রেম্পন্সিবিলিটি বা দায়িত্ব প্রাপ্ত করেছ ?

*উত্তর:- বাচ্চারা, বাবা এসেছেন অসীম জগতের সুখ প্রদান করতে, তাই তোমাদের কর্তব্য হল ঘরে-ঘরে এই বার্তা প্রদান করো। বাবার সহযোগী হয়ে ঘরে-ঘরে স্বর্গ বানাও। কাঁটার ফুলে পরিণত করার সেবা করো। বাবার সমান নিরহংকারী, নিরাকারী হয়ে সবার সেবা করো। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে রাবণ রূপী শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করতে হবে - এই বিশাল দায়িত্ব বাচ্চারা তোমাদের।

*গীত:- মাতা ও মাতা, তুমিই ভাগ্যবিধাতা...

ওম্ শান্তি । এই মাতা'র মহিমা ভারতেই গায়ন করা হয়। জগৎ অম্বা হলেন ভাগ্য বিধাতা যথাযথভাবে । তার নামই রাখা হয়েছে কামধেনু অর্থাৎ উনি সর্ব কামনা পূরণ করেন । এই ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার তাঁর কোথা থেকে প্রাপ্ত হয় ? শিববাবার দ্বারা জগৎ অম্বা ও জগৎ পিতার বর্ষা প্রাপ্ত হয়। বাচ্চাদের এই নিশ্চয় হয়েছে যে আমরা হলাম আত্মা। আত্মাকে চোখে দেখা যায় না, বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়। জীব এবং আত্মা। আত্মা হল অবিনাশী, শরীর তো হল বিনাশী যা এই চোখে দেখা যায়। আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। বলা হয় - বিবেকানন্দের আত্মার সাক্ষাৎকার হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারেনি। বাচ্চারা ভাবে আমরা নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার করবো তো বাবার সাক্ষাৎকারও করবো। যেমন আত্মারা তেমনই আত্মাদের পিতা। কোনো তফাৎ নেই। বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে ইনি হলেন পিতা, এরা সন্তান। সব আত্মারাই পিতাকে স্মরণ করে। এই দেহের চোখ দিয়ে না নিজের আত্মাকে, না পিতার আত্মাকে দেখতে পায়। উনি হলেন পরম আত্মা পরমধাম নিবাসী সুপ্রিয় পরমাত্মা। ভক্তি মার্গেও নবধা ভক্তি (নয় প্রকারের ভক্তি) করলে সাক্ষাৎকার হয়। এমন নয় যে তার আত্মা এই দেহে আছে এই সময়। না, তার আত্মা তো পুনর্জন্মে চলে গেছে। ভক্তিমার্গে যে যেরকম ভাবনা দিয়ে যার পূজা করে তার সাক্ষাৎকার করে। অসংখ্য চিত্র বানিয়েছে বসে, যাকে পুতুল পূজা বলা হয়। ভাবনা বা ভক্তি থাকলে অল্পকালের সুখ অল্প বিস্তর প্রাপ্ত হয়। তোমাদের অসীমের সুখের কথা একেবারেই আলাদা । তোমরা জানো আমরা স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করি। ভক্তির দ্বারা কেউ স্বর্গে যেতে পারে না। যখন ভক্তিমার্গ পূর্ণ হয় অর্থাৎ দুনিয়া পুরানো হয় তখন পুনরায় কলিযুগের পরে সত্যযুগ নতুন দুনিয়া আসবে। কারো বুদ্ধিতে বসে না। সন্ন্যাসীরাও বলে অমুকে জ্যোতিতে জ্যোতি বিলীন হয়েছে, কিন্তু এমন নয়। তোমাদের এখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, যাকে শ্রীমৎ বলে। শব্দগুলো কতো সুন্দর । শ্রী শ্রী ভগবানুবাচ। তিনি স্বর্গের মালিক অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ বানান। তোমরা শ্রীমতের দ্বারা বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করো। শ্রী শ্রী ১০৮ এর মালার অনেক মহিমা আছে। ৮ রত্নের মালা হয়। সন্ন্যাসীরাও মালা জপ করে। একটি কাপড় রাখে যাকে গৌ মুখ বলে । তার ভিতরে হাত রেখে মালা জপ করে। বাবা বলেন তোমরা নিরন্তর স্মরণ করো তাই তারা মালা জপ করার প্রথা চালু করেছে। বাচ্চারা জানে এখন পারলৌকিক পিতা এসে আমাদের আপন করেছেন, ব্রহ্মার দ্বারা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তো প্রজা মাতাও আছেন। জগৎ অম্বাকে জগৎ মাতা এবং লক্ষ্মীকে বিশ্বের মহারানী বলা হয়। বিশ্ব অম্বা বলো বা জগৎ অম্বা বলো একই কথা। তোমরা হলে সন্তান, সুতরাং এই হল এক কুটুম্ব অর্থাৎ এক পরিবার। তোমরা বাচ্চারাও সকলের মনস্কামনা পূরণ করো। তোমরা হলে জগৎ অম্বার পুত্র ও কন্যা। বুদ্ধিতে এই নেশা থাকে - আমরা আমাদের ভাই বোনদের সঠিক পথ বলি। খুব সহজ। ভক্তিমার্গে তো কষ্ট অনেক আছে। কত রকমের হঠ যোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করে। নদীতে গিয়ে স্নান করে। অনেক কষ্ট গ্রহণ করে। এখন বাবা বলেন তোমরা ক্লান্ত হয়েছো। ব্রাহ্মণদেরই বোঝানো হয়, যারা বোঝে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ আছে। শিববাবা শব্দটি শোভনীয়, রুদ্র বাবা বলা হয় না। বলাই হয় শিববাবা। এই কথাটি খুব সহজ। নাম আরও অনেক আছে। কিন্তু সঠিক হল "শিববাবা"। শিব অর্থাৎ বিন্দু। রুদ্র অর্থাৎ বিন্দু নয়। যদিও বলে শিববাবা কিন্তু বুঝতে কিছুই পারে না। শিববাবা এবং তোমরা হলে শালগ্রাম, এখন বাচ্চারা তোমাদের মাথায় দায়িত্ব রয়েছে। যেমন গান্ধী ভাবতেন ভারতকে এই বিদেশিদের শাসন থেকে মুক্ত করতে হবে। সে তো হল সীমিত দুনিয়ার কথা। বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদেরকে দায়িত্বশীল বানান। বিশেষ ভাবে ভারত এবং সাধারণ ভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বকে মায়া রাবণ শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এই শত্রু গুলি সবাইকে দুঃখ দিয়েছে, সেসবের উপরে বিজয় অর্জন করতে হবে। যেমন গান্ধীজি ফরেনার্সদের দেশ থেকে দূর করেছিলেন, এই রাবণও হল বিরাট বড় ফরেনার। দ্বাপর যুগে এই রাবণ প্রবেশ করে, কেউ জানতে পারে না, রাবণ এসে

সম্পূর্ণ রাজ্য কেড়ে নেয়। এ'হল সবচেয়ে পুরানো ফরেনার, যে ভারতকে কাঙাল করেছে। তার মতানুসারে ভারত এমন ভ্রষ্টাচারী হয়েছে। এই শত্রুকে দূর করতে হবে। শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় যে কীভাবে দূর হবে। তোমাদের তো বাবার সহযোগী হতে হবে। আমার আপন হয়ে পরমতে চললে পতন হবে। উঁচু পদের অধিকারী হতে পারবে না। গায়নও আছে - সাহসী বাচ্চাদের সহায়তা করেন বাবা। তোমরা হলে খোদাই খিদমতগার অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সেবাদারী। খোদা স্বয়ং এসে তোমাদের সেবা করেন। তাঁকে স্মরণ করা হয় যে, হে পতিত-পাবন এসো। সেবা যে করে তাকে সার্ভেন্ট বলা হয়। বাবা হলেন কতখানি নিরহংকারী, নিরাকার। নিরহংকারী, নির্বিকারী হতে শেখান। নিজ সম বানিয়ে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করতে হবে। গ্যারান্টি দেওয়া হয় আমরা বিকার গ্রস্ত হবো না। এ'হল সবচেয়ে পুরানো শত্রু। এর উপরেই জয় লাভ করতে হবে। কেউ কেউ লেখে বাবা আমরা পরাজিত হয়েছি, কেউ তো আবার বলেও না। এক তো নাম বদনাম করে, সঙ্গুর নিন্দা করে নিজের ক্ষতি করে।

তোমরা বাচ্চারা জানো - এখন আমরা শিববাবার নাতি নাতনী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। ব্রহ্মাও বর্ষা প্রাপ্ত করেন শিববাবার কাছ থেকে। তোমরাও শিববাবার কাছ থেকেই নাও। বাচ্চারা জানে বাবার থেকে কল্প পূর্বেও বর্ষা প্রাপ্ত করেছিলাম। আত্মা বুঝতে পারে। আত্মাই এক দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। শরীরের নাম রাখা হয়। শিববাবা তো কেবল নলেজ প্রদান করার জন্য দেহটি লোন নেন। শিব ভগবানুবাচ - ব্রহ্মার দেহের দ্বারা। বাকি অতিরিক্ত কথায় মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই। আত্মা বেরিয়ে গেল, কি হয়? কীভাবে আসে, এইসব কথায় বুদ্ধি যুক্ত করে কোনো লাভ নেই। এইসবই হল সাক্ষাৎকার। যা কিছু হয়, সব সাক্ষাৎকার। সূক্ষ্মবতনের পথ এখন খোলা আছে। অনেকে আসে যায়। এতে জ্ঞান যোগের কোনো কথা নেই। ভোগ অর্পণ করা হয় আত্মা আসে, খাওয়ানো হয় - এই সব হল চিট চ্যাট (কথোপকথন)। বাবার বাচ্চাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা থাকে। তোমরা বাচ্চারা বলো বাপদাদা আমরা এসেছি। শিব এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন একত্রে। ব্রহ্মাকে বলাই গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। কত বিশাল এই বংশ লতিকা, ওনাকে শিববাবা তো বলবে না। এখানে হল মানুষের বংশ লতা। তা হল করপরিয়ালের। সব বংশের মধ্যে প্রথম মুখ্য বংশের গায়ন আছে। বিশাল নাটক, তাই না। এখন বাচ্চারা তোমরা ভালো ভাবে বুঝেছে। কেউ হয়তো বুঝতে পারে না। এটুকু তো বুঝতে পারে যে অবশ্যই শিববাবা হলেন সকলের পিতা। বর্ষা প্রাপ্ত হবে পিতামহের কাছ থেকে, ব্রহ্মাবাবাও প্রাপ্ত করেন শিববাবার কাছ থেকে। আত্মা, ব্রহ্মাকেও ভুলে যাও। আশীর্বাদ অনুষ্ঠান হয়ে গেছে, আর বাকি কি আছে? তারপরে মিডিয়েটরকে স্মরণ করে না। ব্রহ্মা বাবা হলেন মিডিয়েটর, এনগেজমেন্ট করান। বলেন হে বাচ্চারা... আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মা স্মরণ করে - বাবা এসে আমাদের পবিত্র করো। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা পবিত্র হতে থাকবে এবং এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। শান্তিধাম থেকে পুনরায় তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেব। এটা হল পিত্রালয়, ওটা হল স্বশুরালয়। পিতৃ গৃহে গহনা ইত্যাদি ধারণ করে না, নিয়ম নেই। আজকাল ফ্যাশন হয়েছে। এই সময় তোমরা জানো আমরা স্বশুর গৃহে গিয়ে এই সব ধারণ করবো। বিবাহের পূর্বে কন্যার সব গহনা ইত্যাদি প্রথমে খুলে রাখা হয়। পুরানো পোশাক ধারণ করে। তোমরা জানো বাবা আমাদের শৃঙ্গার করছেন, স্বশুর গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ২১ জন্ম আমরা সদাকালের জন্য থাকবো স্বশুর গৃহে। হ্যাঁ, তার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে, পবিত্র থাকতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। এই হল শেষ জন্ম। বাবা বোঝান প্রথমে অব্যাভিচারী সতোপ্রধান ভক্তি ছিল, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। মুম্বাইয়ে গণেশের পূজা করে লক্ষ টাকা খরচ করে। দেবতাদের রচনা করে তার পালনা করে তাকে বিসর্জন করে, বিনাশ করে দেয়। এখন তোমরা বাচ্চারা আশ্চর্য বোধ করো। তোমরা বোঝাতে পারো এই নিয়ম গুলি কি। দেবীকে জন্ম দিয়ে, পূজা করে খাইয়ে দাইয়ে উৎসব করে তারপর বিসর্জন দেয়। ওয়াল্ডার তাইনা। তুলসীর বিবাহ কৃষ্ণের সঙ্গে দেখানো হয়। খুব ধুমধাম করে বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ফরেনাররা এমন কথা শুনে ভাবে, এমন হয় হয়তো। বসে বসে কি কি কথাই না লিখেছে। পাশা ইত্যাদি খেলার তো কোনো কথাই নেই। তারা তো বলে দেয় পাণ্ডবরা পাশা (জুয়া) খেলেছে, দ্রৌপদীকে বাজি লাগিয়েছে। কি কি কথা বসে লিখেছে, ফলে রাজযোগের কথা তো একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়। এখন বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো, খুব সহজ কথা। বুদ্ধিতে আসা উচিত আমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গ, ক্ষীর সাগরে যাই। এখন এ হল বিষয় সাগর। বিষয় সাগর থেকে বেরিয়ে তোমরা পুনরায় ক্ষীর সাগরে যাচ্ছ। তোমাদের হল নতুন কথা। মানুষ শুনে আশ্চর্য হবে। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো সঠিকভাবে স্বর্গে আমরা খুব সুখী থাকবো। আমরা বিশ্বের মালিক হই। সেখানে আমাদের রাজধানী কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এখন তো কত পার্টিশন আছে, লড়াই করতে থাকে। বাচ্চারা তোমাদের বোঝাতে হবে - তোমাদের আসল শত্রু হল রাবণ, এই রাবণের উপরে তোমরা কল্প কল্প বিজয় লাভ করো। মায়াজিত জগৎজিত হও। এ হল হার-জিতের খেলা। তোমরা জানো আমরা অবশ্যই বিজয় প্রাপ্ত করবো। ফেল হতে পারি না, বিনাশ সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রক্তের নদী বয়ে যাবে। অনেকে অযথা মরে

যাবে। একেই বলে নরক অথবা ব্রষ্টাচারী পতিত দুনিয়া। গেয়েও থাকে - পতিত-পাবন এসো।

বাবা বলেন যেমন তোমরা আত্মারা হলে স্টার, আমিও হলাম স্টার। আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ, এই বন্ধন থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে না। তা নাহলে আমার কি দরকার যে আমি পতিত দুনিয়াতে আসি। আমি তো পরমধামে থাকি তাইনা! এই ড্রামাতে প্রত্যেকে নিজের-নিজের পার্ট প্লে করে। কোনো চিন্তার কিছুই নেই। এখানে তোমরা নেশায় নিশ্চিত (বেফিকর) থাকো, একদম সিম্পল। বাবা কোনো কষ্ট দেন না। শুধুমাত্র স্মরণ করতে হবে এবং করাতে হবে। অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের সুখ প্রদান করতে এসেছেন। ঘরে-ঘরে তোমাদের নিমন্ত্রণ পত্র দিতে হবে, এইটুকু কাজ করতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের উপরে বিশাল ভারী রেস্পন্সিবিলিটি অর্থাৎ দায়িত্ব আছে। মায়াও দেখো একেবারে সর্বনাশ করে দেয়। ভারত কতখানি দুঃখে আছে। দুঃখ মায়া দিয়েছে। এখন বাচ্চারা, বাবাকে সহযোগিতা করে কাঁটারে ফুল বানাতে হবে। তোমরা জানো আমাদের এই ব্রাহ্মণ কুলে কি কি প্রকারের ফুল আছে। সার্ভিস করলে পদ মর্যাদাও প্রাপ্ত হবে, নাহলে প্রজাতে চলে যাবে। পরিশ্রম আছে না। অনেক বাচ্চারা সার্ভিসে যুক্ত আছে। অনেক কন্যারা সার্ভিস করার ছুটি পায় না অর্থাৎ পরিবারে পারমিশন পায় না, অনেকে কষ্ট সহ্য করে, এতে সাহস চাই। ভয় পাওয়া উচিত নয়। বীর বাহাদুরী চাই। নষ্ট মোহও হতে হবে। মোহ কিন্তু কম নয়, ভীষণ প্রবল। ধনী পরিবারের হলে তো বাবা প্রথমে দেহ-অভিমান নষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলবেন ঝাঁট দাও, বাসন মাজো। পরীক্ষা তো নেবেন তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমৎ অনুসারে সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে, পরমত বা মনমত অনুসারে চলবে না। নষ্টমোহ হয়ে, সাহস রেখে সার্ভিসে যুক্ত হবে।

২) এখন আমরা পিত্রালয়ে আছি, এখানে কোনো প্রকারের ফ্যাশান ইত্যাদি করবে না। নিজেকে জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা সুসজ্জিত করবে। পবিত্র থাকতে হবে।

বরদানঃ:- দুঃখকে সুখে, গ্লানিকে প্রশংসায় পরিবর্তনকারী পুণ্য আত্মা ভব
পুণ্য আত্মা হল সে, যে কখনও কাউকে না দুঃখ দেয় আর না দুঃখ নেয়, বরং দুঃখকেও সুখের রূপে স্বীকার করে নেয়, গ্লানিকে প্রশংসা ভাবে তখন বলা হবে পুণ্য আত্মা। এই পার্থ সদা যেন পাকা থাকে যে, অপশব্দ বলা আত্মাকে, দুঃখ প্রদানকারী আত্মাকেও নিজের দয়ালু স্বরূপের দ্বারা, দয়ার দৃষ্টি রহমের দৃষ্টির দ্বারা দেখতে হবে। গ্লানির দৃষ্টি দিয়ে নয়। তারা কটু কথা বলবে আর তোমরা ফুল দিয়ে সংকার করবে তখন বলা হবে পুণ্য আত্মা।

স্নোগানঃ:- বাপদাদাকে যারা নয়নে সমাধিত করে তারাই হল জগতের আলো (নূর), নূরে জাহান তারা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সন্তুষ্টমণির শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন হওয়ার জন্য প্রসন্নচিত্ত, নিশ্চিত আত্মা হও"

আজ বাপদাদা তাঁর চতুর্দিকের সন্তুষ্টমণিদেরকে দেখছেন। সঙ্গমযুগ হলই সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট বানানোর যুগ। ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বই হল সন্তুষ্টতা। সন্তুষ্টতাই হল অত্যন্ত বড় ঐশ্বর্য। সন্তুষ্টতাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের পিউরিটির পার্সোনালিটি। এই পার্সোনালিটির দ্বারা সহজেই বিশেষ আত্মা হয়ে ওঠে। সন্তুষ্টতার পার্সোনালিটি নেই তো বিশেষ আত্মা বলা যাবে না। আজকাল দুই প্রকারের পার্সোনালিটির কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে - এক শারীরিক পার্সোনালিটি, দ্বিতীয় হল পজিশনের পার্সোনালিটি। ব্রাহ্মণ জীবনে যে ব্রাহ্মণ আত্মার মধ্যে সন্তুষ্টতার মহানতা রয়েছে - তাদের অভিব্যক্তিতে, তাদের চেহারাতেও সন্তুষ্টতার পার্সোনালিটি দেখতে পাওয়া যায় আর শ্রেষ্ঠ স্থিতির পজিশনের পার্সোনালিটি দেখতে পাওয়া যায়। সন্তুষ্টতার আধার হল বাবার দ্বারা সর্ব প্রাপ্ত হওয়া প্রাপ্তি গুলির সন্তুষ্টতা অর্থাৎ ভরপুর আত্মা। অসন্তুষ্টতার কারণ হল অপ্রাপ্তি। সন্তুষ্টতার কারণ হল সর্ব প্রাপ্তি। সেইজন্য বাপদাদা তোমাদের অর্থাৎ সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে ব্রাহ্মণ জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার দিয়ে দিয়েছেন নাকি একে অল্প ওকে অল্প কিছুটা দিয়েছেন? বাপদাদা সর্বদা সব বাচ্চাদেরকে এটাই বলেন যে, বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। বর্সা (ঐশ্বর্য) হল সর্ব প্রাপ্তি। এতে সর্ব শক্তি গুলিও এসে যায়, গুণও এসে যায়, জ্ঞানও এসে যায়। সর্ব শক্তি, সর্ব গুণ আর সম্পূর্ণ জ্ঞান। কেবল জ্ঞান নয়, সম্পূর্ণ জ্ঞান। কেবল শক্তি গুলি আর গুণ নয়, বরং সর্ব গুণ আর সর্বশক্তি। তো উত্তরাধিকার সর্ব অর্থাৎ সম্পন্নতার। কোনোটা কম থাকবে না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চার সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, অসম্পূর্ণ নয়। সর্ব গুণের মধ্যে দুটো গুণ তোমাকে, দুটো গুণ ওকে এই রকম ভাবে বন্টন করেননি। ফুল উত্তরাধিকার অর্থাৎ সম্পন্নতা, সম্পূর্ণতা। যখন প্রত্যেকের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহলে যেখানে সর্ব প্রাপ্তি রয়েছে সেখানে সন্তুষ্টতা থাকবে। বাপদাদা সকল ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টতার পার্সোনালিটিকে দেখছিলেন যে, কতদূর পর্যন্ত এই পার্সোনালিটি এসেছে। ব্রাহ্মণ জীবনে অসন্তুষ্টতার নাম নিশান নেই। ব্রাহ্মণ জীবনে যে মজা রয়েছে, তা হল এই পার্সোনালিটির। যদি মজা অর্থাৎ আনন্দময় জীবন হয়, তবে তা হল আনন্দ উপভোগের (মোজের) জীবন।

তপস্যার অর্থই হল সন্তুষ্টতার পার্সোনালিটি নয়নে, চেহারাতে, আচরণে দেখতে পাওয়া যাবে। এই রকম সন্তুষ্টমণিদের মালা বানানো হচ্ছিল। কতখানি মালা বানানো হয়ে থাকবে? সন্তুষ্টমণি অর্থাৎ বেদাগ মণি। সন্তুষ্টতার লক্ষণ হল - সন্তুষ্ট আত্মা সর্বদা নিজেকেও প্রসন্নচিত্ত অনুভব করবে আর অন্যরাও প্রসন্ন হবে। প্রসন্নচিত্ত স্থিতিতে প্রশ্ন চিত্ত থাকে না। এক হল প্রসন্নচিত্ত, দ্বিতীয় হল প্রশ্নচিত্ত। প্রশ্ন অর্থাৎ কোশ্চেন। প্রসন্নচিত্ত ডামার নলেজফুল হওয়ার কারণে প্রসন্ন থাকে, প্রশ্ন করে না। যা কিছু নিজের বিষয়েই হোক কিম্বা অন্যের বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে, তার উত্তর আগেই নিজের মনেই এসে যায়। আগেও বলেছি যে, হোয়াট (কি) আর হোয়াই (কেন) নয়, তার বদলে ডট। কি বা কেন নয়, ফুলস্টপ বিন্দু। এক সেকেন্ডে বিস্তার, এক সেকেন্ডে সার। এই রূপ প্রসন্নচিত্ত সदा নিশ্চিত থাকে। তাহলে চেক করো - এই ধরনের লক্ষণ গুলি আমি সন্তুষ্টমণির মধ্যে রয়েছে? বাপদাদা তো প্রত্যেককে টাইটেল দিয়েছেন - সন্তুষ্টমণির। সেই কারণে বাপদাদা জিজ্ঞাসা করছেন যে হে সন্তুষ্টমণিরা, তোমরা সন্তুষ্ট তো? তারপর প্রশ্ন হল - নিজের প্রতি অর্থাৎ নিজের পুরুষার্থে, নিজের সংস্কার পরিবর্তনের পুরুষার্থে, নিজের পুরুষার্থের পার্সেন্টেজে, স্টেজে সदा সন্তুষ্ট তোমরা? এরপর দ্বিতীয় প্রশ্ন - নিজের মন, বাণী আর কর্ম অর্থাৎ সম্বন্ধ - সম্পর্কের দ্বারা সেবাতে সदा সন্তুষ্ট? তিনটি সেবাতেই, কেবল একটাতে নয়। তিনটি সেবাতে আর সदा সন্তুষ্ট তোমরা? চিন্তা করছো? নিজেকে দেখছো যে, কতখানি সন্তুষ্ট? আত্মা তৃতীয় প্রশ্ন - সকল আত্মাদের সম্বন্ধ - সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের দ্বারা বা সকল আত্মাদের দ্বারা সন্তুষ্ট? কেননা তপস্যা বর্ষে তপস্যার, সফলতার এই ফলই প্রাপ্ত করতে হবে। নিজের প্রতি, সেবার প্রতি এবং সকলের প্রতি সন্তুষ্টতা। চার ঘন্টা তো যোগ করেছে - খুব ভালো এবং চার ঘন্টাটা ৮ ঘন্টাতেও পৌঁছে যাবে। এও খুব ভালো। যোগের সিদ্ধি স্বরূপ তোমরা। যোগ হল বিধি। কিন্তু এই বিধির দ্বারা কী পেয়েছ? যোগ লাগানো এটাই হল বিধি, যোগের প্রাপ্তি এটাই হল সিদ্ধি। তো ৮ ঘন্টার যেমন লক্ষ্য রেখেছ, তো কমপক্ষে এই তিন প্রকারের সন্তুষ্টতার সিদ্ধির স্পষ্ট শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য রাখো। অনেক বাচ্চারা নিজেকে সব জানি সব বুঝি মনে করে নিজেকে সন্তুষ্ট মনে করে। এই রকম সন্তুষ্ট হয়ো না। এক হল মন থেকে মানা, আরেক হল বুদ্ধি দিয়ে মানা। বুদ্ধি মনে করে আমি তো সন্তুষ্টই, কীসের পরোয়া। আমরা তো বেপরোয়া। বুদ্ধি মনে করে আমি তো সন্তুষ্ট - এই রকম সন্তুষ্টতা নয়, যথার্থ ভাবে বুঝতে হবে। সন্তুষ্টতার লক্ষণ গুলি নিজের মধ্যে অনুভূত হবে। চিত্ত সदा প্রসন্ন থাকবে, পার্সোনালিটি থাকবে। নিজেকে ব্যক্তিত্বের অধিকারী মনে করছে, অথচ অন্যরা করছে না, একে বলা হয় - নিজের বড়াই

করা। এই রকম সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু যথার্থ অনুভবের দ্বারা সন্তুষ্ট আত্মা হও। সন্তুষ্টতা অর্থাৎ মন (হৃদয়) এবং বুদ্ধি সদা আরামে থাকবে। সুখ আর স্বস্তির স্থিতিতে থাকবে। অস্থির হবে না। সুখ আর স্বস্তি থাকবে। এই রকম সন্তুষ্টমণিরা সদা বাবার ললাটে মস্তকমণির মতো জ্বলজ্বল করবে। অতএব নিজেকে চেক করো। সন্তুষ্টতা বাবার এবং সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করায়। সন্তুষ্ট আত্মা সময়ে সময়ে সদা নিজেকে বাবা আর সকলের আশীর্বাদের বিমানে উড়তে থাকা অনুভব করবে। এই আশীর্বাদই হল তোমাদের বিমান। সদা নিজেকে অনুভব করবে যেন বিমানে উড়ছি। আশীর্বাদ চাইবে না, কিন্তু নিজে থেকেই তার কাছে আশীর্বাদ আসতে থাকবে। এই রকম সন্তুষ্টমণি অর্থাৎ সিদ্ধি স্বরূপ তপস্বী। অল্পকালের সিদ্ধি নয়, এ হল অবিনাশী এবং রুহানী সিদ্ধি। এই রকম সন্তুষ্টমণিদেরকে দেখছিলেন। প্রত্যেকে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো - আমি কে ?

তপস্যা বর্ষের উৎসাহ উদ্দীপনাও খুব ভালো। প্রত্যেকে যথা শক্তি করছেও। আরও করবার জন্যও উৎসাহ আছে। এই উৎসাহ খুব ভালো। এখন তপস্যার দ্বারা প্রাপ্তি গুলিকে স্বয়ং নিজের জীবনে আর সকলের সম্বন্ধ-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ করো। নিজের মধ্যে নিজে অনুভব করো কিন্তু অনুভবকে কেবল মন-বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করেছো, শুধু এই পর্যন্ত রেখো না। তাদের আচরণ আর চেহারাতে নিয়ে এসো, সম্বন্ধ-সম্পর্ক পর্যন্ত নিয়ে এসো। তখন প্রথমে নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ হবে, তারপর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হবে, তবেই বিশ্বের স্টেজে প্রত্যক্ষ হবে। তখন প্রত্যক্ষতার নাগাড়া বাজবে। যেমন তোমাদের স্মরণিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে - শংকর তৃতীয় নেত্র খোলে আর বিনাশ হয়ে গেল। তো শংকর অর্থাৎ অশরীরী তপস্বী রূপ। বিকার রূপী সাপকে গলার হার বানিয়ে দেয়। সর্বদা উচ্চ স্থিতি আর উচ্চ আসনধারী। এই তৃতীয় নেত্র অর্থাৎ সম্পূর্ণতার নেত্র, সম্পন্নতার নেত্র। যখন তোমরা তপস্বীরা সম্পন্ন, সম্পূর্ণ স্থিতির দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের সংকল্প করবে, তখন এই প্রকৃতিও সম্পূর্ণ উত্থাল-পাতাল হওয়ার ডাম্প করবে। উপদ্রব শুরু করে দেওয়ার ডাম্প করবে। তোমরা অচল থাকবে আর অন্যরা অস্থির হবে, কেননা এত বিরাট বিশ্বের সাফাই করা করবে ? মনুষ্যাত্মা করবে পারবে ? এই বায়ু, ধরিত্রী, সমুদ্র, জল - এদের উত্থাল পাতাল অবস্থা সাফাই করবে। তো এই রূপ সম্পূর্ণতার স্থিতি এই তপস্যার দ্বারা তৈরী করতে হবে। প্রকৃতিও তোমাদের সংকল্পের দ্বারা অর্ডার তখনই মানবে যখন আগে তোমাদের নিজের সব সময়ের সহযোগী কর্মেন্দ্রিয় গুলি মন - বুদ্ধি - সংস্কার অর্ডার মানবে। তোমাদের সব সময়ের সহযোগী যদি অর্ডার না মানে, তবে প্রকৃতি কেন অর্ডার মানবে ? তপস্যার উঁচু স্থিতি যাতে এতখানি পাওয়ারফুল হয় যাতে সকলের একটিই সংকল্প, একই সময়ে উৎপন্ন হবে। এক সেকেন্ডের সংকল্প হবে - "পরিবর্তন", আর প্রকৃতি হাজির হয়ে যাবে। যেমন বিশ্বের ব্রাহ্মণ আত্মাদের একই সময়ে ওয়ার্ল্ড পীসের যোগ হয়ে থাকে না ? তো সকলকে একই সময় আর একই সংকল্প স্মরণিক হয়ে রয়ে যায়। এই রকম সকলের এক সংকল্পের দ্বারা প্রকৃতি উত্থাল পাতাল হওয়ার ডাম্প শুরু করে দেবে, সেইজন্য বলাই হয় - স্ব পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে নতুন দুনিয়াতে পরিবর্তন কীভাবে হবে ? তোমাদের সকলের শক্তিশালী সংকল্পের দ্বারা সংগঠিত রূপের দ্বারা সকলের এক সংকল্প উৎপন্ন হবে। বুঝতে পেরেছ কী করতে হবে ? তপস্যা একেই বলা হয়। আত্মা।

বাপদাদা ডবল বিদেশি বাচ্চাদেরকে দেখে সদা প্রফুল্লিত থাকেন। এমন নয় যে ভারতবাসীদেরকে দেখে হর্ষিত হন না। এখন হল ডবল বিদেশিদের টার্গ, সেইজন্য বললেন। ভারতের উপরে তো বাবা সদা প্রসন্ন। তবেই তো ভারতে আসেন ? আর তোমাদের সকলকেও ভারতবাসী বানিয়ে দিয়েছে। এই সময় তোমরা সবাই বিদেশি নাকি ভারতবাসী ? ভারতবাসীর মধ্যেও মধুবনবাসী। মধুবনবাসী হতে ভালো লাগে। এখন অতি দ্রুততার সাথে সেবা সম্পূর্ণ করো, তবে মধুবনবাসী হয়েই যাবে। সমগ্র বিদেশে দ্রুততার সাথে ঈশ্বরীয় বার্তা দেওয়ার সেবা সমাপ্ত করো। তারপর এখানে এলে আর ওদেশে পাঠাব না। ততক্ষণ পর্যন্ত স্থানও তৈরী হয়ে যাবে। দেখো অনেক বিশাল বিশাল জমি পড়ে রয়েছে (পীস পার্ক), সেখানে আগে থেকেই ব্যবস্থাদি করা হয়ে গেলে তোমাদের তখন আর কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু যখন এই রকম সময় আসবে সেই সময় নিজের অ্যাটাচিতেও মাথা রেখে হযত শুয়ে পড়বে। বিছানার দরকার হবে না। সেই সময়ই অন্য রকম হবে। এই সময় হল আরেক রকম। এখন তো সেবার একই সময়ে, মন - বাণী - কর্ম একত্রে সংকল্প হবে, তখনই হবে সেবার গতি তীব্র। মনসার দ্বারা পাওয়ারফুল, বাণীর দ্বারা নলেজফুল, সম্বন্ধ-সম্পর্ক অর্থাৎ কর্মের দ্বারা লভফুল। এই তিন অনুভূতিই যেন একই সময়ে একসাথে হয়। একেই বলা হয় তীব্র গতির সেবা।

আত্মা শরীর তো ঠিক আছে, মন ঠিক আছে তো ? তবুও দূর দূরান্ত থেকে আসে, তাই বাপদাদাও দূর থেকে আগত বাচ্চাদের খুশী দেখে খুশী হন। তবুও এত এত দূর থেকে যারা এসেছে, খুব ভালো। কেননা বিমানে এসেছে। যারা এই কল্পে প্রথম বার এসেছে, তাদেরকে বাপদাদা বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন দিচ্ছেন। তবুও তোমরা অনেক সাহস রেখেছো।

এখান থেকে যাওয়ার সাথে সাথেই আবার আসার জন্য টাকা জোগাড় করতে শুরু করে দেয়। এও স্মরণেরই একটি বিধি যে - যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে...। এখানে যখন আসো মনে করো যে বিদেশ যেতে হবে। আবার যাওয়ার সাথে সাথেই আসার কথা ভাবতে শুরু করে দাও। এই রকম টাইমও অবশ্যই আসবে যখন গভর্নমেন্টও মনে করবে যে আবুর শোভা তো হল এই ব্রাহ্মণেরাই। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সকল মহান সন্তুষ্ট আত্মাদেরকে, সদা প্রসন্নচিত্ত নিশ্চিন্ত থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে সদা একই সময়ে তিন সেবা করতে থাকা তীব্র গতির সেবাদারী আত্মাদেরকে, সদা শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসনধারী তপস্বী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

পার্টীদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎ - সকলে নিজেকে হোলিহংস মনে করো ? হোলিহংসের বিশেষ কর্ম কী ? (প্রত্যেকে বললেন) যে বিশেষত্ব গুলি তোমরা বললে সেগুলো প্র্যাকটিক্যাল কর্মে আসে ? কেননা তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া হোলিহংস আর কে হতে পারে ? সেইজন্য গর্বের সাথে বলো। যেমন বাবা হলেন সর্বদাই পিওর, সর্বদা সর্ব শক্তিকে কর্মে নিয়ে আসেন, ঠিক সেই রকমই তোমরা হোলিহংসরাও সর্ব শক্তিকে প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে এসে থাকো আর সদা পবিত্র তোমরা। ছিলে আর সর্বদা থাকবে। তিনটি কাল স্মরণে আছে তো ? বাপদাদা বাচ্চাদের অনেক বার প্লে করা পার্ট দেখে প্রফুল্লিত হন, সেইজন্য কঠিন বলে অনুভূত হয় না। মাস্টার সর্বশক্তিবানের কাছে মুশকিল শব্দটি স্বপ্নেও আসতে পারে না। ব্রাহ্মণদের ডিস্কনারীতে মুশকিল শব্দটি আছে ? ছোট অক্ষরের মধ্যে কোথাও মিশে নেই তো ? মায়ার বিষয়েও তোমরা নলেজফুল হয়ে গেছো, তাই না ? যেখানে ফুল আছে সেখানে কখনো ফেল হতে পারে না। ফেল কী কারণে হয় ? জানা সম্বন্ধে কী কারণে ফেল হয়ে যাও ? জানা সম্বন্ধে কেউ যদি ফেল হয়ে যায়, তবে তাকে কী বলবে ? কোনো কিছু ঘটলে ফেল হয়ে যাওয়ার কারণ হল কোনো না কোনো বিষয়কে ফিল করে নাও। ফিলিং ফ্লু হয়ে যায়। আর ফ্লু কী করে জানো ? দুর্বল করে দেয়। তার ফলে ছোট্ট একটা কথা, কিন্তু সেটা বিরাট বড় হয়ে যায়। তাই এখন ফুল হও। ফেল হয়ো না, পাশ হতে হবে। যা কিছুই ঘটে থাকুক পাস করে যেতে থাকো, তবেই পাশ উইথ অনার হয়ে যাবে। তো পাস করতে হবে, পাশ হতে হবে আর পাশে থাকতে হবে। যখন নেশার সাথে বলো যে বাপদাদার সাথে আমার যতখানি ভালোবাসা ততখানি আর কারোর সাথেই নেই। তাহলে যখন ভালবাসা আছে তবে পাশে থাকতে চাও নাকি দূরে থাকতে চাও ? তাহলে পাশে থাকতে হবে আর পাশ হতে হবে। ইউ. কে.-র যারা, তোমরা তো বাপদাদার আশা পূর্ণ করবে, তাই না ? সবথেকে নম্বর ওয়ান বাবার শুভ আশা কোনটি ? বিশেষ করে ইউ. কে. 'র যারা তাদের জন্য বলছি। বড় বড় মাইক (নামকরা ব্যক্তি) নিয়ে আসতে হবে। যারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য নিমিত্ত হবে আর বাবার নিকটে আসবে। এখন ইউ. কে.-তে, আমেরিকাতে, বিদেশের অন্যান্য দেশে মাইক বেরিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু এক হল সহযোগী আর দ্বিতীয় হল সহযোগী আর সমীপও। তো এই রকম মাইক প্রস্তুত করো। এমনিতে তো সেবার ভালোই বৃদ্ধি হচ্ছে, হতেও থাকবে। আচ্ছা, রাশিয়ার যারা, ছোট বাচ্চা তারা, কিন্তু লাকী তারা। বাবার সাথে তোমাদের কতো ভালোবাসা। খুব ভালো বাপদাদাও বাচ্চাদের সাহস দেখে খুশী হচ্ছেন। সব পরিশ্রম এখন ভুলে গেছো তাই না ? আচ্ছা।

বরদানঃ- প্রতিটি সংকল্প, বোল আর কর্মের দ্বারা পুণ্য কর্ম করে আশীর্বাদের অধিকারী ভব নিজেকে নিজে এই দৃঢ় সংকল্প করো যে, সারাদিনে সংকল্পের দ্বারা, বাণীর দ্বারা, কর্মের দ্বারা পুণ্য আত্মা হয়ে পুণ্যই করবো। পুণ্যের প্রত্যক্ষ ফল হল সকল আত্মাদের আশীর্বাদ। তো প্রতিটি সংকল্পে, বাণীতে আশীর্বাদ জমা হোক। সম্বন্ধ-সম্পর্কের দিক থেকে অন্তর থেকে যেন ধন্যবাদ বেরিয়ে আসে। এই রকম আশীর্বাদের অধিকারীই বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত হয়। তাদেরই প্রাইজ মেলে।

স্লোগানঃ- সদা এক বাবার কম্প্যানিতে থাকো আর বাবাকে নিজের কম্প্যানিয়ন বানাও - এটাই হল শ্রেষ্ঠত্ব।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List

Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের ফাউন্ডেশন হলো নিশ্চয়, নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে পুরুষার্থ করো, তাহলে লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে যাবে"

*প্রশ্ন:- কোন বিষয়টি খুবই বোঝার মতো এবং নিশ্চয় করার মতো ?

*উত্তর:- এখন সকল আত্মার হিসেব - নিকেশ শোধ হবে । সকলেই মশার মতো নিজের সুইট হোমে যাবে, এরপর নতুন দুনিয়াতে খুব অল্প আত্মারা আসবে । এই কথা খুবই বোঝার আর নিশ্চয় করার মতো ।

*প্রশ্ন:- বাবা কোন বাচ্চাদের দেখে খুশী হন ?

*উত্তর:- যে বাচ্চারা বাবার কাছে সম্পূর্ণ বলিদান যায়, যে মায়ার সামনে নড়ে যায় না, অর্থাৎ অঙ্গদের মতো অবিচল - অটল থাকে । এমন বাচ্চাদের দেখে বাবাও খুশী হন ।

*গীত:- ধৈর্য ধর রে মানব...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কি শুনলো ? এ তো বাবাই বলতে পারেন, তাই না । সন্ন্যাসী - উদাসী কেউই বলতে পারে না । পারলৌকিক, অসীম জগতের পিতাই বাচ্চাদের বলেন, কেননা আত্মার মধ্যেই মন - বুদ্ধি আছে। তিনি আত্মাদের বলেন, এখন ধৈর্য ধরো । বাচ্চারাই জানে, এই অসীম জগতের পিতা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বলেন - ধৈর্য ধরো । এখন তোমাদের সুখ - শান্তির দিন আসছে । এ তো দুঃখধাম, এরপর আবার সুখধামকে আসতে হবে । সুখধামের স্থাপনা তো বাবাই করবেন, তাই না । বাবাই বাচ্চাদের ধৈর্য প্রদান করেন । প্রথমে তো নিশ্চয় চাই, তাই না । এই নিশ্চয় হয় ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদের । না হলে এতো ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবে ? বি.কের অর্থই হলো বাচ্চারা । এতো সব বাচ্চাদের বি.কে বলা হয়, তাহলে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মা থাকবেন, তাই না ! এতো সকলেরই একই মাতা-পিতা, আর সকলের তো আলাদা আলাদা মাতা-পিতা হয় । এখানে তোমাদের সকলেরই একই মাতা-পিতা । এ নতুন কথা, তাই না । তোমরা ব্রাহ্মণ ছিলে না, এখন হয়েছে । এই ব্রাহ্মণরা হলো কুখ বংশাবলী, তোমরা হলে মুখ বংশাবলী । প্রতিটি কথায় তো প্রথমে নিশ্চয় চাই যে, কে আমাদের বোঝাচ্ছেন । ভগবানই বোঝান যে, এখন হলো কলিযুগের অন্ত, লড়াই সামনে উপস্থিত । ইউরোপবাসী যাদবরাও আছে যারা বোম্বস ইত্যাদির আবিষ্কার করেছে । এমন গায়ন আছে যে, পেট থেকে মুখল বেরিয়েছিলো, যাতে নিজের কুলেরই বিনাশ করেছিলো । বরাবর কুলের বিনাশ তো অবশ্যই করবে । একই কুলেরই তো হলো । একে অপরকে বলতে থাকে, আমরা বিনাশ করবো । এও বরাবর লেখাই আছে । বাবা এখন তাই বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা ধৈর্য ধরো । এখন এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । কলিযুগ শেষ হলে তখনই তো সত্যযুগ হবে, তাই না । তাহলে অবশ্যই তার পূর্বে স্থাপনা হওয়া উচিত । এমন মহিমাও আছে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ । প্রথমে স্থাপনা করবে, তারপর যখন স্থাপনা সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখন বিনাশ হয় । এখন স্থাপনা হচ্ছে । এ হলো এক পৃথক মার্গ, যা কেউই বুঝতে পারে না । কেউ কখনো শোনেইনি, তাই মনে করে, যেমন অন্য মঠ প্রতিষ্ঠান আছে, তেমনই এও বি. কের একটা প্রতিষ্ঠান । ওই বেচারাদের কোনো দোষ নেই । কল্প পূর্বেও এমনই বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিলো । এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র, রুদ্র শিবকে বলা হয় তিনিই রাজযোগ শেখান, যাকে প্রাচীন সহজ রাজযোগ বলা হয় । প্রাচীনের অর্থও বুঝতে পারে না । এ হলো সঙ্গম যুগের কথা, পতিত আর পাবন তো সঙ্গমই হলো, তাই না । সত্যযুগ আদিতে থাকে একই ধর্ম । ওরা হলো আসুরী সম্প্রদায় আর তোমরা হলে দৈবী সম্প্রদায় । যুদ্ধ ইত্যাদির তো কোনো কথাই নেই । এও এক ভুল । তোমরা ভাই - ভাই কীভাবে লড়াই করবে ।

বাবা বসে ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলেন । বাস্তবে মুখ্য ধর্ম হলো চার । তাদের চার ধর্ম শাস্ত্র আছে তাতে প্রথম হলো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, যার শাস্ত্র হলো সর্বশাস্ত্র শিরোমণি গীতা, যা হলো ভারতের প্রথম মুখ্য শাস্ত্র, যার থেকেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম অথবা সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপনা হয়েছিলো । সে তো অবশ্যই সঙ্গম যুগেই হয়েছিলো । একে কুস্ত্রও বলা হয় । তোমরা জানো যে, এ হলো কুস্ত্রের মেলা -- আত্মা - পরমাত্মার মেলা, এ হলো সুন্দর এবং কল্যাণকারী । কলিযুগের পরিবর্তন হয়ে সত্যযুগ হতেই হবে, এইজন্য একে কল্যাণকারী যুগ বলা হয় । সত্যযুগ থেকে এতো হয়, তারপর এতো থেকে দ্বাপর হয়, তাই কলা কম হতে থাকে । অকল্যাণও হতে থাকে । তখন অবশ্যই কল্যাণকারী কাউকে চাই । যখন সম্পূর্ণ অকল্যাণ হয়ে যায়, তখন বাবা আসেন সকলের কল্যাণ করার জন্য । বুদ্ধির দ্বারা কাজ করতে হয়। বাবা অবশ্যই এই সঙ্গম যুগে সকলের কল্যাণ করার জন্যই আসবেন সকলের সন্নতি দাতা হলেন বাবা । সকলে তো দ্বাপরে নেই । সত্যযুগ, এতোতেও সবাই নেই, বাবা অন্তিম সময়েই আসবেন, যখন সমস্ত

আল্লামা এসে যায় তখন বাবা এসেই এই ধৈর্য ধরার শক্তি প্রদান করেন। বাচ্চারা বলে বাবা, এই পুরানো দুনিয়াতে অনেক দুঃখ। বাবা শীঘ্র আমাদের নিয়ে চলো। বাবা বলেন - না বাচ্চারা, এই ড্রামা বানানো আছে, চট করে ব্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী তো হতে পারবে না। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি, সে তো ঠিক আছে। বাচ্চা হওয়া অর্থাৎ উত্তরাধিকারের অধিকারী হওয়া, কিন্তু সেখানেও তো নশ্বরের ক্রমানুসারে তো পদ আছে, তাই না। উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য পড়াতে তো পুরুষার্থ করতে হয়। এমন নয় যে, চট করে কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। তখন তো এই শরীরও ত্যাগ করতে হবে। এমন নিয়ম নেই। মায়ার সঙ্গে তো খুব ভালোভাবে যুদ্ধ করতে হবে। তোমরা জানো যে, যুদ্ধ আট, দশ বা পনেরো বছর ধরেও চলতে থাকে। তোমাদের যুদ্ধ তো মায়ার সঙ্গে। যতক্ষণ বাবা আছেন, তোমাদের যুদ্ধ চলতেই থাকে। শেষের দিকে রেজাল্ট বের হবে - কে কতটা মায়াকে জয় করতে পারলো। কর্মাতীত অবস্থায় কতটা পৌঁছালো। বাবা বলেন - যতটা সম্ভব তোমরা নিজের ঘরকে স্মরণ করো। সেটা হলো শান্তিধাম। বাণীর উর্ধ্ব স্থান হলো ওটা। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে খুশী আছে। তোমরা জানো যে, এই ড্রামা কীভাবে তৈরী হয়েছে। তিন লোকও তোমরাই জানো, আর কারোর বুদ্ধিতে তা নেই। এই বাবাও অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছেন, কিন্তু এই কথা তো বুদ্ধিতে ছিলোই না। যদিও গীতা ইত্যাদি পড়তেন, কিন্তু একথা তো বুদ্ধিতে ছিলোই না যে, আমরা দূরদেশ পরমধামের অধিবাসী। এখন জানতে পেরেছি, আমাদের বাবা, যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তিনি পরমধামে থাকেন। যাঁকে সবাই স্মরণ করে বলে - হে পতিত পাবন, এসো। ফিরে তো কেউই যেতে পারে না। যেমন ভুল ভুলাইয়ার খেলা হয় না, যেখানেই যাও দরজা সামনে এসে যায়। সঠিক জায়গায় পৌঁছাতেই পারে না। যখন পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তখন কাঁদতে থাকে, কেউ তো পথ বলে দিক। এখানেও যতই বেদ শাস্ত্র পড়ো না কেন, তীর্থ যাত্রাতেও যাও, কিছুই জানে না যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি। কেবল বলে দেয় - অমুক জ্যোতি জ্যোতিতে মিলে গেলো। বাবা বলেন - কেউই ফিরে যেতে পারে না। নাটক যখন সম্পূর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত হয়, তখনই সব অভিনেতার স্টেজে এসে উপস্থিত হয়। এ হলো নিয়ম। সবাই সেই ড্রেসে উপস্থিত হয়ে যায়। সবাইকে মুখ দেখিয়ে বস্ত্র আদি পরিবর্তন করে ঘরে চলে যায় আবার পরের দিন আগের পার্টই রিপিট করে। আর এ হলো অসীম জগতের নাটক। তোমরা এখন দেহী অভিনয়ী হও, তোমরা জানো যে, আমরা এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করবো। পুনর্জন্ম তো হয়, তাই না। ৮৪ জন্মে আমরা ৮৪ নাম ধারণ করেছি। এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, সকলেরই এখন জরাজীর্ণ অবস্থা। আবার নতুন করে রিপিট হবে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফির পুনরাবৃত্তি হয়। তোমরা জানো যে, এখন আমাদের পার্ট সম্পূর্ণ হবে, তারপর আমরা ফিরে যাবো। বাবার নির্দেশও কম কিছু নয়। পতিত পাবন বাবা বসে বোঝান -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের খুব সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। উঠতে - বসতে - চলতে এই কথা মনে রেখো যে, আমরা হলাম অভিনেতা। ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। বাবা এখন এসেছেন আমাদের ফুলে পরিণত করতে, মনুষ্য থেকে দেবতা বানাতে। তিনি আমাদের মতো পতিতদের পাবন তৈরী করছেন। পতিত থেকে পবিত্র আমরা অনেকবার হয়েছি আর হবেও। এই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপিট হবে। প্রথমে তো দেবী - দেবতা ধর্মের মানুষই আসবে। এখন এর চারা লাগানো হচ্ছে। আমরা হলামই গুপ্ত। আমরা শিরোমণি আদি কি করবো আমাদের অন্দরে স্তান আছে, অন্দরে খুশী উৎপন্ন হয়। আমাদের দেবী - দেবতা ধর্ম অথবা ঝাড়ের যে পাতা আছে, সে সবই ধর্ম ব্রষ্ট, কর্ম ব্রষ্ট হয়ে গেছে। এই ভারতবাসীরই ধর্ম, কর্ম শ্রেষ্ঠ ছিলো। মায়া কখনোই পাপ করাতো না। এখানেই পুণ্য আল্লামাদের দুনিয়া ছিলো। ওখানে রাবণ থাকেই না, ওখানে কর্ম, অকর্ম হয়ে যায়। তারপর রাবণ রাজ্যে কর্ম, বিকর্ম হতে শুরু হয়ে যায়। ওখানে তো বিকর্ম হতে পারে না। কোনো ব্রষ্টাচারীই ওখানে থাকতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা শ্রীমতে চলে যোগবলের দ্বারা এই বিশ্বের মালিক হও। বাহুবলের দ্বারা কেউ তো বিশ্বের মালিক হতে পারে না। তোমরা জানো যে, এরা যদি একসঙ্গে মিলে যায় তাহলে এই বিশ্বের মালিক হতে পারে কিন্তু ড্রামাতে পার্টই নেই দেখানো হয় যে, দুই বিড়াল নিজেদের মধ্যে লড়াই করছিলো আর মাঝখান থেকে বাঁদর মাখন খেয়ে গেলো। এমন সাক্ষাৎকারও করে যে, কৃষ্ণের মুখে মাখন। এই সৃষ্টির রাজ্য রূপী মাখন সে পায়। বাকি লড়াই হয় যাদব আর কৌরবদের মধ্যে, তা তো দেখছো যা এখন হচ্ছে। খবরের কাগজে বেরিয়েছিলো - অমুক জায়গায় এতো বড় হিংসা হয়েছিলো, তখন চট করে কাউকে না কাউকে মেরে দেবে। ভারতে পূর্বে তো এক ধর্ম ছিলো। তাহলে অন্য ধর্মের রাজ্য কোথা থেকে এলো? খৃস্টানরা শক্তিশালী ছিলো, তাই তো তারা রাজ্য করেছিলো। এখন বাস্তবে সমগ্র দুনিয়ার উপর রাবণ কড়া করে আছে এ হলো গুপ্ত কথা। শাস্ত্রে তো এইসব কথাই নেই বাবা বোঝান যে, এই বিকার তোমাদের অর্ধেক কল্পের শত্রু, যার জন্য তোমরা আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখ পাও, এইজন্য সন্ন্যাসীরাও বলে, এই সুখ হলো কাক বিষ্ঠা সম। ওরা তো জানেই না যে, স্বর্গে সুখই সুখ হয়। ভারতবাসীরা তো জানে, তাই কারোর যখন মৃত্যু হয় তখন বলে, স্বর্গে গেছেন। স্বর্গের কতো মহিমা, তাই অবশ্যই এ এক খেলা, কিন্তু কাউকে যদি বলো, তুমি নরকবাসী, তখনই সে বিগড়ে যাবে। এ কতো আশ্চর্যের কথা। মানুষ মুখে বলছে স্বর্গবাসী হয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই নরক থেকেই গেছে তাইনা। তারপর তোমরা ওদের ডেকে নরকের জিনিস কেন খাওয়াওয? স্বর্গে তো ওদের অনেক বৈভব প্রাপ্তি হয়ে থাকে, তাই না! এর মানে হচ্ছে তোমাদের নিশ্চয় নেই

তাইনা। ওখানে কি-কি আছে, বাচ্চারা সব দেখেছে। নরকে দেখ কি-কি করতেই থাকে, বাচ্চারা বাবাকে মারতেও দেরি করে না। স্ত্রীর কারো প্রতি মন জুড়ে গেলে পতিকেও মেরে ফেলে। ভারতের জন্য একটা গান তৈরি করা হয়েছে – একদিকে বলে কি হয়ে গেছে আজকের মানুষের....তারপর বলে আমাদের সোনার ভারত সবচেয়ে ভালো। ভারত সবচাইতে ভালো ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। এখন কাণ্ডাল হয়ে গেছে, কোনো নিরাপত্তা এখানে নেই। আমরাও আসুরিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলাম। এখন বাবা আমাদের ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করে তোলার জন্য পুরুষার্থ করাচ্ছেন। এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। কল্পে-কল্পে, কল্পের সপ্তম যুগে আমরা পুনরায় উত্তরাধিকার গ্রহণ করে থাকি। বাবা আমাদের উত্তরাধিকার দিতে আসেন। মায়া তারপর শাপ দেয়। কত সমর্থ এই মায়া। বাবা বলেন মায়া তুমি কত শক্তিশালী, ভালোকেও তুমি নীচে নামাতে পারো। সেনাবাহিনীতে মরার বা মারার ভয় থাকে না। আহত হয়েও তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসে, ওদের এটাই কাজ, প্রফেশন। তারপর ওদের পুরস্কৃতও করা হয়। এখানে তোমরা বাচ্চারা শিববাবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে, মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে থাকো। বাবা হলেন ব্যারিস্টার, যিনি মায়ার থেকে তোমাদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। তোমরা হচ্ছে শিবশক্তি সেনা, মায়েদের উচ্ছেদ স্থান দিয়ে বলা হয়েছে বন্দে মাতরম্। এটা কে বলেছেন? বাবা বলেছেন, কেননা তোমরাই বাবার প্রতি বলি প্রদত্ত (সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত) হও। বাবা খুশি হন – যখন কেউ দূততার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে, নড়ে যায় না। অঙ্গদের দৃষ্টান্ত আছে না, তাকে রাবণ নড়াতে পারেনি। এটা সম্পূর্ণ অস্ত্রিমের বিষয়। শেষে গিয়ে সেই অবস্থা হবে। সেই সময় তোমাদের খুব আনন্দ হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিনাশ না হবে ধরিত্রী পবিত্র না হবে, ততক্ষণ দেবতারা আসতে পারবে না। থড়ের গাদায় আগুন অবশ্যই লাগবে। সমস্ত আত্মাদের হিসেব- নিকেশ মিটিয়ে মশার মতো ঝাঁকে-ঝাঁকে সুইট হোমে ফিরে যেতে হবে। কোটি কোটি মশা মরে যায় সেইজন্যই গাওয়া হয় রাম গেল, রাবণ গেল...ফিরে তো যেতেই হবে। তারপর তোমরা নতুন দুনিয়াতে আসবে। সেখানে খুব অল্প সংখ্যক থাকবে। এটাই বোঝার এবং নিশ্চয় করার বিষয়। এই নলেজ বাবাই দিতে পারেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) উঠতে-বসতে, চলতে ফিরতে নিজেকে অ্যাক্টর মনে করতে হবে, অন্তরে থাকবে আমি ৮৪ জন্মের পার্ট কমপ্লিট করেছি, এখন ঘরে ফিরতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে।

২) নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। মায়ার সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে কর্মাতীত হতে হবে। যতটা সম্ভব নিজের ঘরকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- নিজের হাঙ্কা স্থিতির দ্বারা প্রতিটি কাজকে লাইট করতে পারা বাবার সমতুল্য সব কিছুর থেকে পৃথক এবং প্রিয় ভব

মন-বুদ্ধি আর সংস্কার – আত্মার এই যে সূক্ষ্ম শক্তি আছে, এর তিনটিতেই লাইট অনুভব করা, এমনই বাবার সমতুল্য সব কিছুর থেকে পৃথক এবং প্রিয় হতে হবে। কেননা সময়ানুসারে বাইরের বাতাবরণ, মানুষ আত্মাদের বৃত্তিও ভারী হবে। বাইরের বাতাবরণ যত ভারী হবে ততই বাচ্চারা তোমাদের সংকল্প, কর্ম, সম্বন্ধ লাইট হতে থাকবে আর এই লাইট(হাঙ্কা) হওয়ার কারণে সমস্ত কাজ লাইট ভাবে চলবে। কাজকর্মের প্রভাব তোমাদের উপরে পড়বে না, এইরকম স্থিতিই হল বাবার সান স্থিতি।

স্লোগান:- এই অলৌকিক নেশাতে থাকো "বাঃ রে আমি" তবেই মন আর তনের দ্বারা ন্যাচারাল ডাম্প হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- রাতদিন এই চিন্তনে থাকো যে, সবাইকে কিভাবে বাবার পরিচয় প্রদান করবে, ফাদার শো'জ সন (বাবা সন্তানকে দর্শায়), সন শো'জ ফাদার (সন্তান বাবাকে দর্শায়), এতেই বুদ্ধিকে নিয়োজিত করতে হবে"

*প্রশ্ন:- সামান্য জ্ঞানও যেন ব্যর্থ না যায়, এরজন্য কোন্ বিষয়ের খেয়াল রাখা উচিত ?

*উত্তর:- জ্ঞান ধন দান করার সময় প্রথমে দেখো যে, এ আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের কিনা ? যারা শিব বাবার বা দেবতাদের ভক্ত, চেষ্টা করে তাদের জ্ঞান ধনের দান করো । এই জ্ঞান সবাই বুঝবে না । তারাই বুঝতে পারবে যারা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হবে । তোমরা চেষ্টা করে একটি কথা তো সবাইকেই শোনাও, যে সকলের সঙ্গতি দাতা এক বাবা-ই, তিনি বলেন যে, তোমরা অশরীরী হয়ে আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে ।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান - দুই বাবাই এসে গেছেন । ওই বাবাই বোঝান, কিম্বা এই বাবাই বোঝান না কেন । তাই বাবা বসে বোঝান -- তোমরা যে বাবার স্মরণে শান্তিতে বসো, একেই প্রকৃত শান্তি বলা হয় । এ হলো প্রত্যক্ষ ফল প্রদানকারী প্রকৃত শান্তি, আর সে'সব হলো মিথ্যা শান্তি । ওখানে নিজের স্বধর্মকেই জানে না । স্ব অর্থাৎ আমি নিজের পরমপিতা পরমাত্মাকেই জানি না, তাহলে সেই শান্তি, শক্তি কে দেবে ? শান্তিদাতা হলেন বাবাই । যে বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা অশরীরী হয়ে নিজেকে আত্মা মনে করে বসো । তোমরা তো অবিনাশী, তাই না । তোমরা নিজের স্বধর্মে স্থির হয়ে বসো, আর কেউই এমনভাবে বসে না । বরাবর আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । পরমপিতা পরমাত্মা তো একজনই, তাঁর মহিমা অনেক বড় । তিনি হলেন বাবা, তিনি সর্বব্যাপী নন । এই এক বিষয় সিদ্ধ করলে তোমাদের জিৎ হয়ে যাবে । তখন গীতার ভগবানও সিদ্ধ হয়ে যাবে । তোমরা তো অনেক পয়েন্টই পাও । শিখা ধর্মের মানুষও বলে, সদ্ধুর হলেন অকাল, তিনিই অকালমূর্তি । এমন বলাও হয়, উনি উদ্ধারকর্তা, সকলের সঙ্গতিদাতা । তিনি এসে দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন । পতিত পাবনও হলেন একমাত্র বাবা । এমন - এমন পয়েন্ট নিয়ে তোমাদের সবসময় বিচার সাগর মন্বন করা উচিত । বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণেই তোমাদের সকলের দুর্গতি হয়েছে । ভগবান হলেন একজন, তাই তোমরা অন্য কাউকেই ভগবান বলতে পারো না । সূক্ষ্মবতনবাসীকেও ভগবান বলতে পারবে না । উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন এক ভগবান । এখানে তো হলো মনুষ্য সৃষ্টি, যারা পুনর্জন্মে আসে । পরমপিতা পরমাত্মা তো পুনর্জন্মে আসেন না, তাহলে কিভাবে বলতে পারো, কুকুর - বিড়াল সবার মধ্যেই পরমাত্মা আছেন । সারাদিন এই কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত -- কীভাবে বাবার পরিচয় প্রদান করবো । এখন রাতদিন তোমরা এই চিন্তনে থাকো যে, কিভাবে সবাইকে পথ বলে দেবো ? পতিতকে পবিত্র একজনই করেন । তাহলেই গীতার ভগবান সিদ্ধ হয়ে যাবে । বাচ্চারা, তোমাদেরই জয় হবে, যখন তোমরা পরিশ্রম করবে । মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পেয়াদা তো আছেই, তাই না ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, ভারতই বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলো । এখন তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, বাবা আবার তা ফিরিয়ে দিচ্ছেন । বাবা এই ভারতেই আসেন । এই যে এতো ধর্ম আছে, এ সবই শেষ হয়ে যাবে, তারপর সত্যযুগ হবে । হায় - হায় এর পরে জয়জয়াকার হয় । মানুষ তো দুঃখের সময় 'হায় রাম' করে, তাই না । এমনও বলে - রাম নামের দান করো । এর উপর শ্লোক বানানো আছে । শিখদেরও অনেক নাম । তারাও বলে - অকাল সিংহাসন । বাচ্চারা, তোমাদের সিংহাসন কেমন ? তোমরা আত্মারা হলে সবাই অকালমূর্তি । তোমাদের কোনো কাল গ্রাস করতে পারে না । এই শরীর তো শেষ হয়ে যাবে । ওরা মনে করে অকাল সিংহাসন অমৃতসরে আছে কিন্তু অকাল সিংহাসন তো মহতত্ত্ব । আমরা আত্মারাও ওখানকার অধিবাসী । এমন গেয়েও থাকে -- বাবা, তুমি তোমার সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো । সে হলো সকলের জন্য শান্তির আসন । রাজ্য সিংহাসনকে সকলের জন্য বলা হবে না । বাবার আসন, সে তো আমাদেরও আসন । ওখান থেকে আমরা ভূমিকা পালন করতে আসি, বাকি আকাশ ত্যাগ করার কোনো কথাই নেই । বাচ্চাদের এতেই বুদ্ধি নিয়োগ করতে হবে যে, বাবার পরিচয় কাকে কিভাবে দেবো ? বাবা বাচ্চাকে দর্শায় আবার বাচ্চা বাবাকে দর্শায় । আমাদের বাবা কে, তাঁর অবিনাশী সম্পদ কি, যার আমরা মালিক হবো । এ আমাদের বুদ্ধিতে আছে । মুখ্য হলোই বাবার পরিচয় । সমস্ত বিভ্রান্তিই এতে । এই সম্পূর্ণ নাটক এই এক ভুলের কারণে । এই ভুল করায় রাবণ ।

সত্যযুগে তোমরা দেহী - অভিমাত্রী থাকো । আমরা হলাম আত্মা । বাকি এই কথা তখন বলবে না যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানি । তা নয়, ওখানে তো সুখই সুখ । সবাই দুঃখের সময়ই স্মরণ করে । ভক্তি মার্গ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, জ্ঞান মার্গ শুরু হয়েছিলো, উত্তরাধিকার পেয়ে গেছি, তাহলে এখন ভগবানকে কেন স্মরণ করবো ! কল্প - কল্প এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি । এ ড্রামা এমনই তৈরী হয়ে আছে । বাবাকে কেউই জানে না । বাম্বারা, বাবা এখন তোমাদের তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন । রাতদিন তোমাদের বুদ্ধিতে যেন এই কথাই চলতে থাকে । এ হলো বুদ্ধির জন্য আহ্বান । কীভাবে আমরা বাবার পরিচয় সবাইকে দেবো । বাবার একবারই পুনরাগমন হয়, এমন গায়ন আছে । বুঝতে পারা যায়, তিনি অবশ্যই আসবেন, কলিযুগের অন্ত এবং সত্যযুগের আদির এই সঙ্গম সময়ে, পতিতকে পাবন করার জন্য । মুখ্য হলো গীতা । তোমরা গীতার দ্বারাই হীরের তুল্য হতে পারো বাকি সব শাস্ত্র হলো গীতার সন্তান - সন্ততি, তার দ্বারা কোনো উত্তরাধিকারই প্রাপ্ত হয় না । সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি হলো গীতা । শ্রীমৎ হলো বিখ্যাত । শ্রী হলো উঁচুর থেকেও উঁচু অর্থাৎ সবথেকে উঁচু । শ্রী শ্রী ১০৮ রুদ্রমালা । এ হলো শিব বাবার মালা । তোমরা জানো যে, সর্ব আত্মার বাবা হলেন ইনি । বাবা - বাবা তো সকলেই করে, তাই না কিন্তু বাবারই যে এই রচনা, তা কেউই জানতে পারে না । বাবা তোমাদের বেশী কষ্ট দেন না । কেবল বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা যে নেমে গেছো বা পতিত হয়ে গেছো, তা তোমাদের জানতে হবে । তোমরা এখন ঘোর অন্ধকার থেকে আলোর প্রকাশে এসে গেছো । তোমাদের জ্ঞানের নৃত্য করতে হবে । মীরা ভক্তির নৃত্য করেছিলো, অর্থ তো কিছুই নেই । ব্যাস ভগবান বলা হয়, এখন ব্যাস তো হলেন বাবা, যিনি গীতা শোনান । তোমরা যে কোনো স্থানেই সিদ্ধ করে বলতে পারো -- বাবা একজনই, তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা যায় । না হলে ভারতকে স্বর্গের উত্তরাধিকার কে দেবে ? স্বর্গের স্থাপনা এক বাবা ব্যতীত আর কেউই করতে পারে না । সবাইকে উদ্ধার করা এক বাবারই কাজ । পোপও বলে থাকে -- একত্ব বা একতা আসুক, কিন্তু তা কীভাবে হবে ? আমরা তো সবাই একের হয়েছি, তাহলে ভাই - বোন কীভাবে হলাম একথা জানা উচিত । একতা অর্থাৎ ফাদারহুড (পিতৃত্ব) হয়ে গেলো, এখানে তো সবাই ভাই - ভাই, তাই না । সম্পূর্ণ দুনিয়া বলে - ও গড ফাদার, দয়া করো । তাহলে অবশ্যই দয়াহীন আচরণ করছে । একথা জানে না যে, দয়াহীন আচরণ কে করে ? দয়া তো একমাত্র বাবা করেন । দয়াহীন হলো রাবণ, যাকে মানুষ জ্বালিয়ে এসেছে, কিন্তু সে জ্বলে না বা শেষ হয় না । শত্রু যদি মারা যায়, তাহলে তো বার বার জ্বালাবেই না । কেউ তো জানেই না যে, তারা এটা কি বানায় । আগে তোমরা ঘোর অন্ধকারে ছিলে, এখন তো নেই, তাই না । তাহলে মানুষকে কীভাবে বোঝানো যায় । এক বাবাই ভারতকে সুখধামে পরিণত করেন । বাবার পরিচয়ই সবাইকে দিতে হবে । এও বোঝানো হয়, কিন্তু সবাই বুঝবে না । তারাই বুঝতে পারবে যারা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবে । বাবা বলেন, যারা আমার ভক্ত, তোমরা চেষ্টা করে তাদের জ্ঞান দান করো । এই জ্ঞান ধন ব্যর্থ নষ্ট ক'রো না । দেবতাদের ভক্তরা অবশ্যই দেবতা কুলেরই হবে । উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন এক বাবা, সবাই তাঁকে স্মরণ করে । ইনি তো শিব বাবা, তাই না । বাবার থেকে তো উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে কেউ যদি ভালো কাজ করে যায়, তার পূজা করা হয় । কলিযুগে কেউ ভালো কাজ করতেই পারবে না, কেননা এখানে হলো আসুরী রাবণ মত । এখানে সুখ কোথায় আছে ? বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন, কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে তখনই বসবে, যখন তোমরা বাবার পরিচয় দান করবে । ইনি যেমন বাবা, তেমনই টিচার এবং সঙ্গুরুও । এনার কোনো বাবা বা টিচার নেই । সবার প্রথমে হলো মাতা-পিতা, তারপর টিচার, আর তারপর সঙ্গতি করার জন্য সঙ্গুরু । এ হলো আশ্চর্যের -- অসীম জগতের বাবা একজনই, তিনি বাবা, টিচার আর সঙ্গুরুও ।

তোমরা জানো যে, ওই বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু । তিনিই ভারতকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন । নরকের পরে হলো স্বর্গ । নরকের বিনাশের জন্য বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে । হোলিকাতে সং বানানো হয়, তখন জিহ্বেস করে, স্বামীজী, এর পেট থেকে কি বের হবে ? বরাবর দেখা যায় ইউরোপবাসী যাদবদের বুদ্ধি থেকে সায়েন্সের কতো আবিষ্কার হয়েছে । তোমাদেরও চেষ্টা করে এই একটি বিষয়ের উপর বোঝাতে হবে । সকলের সদগতিদাতা একজনই । বাবা ভারতেই আসেন - তাই ভারত সবথেকে বড় তীর্থ হয়ে গেলো । এমন বলাও হয়ে থাকে, ভারত প্রাচীন দেশ ছিলো, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না । তোমরা এখন বুঝতে পারো -- যা প্রাচীনে হয়ে গিয়েছিলো, তা আবারও হবে । তোমরা রাজযোগ শিখেছিলে, তাই আবারও শিখছো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - এই নলেজ বাবা কল্পে - কল্পে দেন । শিবেরও অনেক নাম রাখা হয়েছে । বাবুলনাথেরও মন্দির আছে । শিব কাঁটাকে ফুলে পরিণত করেছিলেন, তাই তাঁকে বাবুলনাথ বলা হয় । এমন অনেক নামই আছে, যার অর্থ তোমরা বুঝিয়ে বলতে পারো । তাই সবার প্রথমে বাবার পরিচয় দাও, যাঁকে সবাই ভুলে আছে । প্রথমে বাবাকে জানবে, তবেই তো বুদ্ধিমোগ লাগবে । বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । মুক্তিধাম থেকে আবার জীবনমুক্তিধামে যেতে হবে । এ হলো পতিত, জীবনবন্ধ ধাম । বাবা বলেন -- বাম্বারা, তোমরা অশরীরী হও । অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, এতেই তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে । সব আত্মাদের বাবা ওই একজনই । বাবার নির্দেশ হলো -- আমাকে স্মরণ করলে যোগের দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । অন্তিম কালে যেমন মতি তেমন গতি হয়ে যাবে ।

আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই যত শীঘ্র সম্ভব যাওয়া উচিত, কিন্তু শীঘ্র তো হতে পারবে না। উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হলে তোমাদের বাবাকে স্মরণে রাখতে হবে। আমরা এক বাবার সন্তান। বাবা এখন বলছেন -- 'মনমনাভব।' কৃষ্ণ তো এমন বলেনই না। কৃষ্ণ কোথায় থাকেন? এই বাবা তো হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন, তাহলে অবশ্যই এখানে হওয়া উচিত। এ হলো ব্যক্ত পতিত দুনিয়া। পতিত দুনিয়াতে পবিত্র কেউই থাকতে পারে না। কল্প বৃক্ষের চিত্রে দেখো, উপরে দাঁড়িয়ে আছেন আর এই নীচে ব্রহ্মা তপস্যায় বসে আছেন, এনার চিত্রও সূক্ষ্ম বতনে দেখানো হয়। ইনি গিয়ে ফরিস্তা হন। শ্রীকৃষ্ণ তো এই সময় কালো। প্রথম কথা যতক্ষণ না বোঝানো হবে, ততক্ষণ কিছুই বুঝবে না। এতেই পরিশ্রম লাগে। মায়া চট করে বাবার স্মরণ ভুলিয়ে দেয়। নিশ্চয়ের সাথে লিখেও থাকে যে, বরাবর আমরা নারায়ণ পদ প্রাপ্ত করবো, তবুও ভুলে যায়। মায়া বড় প্রবল। মায়ার তুফান যতই আসুক না কেন, তোমাদের নড়ে গেলে চলবে না। সে হলো পরের দিকের স্টেজ। মায়া খুব শক্তিশালী ভাবে লড়াই করবে। ছাগলের মতো (রীড় বখরী) যারা হবে মায়া তাদের চট করে ফেলে দেবে। তোমাদের ভয় পেলে চলবে না। বৈদ্যরাও বলে থাকে, ব্যাধি দূর হওয়ার পূর্বে প্রথমে তা আরো বেরিয়ে আসে। মায়ার তুফানও অনেক আসবে। তোমরা যখন পাকা হয়ে যাবে তখন মায়ার প্রেশার কম হয়ে যাবে। তখন বুঝতে পারবে, একে আর নাড়ানো যাবে না। বাবা এসেই পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ পাথর বুদ্ধি তৈরী করেন। এ খুবই সুন্দর জ্ঞান। ভারতের প্রাচীন রাজযোগের মহিমা আছে। এ তোমরাই জানো। আচ্ছা।

মিষ্টি t- মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্বধর্মে স্থিত হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। জ্ঞানের নৃত্য করতে এবং করাতে হবে।

২) মায়ার তুফান দেখে নড়ে যাবে না। তোমাদের ভয় পেলে চলবে না। দূঢ় হয়ে মায়ার এই প্রেশারকে শেষ করতে হবে।

বরদান:- বাবাকে নিজের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে সেবার খেলা করতে পারা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব যে কোনো কাজ করার সময় সদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে, সর্বশক্তিমান বাবা আমার সাথী, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, তাহলে কোনো প্রকারের ভারী ভাব থাকবে না। যখন নিজের দায়িত্ব মনে করো, তখন মাথা ভারী হয়ে যায়, তাই ব্রাহ্মণ জীবনে নিজের সব দায়িত্ব বাবাকে দিয়ে দাও, তাহলে সেবাও এক খেলাটা বলে অনুভব হবে। যতই চিন্তার কাজ হোক না কেন, মনোযোগ দেওয়ার কাজ হোক না কেন, 'মাস্টার সর্বশক্তিমান' বরদানের স্মৃতিতে অক্লান্ত থাকবে।

স্নোগান:- মুরলীধরের মুরলীতে দেহের অস্তিত্বকেও ভুলে, যারা খুশীর দোলায় দুলতে পারে তারাই প্রকৃত গোপ - গোপিনী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিকর্ম থেকে বাঁচার জন্য কিছুক্ষণ পরে পরেই অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো, এই অভ্যাসই তোমাদের মায়াজীত করে তুলবে, যোগ স্থায়ীভাবে জুড়ে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - কোন নিশ্চয় পাক্ষা হলে তবে যোগ ছিল হবে না ?

*উত্তরঃ - সত্যযুগ এবং ত্রেতায় আমরা পবিত্র ছিলাম, দ্বাপর, কলিযুগে এসে পতিত হয়ে গেছি, এখন আবারও পবিত্র হতে হবে, এই নিশ্চয় পাক্ষা হলে যোগ ছিল হতে পারে না। মায়ার হার খাওয়াতে পারবে না।

*গীতঃ- যে পিয়ার (প্রিয়) সাথে আছে....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝেছে। ঐ বৃষ্টির বিষয় নয়। ঐ যে সাগর বা নদী আছে তার কথাও নয়। ইনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনিই এসে জ্ঞানের বর্ষা ঝরিয়ে থাকেন, তখনই অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এই বিষয়ে কারা বুঝে থাকে ? যারা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী মনে করে। বাচ্চারা জানে যে আমাদের পিতা শিব, তিনি হলেন আমাদের অর্থাৎ সমস্ত বি.কে.দের দাদা এবং তিনি হলেন নিরাকার। যখন তোমাদের নিশ্চয় থাকে যে আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী সূতরাং এটা ভুলে যাওয়ার কথাই নয়। সমস্ত বাচ্চারাই পিয়ার সাথে আছে। এমন নয় যে শুধু তুমি আছ, মুরলী তো সবাই শুনবে। বাচ্চাদের জন্যই এই জ্ঞানের বৃষ্টি, যে জ্ঞানের দ্বারা গভীর অন্ধকারের বিনাশ হয়ে যায়। তোমরা জানো আমরা গভীর অন্ধকারে ছিলাম। এখন আলো পেয়ে সবকিছুই জানতে পারছি। পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি তোমরা জানো। যারা শিববাবার বায়োগ্রাফি সম্পর্কে জানো না তারা হাত তোলো। সবাই পরমাত্মার জীবন কাহিনী জানে। তাও সেটা শুধুমাত্র এক জন্মের জন্য নয়। শিববাবার কত জন্মের বায়োগ্রাফি আছে ? তোমাদের জানা আছে ? তোমরা জানো এই ড্রামায় শিববাবার পার্ট কী ? তোমরা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ওঁনাকে এবং ওঁনার বায়োগ্রাফি সম্পর্কে জেনেছ। ভক্তি মার্গে যে যেমন ভাবনা নিয়ে ভক্তি করে তার ফল আমাকেই প্রদান করতে হয়। মূর্তি তো চৈতন্য নয়, সূতরাং আমিই সাক্ষাৎকার করিয়ে থাকি। তোমরা জানো অর্ধকল্প ধরে ভক্তি মার্গ চলে। ভক্তির মনোকামনা পূর্ণ হয়েছে, এখন আবারও বাবার বাচ্চা হয়েছে সূতরাং ওরা তো অবশ্যই উত্তরাধিকার পাবে। বাবা বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দেবেন, এটাই নিয়ম। তোমাদের মুখ এখন সন্নতির দিকে। তোমরা মূলবতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থূলবতনকে জানো। অসীমের এই ড্রামার মুখ্য অ্যাক্টরস কারা। তিনি হলেন ক্রিয়েটর এবং ডাইরেক্টর এবং তিনি করণকরাবনহার। তিনি ডায়রেকশন দেন, পড়াশোনাও করান। তিনি বলেন আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি। এও কর্ম করাই তো হল, তাই না ? আর করাইও। অর্ধকল্প ধরে তোমরা মায়ার বশীভূত হয়ে অসত্য কর্তব্য করে এসেছ। এ হল হার-জিতের খেলা। মায়ার তোমাদের অসত্য কর্তব্য করিয়ে এসেছে। অসত্য কর্তব্য করার জন্য ভগবান কীকরে বলতে পারেন ? ভগবান বলেন আমি একজনই, যিনি সবাইকে সৎ কর্ম করতে শেখান। এখন সবকিছুরই বিনাশের সময়। সবাইকে কবর থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এখানে সবাই কবরস্থ হয়ে আছে। বাবা এসে জাগিয়ে তোলেন। মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে। শিববাবা ব্রহ্মা তনের দ্বারা আমাদের সবকিছু বোঝাচ্ছেন। তোমরা সবার বায়োগ্রাফি, এমনকি শিববাবার বায়োগ্রাফি সম্পর্কেও জানো। সূতরাং উচ্চ স্থান হলো না ! যে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তার সামনে যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেনি তারা মাথা নত করে। তোমাদের মাথা নত করতে হবে না। খুব সহজ কথা। বাচ্চারা জানে আমরা মূলবতন, শান্তিধামের নিবাসী হব, তারপর সুখধামে যাব। এখন আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারী। আমরা এখন শিববাবার দৌহিত্র (নাতি)। শিববাবাকে স্মরণ করলে আমরা সুখের উত্তরাধিকার পাব। বাচ্চারা তোমাদের নিশ্চয় আছে যে আমরা পবিত্র ছিলাম তারপর পতিত হয়ে গেছি এখন আবারও পবিত্র হতে হবে। যদি নিশ্চয় না থাকে যোগযুক্ত হতে পারবে না, পদও পাবে না। পবিত্র জীবন কত সুন্দর তাইনা। কুমারীদের কত সম্মান, কেননা এই সময় তোমরা কুমারীরা অনেক সার্ভিস কর তাইনা। এখন তোমরা পবিত্র থাকো, এই পবিত্রতাকেই ভক্তি মার্গে পূজা করা হয়। এই দুনিয়া বড় নোংরা, কিচকের কাহিনী আছে না ? মানুষের বিচার বড় নোংরা, তাকেই কিচক বলা হয়, সেইজন্যই বাবা বলেন খুব সতর্ক হতে হবে। এই দুনিয়া হলো দুর্গন্ধযুক্ত কাঁটার। তোমাদের তো অতীব খুশি হওয়া উচিত যে, আমরা শান্তিধামে গিয়ে তারপর সুখধামে যাব। আমরা সুখধামের মালিক ছিলাম আবার চক্র ঘুরে আসছি। এই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে, নয়তো মায়ার বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, যোগ ছিল হয়ে যাবে, বিকর্ম বিনাশ হবেনা। কত পুরুষার্থ করতে হবে স্মরণে থাকার জন্য। স্মরণেই এভার-হেল্পী হতে পারবে। যতখানি সম্ভব অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আমরা আত্মাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি কল্পে-কল্পে এসে পড়ান এবং

রাজত্বের ভাগ্য প্রদান করেন। তোমরা যোগবলের দ্বারা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করে থাকো। রাজা রাজত্ব করে, সেনা রাজ্যের জন্য লড়াই করে। এখানে তোমরা নিজেদের জন্য পরিশ্রম করছ, বাবার জন্য নয়। আমি রাজত্ব ভোগ করিনা। আমি তোমাদের রাজত্ব দেওয়ার জন্য যুক্তি বলে দিই। তোমরা সবাই এখন বাণপ্রস্থে, সবারই মৃত্যুর সময়। এখানে ছোট-বড়র কোনো হিসেব নেই। এমনটা মনে করবে না যে ছোট বাচ্চা হলে বাবার উত্তরাধিকার পাবে। এই দুনিয়াই থাকবে না যে পাবে। মানুষ ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে। প্রচুর পয়সা রোজগার করার ইচ্ছা থাকে, ওরা মনে করে আমার নাতি-নাতনিরা ভোগ করবে। কিন্তু ইচ্ছা কারো পূর্ণ হবে না। এ'সবই মাটিতে মিশে যাবে। এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। একটা বোমার বিস্ফোরণেই সব শেষ হয়ে যাবে। কেউ বের করতে পারবে না। এখন তো সোনার খনি সবই খালি হয়ে গেছে। নতুন দুনিয়াতে আবার সব ভরপুর হয়ে যাবে। নতুন দুনিয়াতে সবকিছুই নতুন পাবে। এখন ড্রামার চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে, আবার নতুন করে শুরু হবে। রোশনাই এসে গেছে। গাওয়াও হয়ে থাকে জ্ঞান সূর্যের প্রকাশে, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হয়। এখানে ঐ সূর্যের কথা নয়, মানুষ তো সূর্যকে জল দিয়ে থাকে। সূর্য তো সম্পূর্ণ দুনিয়াতে জল পৌঁছে দেয়। তাকেই আবার জল প্রদান করে, অদ্বুত এই ভক্তি! তারপর বলে থাকে সূর্য দেবতায় নমঃ, চন্দ্র দেবতায় নমঃ। ওরা দেবতা কি করে হবে? এখানে তো মানুষ অসুর থেকে দেবতা হয়ে ওঠে। ওদের দেবতা বলতে পার না। ওরা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র। সূর্যেরও পতাকা লাগিয়ে থাকে। জাপানে সূর্য বংশী বলা হয়। বাস্তবে জ্ঞান সূর্য বংশীয় তো সবাই। কিন্তু নলেজ নেই। কোথায় ঐ সূর্য, কোথায় এই জ্ঞান সূর্য। এখানে সায়েন্সের দ্বারা অনেক কিছু আবিষ্কার হয়, কিন্তু কি লাভ হয়? কিছুই না। বিনাশ তো হবেই। বিচ্ছিন্ন যারা তারা জানে যে এই সায়েন্সের দ্বারা নিজেরই বিনাশ করে থাকে। ওদের হচ্ছে সায়েন্স আর তোমাদের সাইলেন্স। ওরা সায়েন্সের দ্বারা বিনাশ ঘটায়, তোমরা সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা স্বর্গ স্থাপনা করে থাকো। এখন এই নরকে সবার নৌকা ডুবে আছে। ঐ দিকে উদ্ধারকারী সেনা, এইদিকে তোমরা যোগবলের সেনারা রয়েছে। তোমরা হলে উদ্ধারকারী সেনা। তোমাদের উপরে কতো দায়িত্ব, সুতরাং সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এখন তোমরা ড্রামাকে বুঝেছ। এখন সঙ্গমের সময়। বাবা তরী পার করতে এসেছেন। তোমরা জানো রাজধানী সম্পূর্ণ স্থাপন হবে এবং তারপর বিনাশ হবে। মাঝে-মাঝেই এর রিহাসাল হতে থাকবে। লড়াই তো লেগেই থাকে। এটা হচ্ছে ছিঃছিঃ দুনিয়া, তোমরা জানো বাবা আমাদের সুন্দর সুন্দর ফুলের দুনিয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। এই পুরানো শরীর ছাড়তে হবে আর নতুন পোশাক(শরীর) পরিধান করতে হবে। বাবা গ্যারান্টি দিয়ে বলেন আমি কল্পে-কল্পে এসে সবাইকে নিয়ে যাই, সেইজন্যই আমার নাম কালেরও কাল মহাকাল নাম রাখা হয়েছে। পতিত-পাবন, রহমদিলও বলা হয়।

তোমরা জানো আমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি, শ্রীমৎ অনুসারে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো, শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে। কর্ম ছাড়া কেউ-ই থাকতে পারে না। কর্ম সন্তোষ তো হয়না। স্নান ইত্যাদি করা এও তো কর্ম তাইনা। শেষে গিয়ে সবাই সম্পূর্ণ জ্ঞান নেবে, মনে করবে এরা যে বলছে শিববাবা পড়ান, এটা ঠিক। নিরাকার ভগবানুবাচ – তিনি তো একজনই সেইজন্যই বাবা বলেন সবাইকে জিজ্ঞাসা করো নিরাকার শিবের সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? সবাই যখন ব্রাদার্স তখন ব্রাদার্সের তো পিতা থাকবেন তাইনা। তা না হলে তারা কোথা থেকে এসেছে। গানও গেয়ে থাকে তুমিই মাতা-পিতা....। এ হচ্ছে বাবার মহিমা, বাবা বলেন আমিই তোমাদের শিখিয়ে থাকি। তারপর তোমরা বিশ্বের মালিক হও। এখানে বসেও শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই চোখ দিয়ে তো শরীরকে দেখা, বুদ্ধি দিয়ে জানো যে আমাদের শিববাবা পড়াচ্ছেন। যে বাবার সাথে আছে তার জন্যই এই রাজযোগ আর জ্ঞানের উত্তরাধিকার। পতিতদের পবিত্র করে তোলা – এটাই বাবার কর্তব্য। তিনিই জ্ঞানের সাগর, তোমরা জানো আমরা শিববাবার পৌত্র, ব্রহ্মার সন্তান। ব্রহ্মার পিতা শিব, তিনিও শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পান। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। এখন আমাদের বিষ্ণুপুরীতে যেতে হবে। এখান থেকে তোমাদের নোঙর উঠে গেছে। শূদ্রদের নৌকা দাড়িয়ে আছে। তোমাদের নৌকা চলতে শুরু করেছে। এখন তোমরা সরাসরি ঘরে ফিরে যাবে। পুরানো কাপড় এখানেই ছেড়ে যেতে হবে। এখন এই নাটক শেষ হতে চলেছে, এখন কাপড় (শরীর) ছেড়ে ঘরে যাব। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কখনও অসৎ কর্ম করা উচিত নয়, মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে, প্রলয়ের সময় এখন। সেইজন্যই সবাইকে কবর থেকে

জাগিয়ে তুলতে হবে। পবিত্র হওয়া এবং পবিত্র করে তোলার সেবা করতে হবে।

২) এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার প্রতি কোনো ইচ্ছা রাখা উচিত নয়। সবার ডুবে যাওয়া নৌকাকে উদ্ধারের জন্য বাবার কাজে সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে।

বরদানঃ- যোগের প্রয়োগের দ্বারা প্রতিটি খাজানাকে বুদ্ধিকারী সফল তপস্বী ভব
বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সব খাজানায় (সম্পদ) যোগের প্রয়োগ করো। খাজানার খরচ কম হোক আর
প্রাপ্তি অধিক হোক – এই হলো প্রয়োগ। যেমন সময় এবং সংকল্প হচ্ছে শ্রেষ্ঠ খাজানা। সুতরাং সংকল্পের
খরচ কম হয়ে প্রাপ্তি যেন অধিক হয়। যে সাধারণ ব্যক্তি দুই-চার মিনিট ভাবার পরে সফলতা প্রাপ্ত করে
সেটা তোমরা এক -দুই সেকেন্ডের মধ্যেই করে নাও। কম সময়ে, কম সংকল্পের রেজাল্ট অধিক হলে তবেই
বলা হবে – যোগের প্রয়োগকারী সফল তপস্বী।

স্নোগানঃ- নিজের অনাদি আদি সংস্কারকে স্মৃতিতে রেখে সবসময় অচল থাকো।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের ছায়ায় নিয়ে চলো, এখন শুধুই পরমাত্মার প্রতি এই আহ্বান করা হচ্ছে। যখন মানুষ অতি দুঃখী
হয়ে পড়ে তখন পরমাত্মাকে স্মরণ করে বলে, পরমাত্মা এই কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের ছায়ায় নিয়ে চলো, এর থেকে
প্রমাণ হয় যে নিশ্চয়ই ঐ রকম কোনো দুনিয়া আছে। এখন এটা তো সব মানুষই জানে যে এখন যে সংসার সেটা কাঁটাতে
ভর্তি। যে কারণে মানুষ দুঃখ আর অশান্তি ভোগ করছে আর স্মরণ করছে ফুলের দুনিয়াকে। নিশ্চয়ই তবে ঐ রকম
কোনো দুনিয়া আছে যে দুনিয়ার সংস্কার আত্মার মধ্যে ভরা আছে। এখন আমরা তো জানি যে দুঃখ অশান্তি এ'সবই হলো
কর্মবন্ধনের হিসেব-নিকেশ। রাজা থেকে ভিখারী প্রতিটি মানুষ এই হিসেবের মধ্যে জড়িয়ে আছে সেইজন্যই পরমাত্মা স্বয়ং
বলেন এখন কলিযুগের সংসার, সুতরাং সমস্ত কর্মবন্ধন তৈরি হয়েছে এর আগে ছিল সত্যযুগের সংসার যাকে ফুলের
দুনিয়া বলা হয়। ওটা হল কর্মবন্ধন রহিত জীবনমুক্ত দেবী-দেবতাদের রাজ্য, যা এখন নেই। এখন এই যে আমরা
জীবনমুক্ত বলছি, এর অর্থ এই নয় যে আমরা দেহ থেকে মুক্ত ছিলাম, ওদের কোনো দেহের চেতনা ছিল না, দেহে থেকেও
দুঃখ ভোগ করতে হতো না, কারণ ওখানে কোনো কর্মবন্ধনের ব্যাপার নেই। তারা জীবন গ্রহণ করে, জীবন ত্যাগ না
করা পর্যন্ত আদি মধ্য অন্ত সুখ ভোগ করত। সুতরাং জীবনমুক্তির অর্থ হলো জীবনে থেকেও কর্মাজীত, এখন এই সম্পূর্ণ
দুনিয়া ৫ বিকারে পুরোপুরি জড়িয়ে আছে, অর্থাৎ ৫ বিকারই পুরোপুরি ভাবে বাস করছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে এতো শক্তি
নেই যে এই ৫ ভূতকে জয় করতে পারে, তবেই তো পরমাত্মা স্বয়ং এসে এই ৫ ভূতের থেকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রালঙ্ক
দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করান। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

নোট : কিচকের কাহিনী - অঞ্জাতবাস কালে সৌরেন্দ্রীর (দ্রোপদী) ওপরে কুদৃষ্টি রাখার কারণে ভীমসেনের হাতে বধ হতে
হয়েছিল কিচকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium
Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent
1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent
1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent
1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent
1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent
2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent
2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent
2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent
2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ব্রাহ্মণ কুলভূষণ, বিষ্ণুকুলের হতে চলেছো, সেইজন্য তোমাদেরকে পাক্ষা বৈষ্ণব হতে হবে, কোনও বেনিয়মের জিনিস যেরকম পিঁয়াজ ইত্যাদিও খাওয়া যাবে না”

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমরা কোন্ পরীক্ষাকে ভয় পাবে না বা বিমর্ষ হবে না ?

*উত্তর:- যদি চলতে চলতে এই পুরানো জুতো অর্থাৎ শরীরে কোনো কষ্ট অনুভব হয়, অসুখ ইত্যাদি হয় তখন এই কারণে ভয় পেয়ো না বা বিমর্ষ হয়ো না, পরিবর্তে আরোই খুশি হতে হবে, কেননা তোমরা জানো যে - এটাই হল কর্ম ভোগ। পুরানো হিসেব-নিকাশ পরিশোধ হচ্ছে। আমরা যোগবলের দ্বারা হিসেব-নিকেশ পরিশোধ করতে পারিনি তাই কর্মভোগের দ্বারা সমাপ্ত হচ্ছে। এটা তাড়াতাড়ি সমাপ্ত হয়ে গেলে তো ভালই হয়।

*গীত:- আমাদের তীর্থ হল অনুপম...

ওম্ শান্তি । নিরাকার ভগবানুবাচ। তাঁর তো একটাই নাম - শিব ভগবানুবাচ, এটা বলতে হয় বোঝানোর জন্য, পাক্ষা নিশ্চয় করানোর জন্য। বাবাকে বলতে হয় যে, আমি যেরকমই হই, আমার নাম কখনো পরিবর্তন হয় না। সত্যযুগে যে দেবী-দেবতারা থাকে তারা তো পুনর্জন্মে আসে। বাবা এই শরীরের দ্বারা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তোমরা এখন আধ্যাত্মিক যাত্রাতে আছো, বাবাও হলেন গুপ্ত, দাদাও হলেন গুপ্ত। কেউই জানেনা যে ব্রহ্মার শরীরে পরমপিতা আসেন। বাচ্চারাও হল গুপ্ত। সবাই বলে যে আমরা হলাম শিব বাবার সন্তান, তাই তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে। এটা তো নিশ্চয় আছেই যে তিনি হলেন আমাদের সুপ্রিম বাবা, টিচার এবং সঙ্গুরু। কত মিষ্টি-মিষ্টি কথা। আমরা হলাম নিরাকার শিব বাবার স্টুডেন্ট, তিনি আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ভগবানুবাচ হে বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। মেয়র তো এইরকম বলতে পারেনা - ‘হে বাচ্চারা’। সন্ন্যাসীরাও এইরকম বলতে পারবে না। বাচ্চা বলা তো বাবারই কর্তব্য। বাচ্চারাও জানে যে আমরা হলাম নিরাকার বাবার বাচ্চা, তাঁর সম্মুখে বসে আছি। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা। প্রজাপিতা শব্দটি না দেওয়ার কারণে মানুষ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। মনে করে ব্রহ্মা তো হলেন সূক্ষ্ম বতনবাসী দেবতা। তিনি পুনরায় এখানে কোথা থেকে আসবেন ? বলে যে ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, শংকর দেবতায় নমঃ আবার গুরুও বলে গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু। এখন বিষ্ণু বা শংকর তো গুরু হতে পারেন না। মনে করে যে শংকর পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছিলেন তাই তিনি হয়ে গেলেন গুরু। গুরু বিষ্ণুও নেই। সত্য যুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ গুরু হন না। কৃষ্ণকেও বড় গুরু গীতার ভগবান বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভগবান হলেন এক, এই কথাটিকে বাচ্চারা তোমাদেরকেই প্রমাণ করতে হবে।

তোমরা হলে গুপ্ত সেনা। রাবণের বিরুদ্ধে জয় প্রাপ্ত করছো অর্থাৎ মায়া জিৎ জগৎজিৎ হচ্ছে। ধনকে মায়া বলা যায়না। ধনকে সম্পত্তি বলা যায়। তো বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে - হে বাচ্চারা এখন মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ হল সেই পাঁচ হাজার বছর পূর্বের কথা। কেবল নিরাকার ভগবানুবাচের পরিবর্তে সাকার কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন এই জ্ঞান যা তোমাদের এখন প্রাপ্ত হচ্ছে, তা হলো ভবিষ্যতের প্রালঙ্কের জন্য। প্রালঙ্ক পাওয়া গেলে তখন আর নলেজের দরকার নেই। এই জ্ঞানই হলো পতিত থেকে পাবন বানানোর জন্য। পবিত্র দুনিয়াতে পুনরায় কারোর গুরু করার দরকার নেই। বাস্তবে গুরু তো হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা। আহ্বানও করে যে হে পতিত-পাবন এসো, তো বোঝাতে হবে তাই না। তিনিই হলেন সুপ্রিম গুরু। সকলের সঙ্গতি দাতা রাম গাওয়া হয়ে থাকে। তো তিনি অবশ্যই তখন আসবেন যখন সবাই দুর্গতিতে থাকবে। সেখানে তো হলো ফ্রীর সাগর, সুখের সাগর। বিষয় বৈতরণী নদী সেখানে হয়না। বিষ্ণু ফ্রীর সাগরে থাকবেন তো অবশ্যই তার বাচ্চারাও সাথে থাকবেন। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ কুলের হয়েছে পুনরায় বিষ্ণুকুলের হবে। তারাই হল কমপ্লিট বৈষ্ণব তাইনা। দেবতাদের সামনে কখনো বেনিয়মের জিনিস যেমন পিঁয়াজ ইত্যাদি রাখে না। পুনরায় এরকম দেবতা হতে হলে তো এই সব কিছু ত্যাগ করতে হবে। এটা হল সঙ্গম যুগ। বোঝানো হয়েছে যে তোমরা ব্রাহ্মণেরাই সঙ্গমযুগে আছো, বাকি সবাই কলিযুগে আছো। যতক্ষণ ব্রাহ্মণ না হবে ততক্ষণ বুঝতে পারবে না। বাবা বলেন যে আমি কল্পের সঙ্গমে আসি। তারা বোঝেই না - এটা কোন সঙ্গম। দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে যাবে তাই না। গাইতেও থাকে কিন্তু কীভাবে পরিবর্তন হবে, এটা কেউই জানেনা। এই রকমই কেবল মুখে বলে দেয়। তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারো যে, শ্রীমতে চললেই শ্রেষ্ঠ হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধে গুলিকে

ভুলে যেতে হবে। বাবা অশরীরী আমাদের পাঠিয়েছিলেন পুনরায় সেই রকমই আমাদেরকে যেতে হবে। এখানে এসেছো ভূমিকা পালন করতে। এটা হল গুপ্ত পরিশ্রম, বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা প্রতিমুহূর্তে এটা ভুলে যাও। বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে মায়ার থাপ্পড় লেগে যায়। এটাও হল এক ধরনের খেলা, আল্লাহ অবলদীনের (আলাদীনের) আশ্চর্য প্রদীপ... দেখায়, তাই না! আল্লাহ অবল অর্থাৎ প্রথম ধর্ম স্থাপন করেছেন। হাতে তালি দিলেন আর স্বর্গ মিলে গেল। এই ধর্ম কে স্থাপন করেছেন? আল্লাহ প্রথম নব্বুর ধর্ম স্থাপন করেছেন। হাতমতাই এরও খেলা দেখায়। মুখের মধ্যে চুশিকারি না রাখলে মায়া এসে যায়। তোমাদেরও এখন এই অবস্থা। বাবাকে ভুলে গিয়ে অন্যান্য সবাইকে স্মরণ করছো।

এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা শান্তিধামে যাচ্ছি, পুনরায় সুখধামে আসবো। দুঃখধামকে ভুলে যাওয়ার পুরুষার্থ করো। এইসব তো শেষ হয়ে যাবে। আমি লাখপতি বা এইরকম কিছু... এইসব বুদ্ধিতে রাখবে না। আমরা তো হলাম-ই নগ্ন অর্থাৎ অশরীরী, এ তো হল পুরানো জিনিস। এই পুরানো জুতো অনেক দুঃখ দিয়েছে। অসুখ যত বেশি হবে ততই খুশি হতে হবে। নাচতে হবে। এটা হল কর্মভোগ, হিসেব-নিকেশ তো সমাপ্ত করতেই হবে, এর থেকে ভয় পেও না। বুঝতে হবে যে আমরা যোগ বলের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করতে পারিনি তাই কর্ম ভোগের দ্বারা সমাপ্ত করতে হচ্ছে, এতে বিমর্ষ হওয়ার কোনও কথাই নেই। এই শরীর তো হলো পুরানো। এই হিসেব-নিকেশ শীঘ্রই সমাপ্ত হয়ে গেলে তো ভালোই হয়। আবার তোমাদের সাত দিনের ভাঙিও সুপরিচিত। ৭ দিন ভালোভাবে বুঝে বুদ্ধিতে ধারণ করে পুনরায় তোমরা যেখানে খুশি যেতে পারো। মুরলী তো প্রাপ্ত হতেই থাকবে, সেটাই হলো সব। বাবাকে স্মরণ করে চক্রে ঘোরাতে থাকো। সাত দিনে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। সাতদিনের পাঠও রাখে। সাতদিন সুপরিচিত। গ্রন্থও সাত দিনের রাখে। ভাঙিও সাতদিনের হয়। এইরকম নয় যে, যে-ই আসবে তাকে সাতদিনের জন্য বলতে হবে। মানুষের নাড়িও দেখতে হবে। প্রথমেই ৭ দিনের কোর্স বলে দিলে কেউ তো ভয় পেয়ে যায়। মনে করে যে আমি তো থাকতে পারবো না তো কি করবো, চলে যায় এইজন্য মানুষকে দেখতে হয়। প্রত্যেকের নাড়ি দেখতে হবে। প্রথমে তো বিচার করতে হবে। কতদিনের জন্য আসতে পারবে। শীঘ্রই সাতদিনের জন্য বলে দিলে ভয় পেয়ে যেতে পারে। সাতদিন কেউ দিতে পারেনা। কোনো কোনো সার্জেনও (বৈদ্য) এমন আছে যারা নাড়ি দেখে শীঘ্রই বলে দেয় যে এই এই অসুখ তোমার মধ্যে আছে। ইনিও তো হলেন তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান সার্জেন। তোমরা বাচ্চারাও হলে মাস্টার সার্জেন। এ হল রুদ্র জ্ঞান যন্তু। তোমরা বলে থাকো যে এক সেকেন্ডে মানুষের জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তো কেউ বলে যে যখন এক সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে, তো সাত দিন কেন বলো? সেকেন্ডের কথা বলো। ভয় পেয়ে যায়। আমরা তো থাকতে পারবো না, এইজন্য প্রথমে নাড়ি দেখতে হবে। সকলের জন্য একই কথা হতে পারে না। অনেক বাচ্চা ডিস-সার্ভিস করে দেয়। ফর্ম পূরণ করার সময় নাড়ি দেখে জিজ্ঞাসা করতে হয়। কতদিন আসতে পারবে, সেটাও জিজ্ঞাসা করতে হয়। আচ্ছা এটা তো বলো যে সকলের ভগবান এক তাইনা। পরমপিতার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ। প্রথমে তো এই কথাটিকে বোঝাতে হবে যে তিনি হলেন বাবা আমরা হলাম তাঁর বাচ্চা। বাবা তো উত্তরাধিকার প্রদান করেন। স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া চাই। স্বর্গের রচয়িতা হলেন তিনি। এখন তো হলো নরক। ভারত স্বর্গ ছিল। বিশ্বের মালিক ছিল। দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। তো মায়া রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন পুনরায় মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে রাজ্য নিতে হবে। পুরানো পতিত কলিযুগী দুনিয়ার বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাই অবশ্যই পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করতে হবে। একটু আধটু ইশারা দেওয়া উচিত। তারপর তারা সেই কথাগুলিকে পরে বুঝতে পারবে। আজ নয়তো কাল এসে যাবে। যাবে আর কোথায়? হাট তো হল একটাই সন্নতি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। পরমপিতা পরমাত্মা শিব বাবার একটাই হাট। এক সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হাটও দেখো কিরকম, যার তোমরা হলে সেলসম্যান। যে ভালো সেলসম্যান হবে সে পদও ভালো প্রাপ্ত করবে। সেল করারও যোগ্যতা চাই। যদি যোগ্য না হয় তাহলে সে কি সেবা করবে। প্রথমে তো নিশ্চয় বসাও। তারপর সাত দিনের কথা। আরে বাবা তো উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। ভারত সুখধাম ছিল, এখন ভারত দুঃখধাম হয়ে গেছে। পুনরায় সুখধাম কিভাবে হবে, কে বানাবেন? প্রথমে রাস্তা বলে দিতে হবে - আমরা আত্মারা হলাম শান্তিধামের অধিবাসী তারপর আমরা আসি ভূমিকা পালন করতে।

এখন বাবা বলছেন, বাচ্চারা বাড়ি ফিরে এসো। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমাদের ওড়ার পাখা যেগুলো ভেঙে গেছে সেগুলো আবার প্রাপ্ত হতে থাকবে। তোমরা চলে আসবে আমার কাছে। বাবা-ই এসে কড়ি থেকে হীরের মত তৈরী করছেন। এই উপার্জন অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। বাবাকে স্মরণ করলে ২১ জন্মের জন্য তোমরা নিরোগী হয়ে যাবে। চক্রকে স্মরণ করলে তোমরা চিরসুস্থ এবং চির সম্পত্তিবান হবে। এখন তো কোনোটাই নেই। তোমাদের মধ্যেও নব্বরের ক্রম আছে। যে একটু কাঁচা তাকে মায়া শীঘ্রই খেয়ে নেয়। তথাপি পরবর্তীকালে স্মৃতি আসবে। পরবর্তীকালে রাজারাও আসবে, সন্ন্যাসী প্রমুখেরাও আসবে। তোমরা কন্যারা, মাতারাই বাণ নিষ্ক্ষেপ করেছো। এখানে মন্দিরও অ্যাকুইরেট তৈরি

হয়েছে। কুমারী কন্যাদেরও মন্দির আছে। অধর কুমারীর অর্থ খোড়াই কেউ বুঝতে পারে। যে গৃহস্থী ব্যবহারে থেকেও বিকে হয় তাদেরকে অধর বলা যায়। কুমারী তো কুমারীই হয়। তোমাদের স্মরণিক রূপে পুরো মন্দির তৈরি হয়। কল্প পূর্বেও তোমরা সার্ভিস করেছিলে। তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত। তোমাদের হল কত উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। পড়াচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।

(দিল্লির পার্টি বাবার থেকে ছুটি নিয়ে নিজের নিজের স্থানে ফিরে যাচ্ছে) বাচ্চারা ভালোই রিফ্রেশ হয়ে যাচ্ছে। নম্বরের ক্রম তো আছেই। যে ভালো বুঝতে পারে সে ভালো বোঝাতেও পারে। এটা তো বাচ্চারা জানে যে বাবাও হলেন গুপ্ত, দাদাও হলেন গুপ্ত। আমরাও হলাম গুপ্ত। কেউই সেটা জানেনা। ব্রাহ্মণেরাও জানে না। তোমরা বোঝাতে পারো যে তোমরা হলে কুখ বংশাবলী, আমরা হলাম মুখ বংশাবলী। তোমরা হলে পতিত, আর আমরা পবিত্র তৈরি হচ্ছি। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তাই অবশ্যই নতুন দুনিয়ারই হবে তাইনা। সত্যযুগের দেবতারা নতুন দুনিয়ার থাকে নাকি ব্রাহ্মণেরা নতুন দুনিয়ার হবে? ব্রাহ্মণদের চটি (টিকি) আছে তাই না। চটি (ব্রাহ্মণ কুল) উপরে থাকে নাকি মাথা (দেবতা কুল) উপরে থাকে? সেখানে পুনরায় শিব বাবাকেও উহ্য করে দিয়েছে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা হলেন ফুলের বাগানের মালি। রাবণকে মালি খোড়াই বলবে। রাবণ তো কাঁটা তৈরি করে, বাবা ফুল বানাচ্ছেন। এই সমস্ত হল কাঁটার জঙ্গল। একে অপরকে দুঃখই দিচ্ছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে কাউকেই দুঃখ দিও না। ক্রোধের বশীভূত হয়ে কথা বললে একশত গুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। পাপাশ্রয় হয়ে যাবে। তার জন্য শাস্তিও অত্যন্ত কড়া। বাবার সাথে সহায়ক হওয়ার গ্যারান্টি করে পুনরায় ডিস-সার্ভিস করলে তার জন্য অনেক কড়া শাস্তি ভোগ করতে হবে। বাচ্চা হয়ে পুনরায় বিকর্ম করলে তো একশত গুণ শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এই জন্য যদি সাহস থাকে তো শ্রীমতে চলো। নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। এমন নয় যে আচ্ছা, প্রজা তো প্রজাই ঠিক আছে। না, এ তো হল অনেক বড় মালা। মার্জিন অনেক আছে। এতে হার্ট ফেল হয়ে যেও না। পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়াতে হবে। হার্ট ফেল হয়ে যেও না। শিব বাবার থেকে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি নেওয়ার জন্য হার্ট হল এই একটাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আশ্বাদের পিতা ওঁনার আশ্বা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য শিব বাবার হাটের (দোকানের) ভালো সেল্‌সম্যান হতে হবে। প্রত্যেকের নাড়ি দেখে পুনরায় তাকে গুণান শোনাতে হবে।

২) ক্রোধের বশীভূত হয়ে মুখ থেকে দুঃখদায়ী কথা উচ্চারণ করবে না। বাবার সহায়ক হওয়ার গ্যারান্টি করে কোনও ডিস-সার্ভিসের কাজ করবে না।

বরদানঃ:- নাথিং নিউ - এই স্মৃতির দ্বারা বিঘ্নগুলিকে খেলা মনে করে অতিক্রমকারী অনুভাবী মূর্তি ভব
বিঘ্ন আসা - এটাও ড্রামাতে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত নির্ধারিত আছে কিন্তু সেই বিঘ্ন অসম্ভব থেকে সম্ভবের অনুভূতি করায়। অনুভাবী আশ্বাদের জন্য বিঘ্নও খেলা মনে হয়। যে রকম ফুটবল খেলাতে বল আসে, পায়ে করে আঘাত করে খেলা করতে মজা আসে। সেইরকম এই বিঘ্নের খেলাও হতে থাকবে। নাথিং নিউ।
ড্রামার খেলাও দেখায় আর সম্পন্নতা সফলতাকেও দেখায়।

স্লোগানঃ:- সকলের গুণগুলিকে দেখে বিশেষত্বের সুগন্ধ ছড়িয়ে দাও তাহলে এই জগৎ সংসার সুখময় হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সদা এই নেশায় থাকো যে জ্ঞান সাগর বাবার জ্ঞানের বর্ষা হচ্ছে আমাদের উপরে, যার দ্বারা আমরা পবিত্র হয়ে নিজেদের বিরাট বড় গৃহে যাবো”

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের নিশ্চয় কোন্ আধারে আরও মজবুত বা পাকা হতে থাকবে ?

*উত্তরঃ - দুনিয়ায় যত অরাজকতা বৃদ্ধি পাবে, তোমাদের দৈবী বৃক্ষের বৃদ্ধি হবে, ততই পুরানো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমতে থাকবে এবং তোমাদের নিশ্চয় পাকা হতে থাকবে। অসীম খুশীতে থাকবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদেরকে রোজ এই কথা বলার দরকার থাকে না যে, শিববাবাকে স্মরণ করো। বাচ্চারা জানে আমরা শিববাবার সন্তান। বলার দরকার থাকে না। শিববাবা আমাদের রক্ষার দ্বারা পড়ান, এ'হল জ্ঞান সাগরের জ্ঞানের বর্ষা। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে জ্ঞান সাগরের দ্বারা এখন আমাদের বুদ্ধির উপরে জ্ঞানের বর্ষা হচ্ছে। যারা এসে ব্রাহ্মণ হচ্ছে তাদের উপরেই আমি জ্ঞানের বর্ষা করি, বাচ্চাদের সম্মুখে থাকি। এখন বাচ্চারা সম্মুখে বসে আছে। বাবা ক্ষণে ক্ষণে সম্মুখে থাকার নেশা বৃদ্ধি করেন। মায়া সেই নেশা নাশ করে। কারো পুরো নেশা শেষ করে দেয়, কারো একটু কম। বাচ্চারা জানে - আমরা এসেছি সাগরের কাছে রিফ্রেশ হতে অর্থাৎ মুরলীর পয়েন্ট ধারণ করে ডাইরেকশন নিতে। আমরা তাঁর সম্মুখে বসে আছি। এই জ্ঞানের সাগরের বর্ষা মাত্র একবারই হয়। বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র করতে। মহিমাও এমন গাওয়া হয় যে পতিত-পাবন.... সত্য যুগে তো এমন করে কেউ ডাকবে না। সেখানে তো জ্ঞানের সাগরের জ্ঞান বর্ষার দ্বারা পবিত্র হয়ে থাকবে, জ্ঞানের সাথে বৈরাগ্যও থাকবে। কোন্ জিনিসের প্রতি ? পুরানো পতিত দুনিয়ার প্রতি বুদ্ধির দ্বারা বৈরাগ্য আসে। বাচ্চারা বুদ্ধির দ্বারা জানে যে, এখন আমরা নতুন দুনিয়ায় যাই। পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে - একেই বৈরাগ্য বলা হয়েছে। যেমন বাবা নতুন গৃহ নির্মাণ করেন তখন পুরানোর থেকে বুদ্ধিযোগ সরে গিয়ে নতুনের প্রতি যুক্ত হয়। মনে মনে ভাবে পুরানো শেষ হলে আমরা নতুন স্থানে যাবো। বাচ্চারাও মনে মনে হয়তো বলে শীঘ্রাতিশীঘ্র স্বর্গের স্থাপনা হোক, তাহলে আমরা নিজের ঘরে যাই, সুখী হই। সর্ব প্রথমে আমরা প্রিয়তমের সাথে পরমধামে ফিরবো। এই হল পিত্রালয়, ছোট, ওটা হল বড় বাবার বড় আলয়। তোমরা জানো ওটা হল সকল আত্মাদের নিবাস স্থান। এই কথাটি বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে অন্য কারো বুদ্ধিতে নেই। পূর্বে তো অন্ধকার ছিল, এখন উজ্জ্বলতা হয়েছে। এই কথাও বুঝেছো যে জ্ঞান তো সবাই প্রাপ্ত করবে না। পরমধামে নিশ্চয়ই যাবে সবাই। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এখন আমরা নিজেদের আপন ধামে ফিরে যাচ্ছি। শ্রীমৎ অনুসারে যোগ্যতা অর্জন করছি। স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য তো হতে হবে। এক আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে, দ্বিতীয়তঃ চক্র আবর্তন করো। সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, এর আয়ু কত বছরের, কে কখন আসে, এই সব কথা বাবা বসে বোঝান। এই যে বলে মানুষ ৮৪ লক্ষ জন্ম নেয় তাহলে কি সবাই নেয় ? এখন তোমরা জানো ৮৪ জন্ম হয়, তারও হিসেব আছে। সবাই তো ৮৪ জন্মও নেবে না। শুরু থেকে পুনর্জন্মে আসতে থাকে। শেষের দিকে কারো এক দুই জন্মও হয়। সর্ব প্রথমে যে আসবে তারা ৮৪ জন্ম নেবে। যেমন এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে লক্ষ্মী-নারায়ণের, মানুষ যদিও তাদের মন্দিরে যায় কিন্তু কিছুই জানে না। যাদের পূজা করে তাদের অকুপেশান জানে না তো সেই পূজা করে কি লাভ ! তাই একে বলা হয় অন্ধশ্রদ্ধা। জপ তপ তীর্থ ইত্যাদি করে, ভাবে এর দ্বারা ভগবানকে পাওয়ার পথ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এইসবের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত করা যায় না। এখানেও অনেকে আসে, জগৎ অস্ত্রার মন্দিরে আসে দর্শন করতে। বাবা বুঝতে পারেন এদের বুদ্ধিতে কিছুই বসেনি। তোমাদের তো সব মনস্কামনা পূরণ হচ্ছে তাইনা ! জগৎ অস্ত্রার পাট সঠিকভাবে চলছে। যথাযথভাবে জগৎ অস্ত্রার পাট হল সবচেয়ে উঁচু। প্রথমে লক্ষ্মী তারপরে নারায়ণ। তোমাদের এ হল অন্তিম জন্ম। হিসেব-নিকেশ এখানেই পরিশোধ করতে হয়। কর্মের ভোগ, ভোগ করে মুক্ত হতে হবে এবং বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বাস্তবে বাচ্চাদেরকে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। দেহধারীকে স্মরণ করলে সময় নষ্ট হয়ে যাবে। এমন তো হতে পারে না যে কেউ নিরন্তর স্মরণে থাকবে। এমন কোনো জিনিস নেই যেটা নিরন্তর স্মরণে থাকবে। স্ত্রী তার স্বামীকেও নিরন্তর স্মরণ করে না। অবশ্যই রন্ধন করবে, সন্তানের লালন পালনও করবে, কিন্তু স্বামীর তো সব সময় স্মৃতিতে থাকবে না। এখানে তো তোমাদের নিরন্তর স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। যাতে শেষ সময়ে এমন অবস্থা থাকে যে কেবল এক এর স্মরণই যেন থাকে, খুব কঠিন এই পরীক্ষা। ৮-টি রঞ্জের মহিমাও অনেক। কারো গ্রহদশা আরম্ভ হলে ৮-টি রঞ্জের আংটি ধারণ করে। শেষ সময়ে যেন এক পিতার স্মরণ থাকে, বুদ্ধির লাইন বা কানেকশন যেন একদম ক্লিয়ার থাকে আর অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে - তখন মালার দানা হতে পারবে। ৯ রঞ্জের মহিমাও অনেক বিশাল। অতএব এখন নিরন্তর স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

এখনও দুই তিন ঘণ্টা কেউ অতিকষ্টে স্মরণে থাকে। দুনিয়ায় কোলাহল অস্থিরতা যত বাড়বে ততই তোমাদের দৃঢ় নিশ্চয় হতে থাকবে, পুরানো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমতে থাকবে। মৃত্যু হবে অনেকের, বুদ্ধিও বলে মায়া খুব পুরানো শত্রু। এমন কোনো স্থান নেই যেখানে শত্রু নেই।

তোমরা বাচ্চারা এখন স্লেচ্ছ থেকে স্বচ্ছ হচ্ছে। তোমাদের জ্ঞান আছে - স্লেচ্ছদের হাতে তৈরি করা ভোজন গ্রহণ করতে পারবো না। গায়নও আছে যেমন অল্প তেমনই মন। যে খারাপ বস্তু কিনছে, তৈরি করছে, খাচ্ছে - তাদের সবার উপরে পাপ বৃদ্ধি পায়। বাবা তো সব কথা ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেন। তোমরা বাচ্চারা এখান থেকে রিফ্রেশ হয়ে যাও। সারা দিন বুদ্ধিতে সৃষ্টি চক্র যেন আবর্তিত হয় এবং নিজ ধামের স্মরণ থাকে। এখান থেকে তোমরা নিজের লৌকিক ঘরে যাও তখন অবস্থায় তারতম্য এসে যায় কারণ সঙ্গ এমন হয়ে যায়। এখানে বসেও কারো বুদ্ধিযোগ বাইরে বিচরণ করে, তাই ধারণা সম্পূর্ণ ভাবে করতে পারে না। তোমরা আত্মাদের অসীমের পিতা বসে বোঝাচ্ছেন। তোমরা আত্মা, তোমরা এই শরীরের দ্বারা কাজ করছো। তোমরা জানো আমরা বাবার শ্রীমৎ প্রাপ্ত করে নিজের রাজ্য ভাগ্য অর্জন করছি। কতখানি খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। গায়নও আছে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতির কথা গোপী বল্লভের সন্তানদের জিজ্ঞাসা করো। যত উঁচু অবস্থা থাকবে এবং বৃদ্ধি হবে ততই খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকবে এবং নিশ্চয় দৃঢ় হতে থাকবে। ধারণার প্রতি যত মনোনিবেশ করবে ততই তোমাদের বুদ্ধির সাহস ও উৎসাহ বাড়তে থাকবে। ভবিষ্যতে তোমাদের বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস অর্থাৎ সংকল্পের ভাইরেশনের দ্বারা সেবা হতে থাকবে। যুক্তি খুঁজে বের করতে হবে, যাতে অন্যদের ভালোভাবে জ্ঞানের বাণ লাগে। মুখ্য কথা তো হলোই পিতার পরিচয় দেওয়া। অসীমের পিতার কাছে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের সাগর হলেন তিনি। জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ পবিত্র হয়। পতিত-পাবন হলেন তিনি, একমাত্র বাবা। তোমরা একটা পয়েন্ট নিয়ে বলো যে, সর্বব্যাপীর কথা দিয়ে ভক্তিও চলবে না। এই কথাটি ভালোভাবে বোঝাতে হবে। তারা বলে যে তাদের জ্ঞানের দ্বারা বিনাশ হবে। তোমরাও বলো যে এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। তারাও সত্য কথা বলে। কেউ কথা বিশ্বাস না করলে বিনাশই হবে আর কি ! এ'তো কল্প পূর্বেও বিনাশ হয়েছিল। ভগবানুবাচ রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে এইসব স্বাধা হবে। তারা ভাবে এদের জ্ঞানই হল এমন, যার জন্য বিরোধিতা করে। তারা ভাবে অনেক ভক্তি করলে ভগবানকে পাওয়া যায়। আমরাও বলি যারা অনেক ভক্তি করেছে, তাদেরই ভগবান প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই কথা গুলি বুঝতে মানুষের অনেক পরিশ্রম অনুভব হয়। কল্প পূর্বেও তোমরা বাচ্চারা বাবার সাহায্যে নরককে স্বর্গে পরিণত করেছিলে। সুতরাং নরকের বিনাশ অবশ্যই হয়েছিল। যখন নরকের বিনাশ হবে তখন স্বর্গের স্থাপনা হবে। এই কথাও তোমরা বোঝাতে পারো ভারত সঠিকভাবে পবিত্র ছিল। এই কথা তো যেকোনো ধর্মের মানুষ বলবে - যথার্থ স্বর্গ ছিল। প্রাচীন অর্থাৎ সবচেয়ে পুরানো। সে তো স্বর্গই হবে তাইনা, যা পুরানো হয়ে গেছে তা পুনরায় নতুন হবে। এইসব বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল সে কথা সঠিক, এখন আর নেই। পুনরায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করাচ্ছেন। কার সাহায্যে ? যিনি হলেন সকলের নিরাকার পিতা। সর্ব আত্মাদের পিতা। এই কথা গুলি তোমরা জানো। তোমরা কতখানি সাধারণ। বাবা বলেন আমি গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ, তোমরা হলে গরিব তাইনা। তোমাদের কাছে কি আছে। তোমরা সব কিছু ভারতের উপরে স্বাধা করেছে তোমাদের বিশাল লড়াই রাবণের সঙ্গে। শক্তি সেনা হলে তোমরা তাইনা। বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়। অপবিত্র, পবিত্রদের বন্দন করে। কোন্ মাতা ? তারা মা ধরিট্রিকে ভেবেছে। কিন্তু এই গান তো ধরা বাসীদের উদ্দেশ্যে। জগৎ অস্ত্রা আছেন তো সন্তানরাও আছে। এই দিলওয়াড়া মন্দির স্মারক-চিহ্ন রূপে রয়েছে। কুমারীরা আছে, অধর কুমারীরাও আছে। তাদের মাতাও বলা হয়। তোমরা বলো বাবা আমরা তো বি.কে। আমাদের মাতা না বলে কন্যা বলে সম্বোধন করো, আমরা হলাম কুমারী। কতখানি গুহ্য, বুঝবার মতো কথা। কিন্তু জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। পুরানো জন্ম-জন্মান্তরের বোধ ফিফ্র আছে, সেই বোধ মিটেতে চায় না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, বাবা আমাদের সম্মুখে বসে আছেন। আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। ব্রহ্মাবাবার এই দেহে পিতা পরমাত্মার প্রবেশ আছে। বাবা এসে অলৌকিক দিব্য কর্তব্য গুলি সম্পাদন করেন। পতিতদের পবিত্র করার জন্য পড়ান। পুরোপুরি স্মরণ থাকা উচিত। আমাদের পতিত-পাবন শিববাবা পড়াচ্ছেন। তাঁকেই স্মরণ করা হয় - ও গড ফাদার এসো। এসে আমাদের পুনরায় রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করো। বাবাও বলেন পুনরায় বাচ্চারা তোমাদের সহজ জ্ঞান, যোগের শিক্ষা প্রদান করি, এতে পুস্তক ইত্যাদির কোনো কথা নেই। এইসব তো তারা নাম রেখেছে। এখন তো বাবা তোমাদের যোগ্য হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন। নিত্য নতুন পয়েন্ট প্রাপ্ত হয়। অন্য গীতা, গ্রন্থ ইত্যাদি যা তৈরি আছে তাতে কোনোরকম সংযোগ বা বিয়োগ করে না, হবহ শোনায়া। এখানে সংযোজনও করা হয়, বিয়োগও করা হয়। রোজ নতুন নতুন পয়েন্ট প্রাপ্ত হয়। নলেজ খুবই ওয়ান্ডারফুল যা অন্য কোনো শাস্ত্রে নেই। কাম বিকার হল মহাশত্রু, ভগবানুবাচ দেহ সহ সবাইকে ভুলে যাও, একের স্মরণে থাকো। আমি তোমাদের অর্থাৎ সব আত্মাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। আমি অকাল মূর্তি, কালেরও কাল আমি। আমি সব বাচ্চাদের নিয়ে যেতে এসেছি, তাই তোমাদের

খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত তাইনা।

তোমরা জানো এখন আমরা ঘরে ফিরে যাই। শীঘ্রই সুবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে উঠি, বাবার কাছ থেকে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। ততক্ষণ যুদ্ধ যেন না লাগে। বাবা বলেন আমি কিছুই করতে পারব না। প্রথমে রিহার্শাল হবে। এখন তো রাজারাও আসেনি, রাজস্থানের ওপরেও বোঝাতে পারো। বলো তোমরা কি জানো রাজস্থান নাম কেন হয়েছে? ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তাইনা। পুনরায় সেই রাজস্থান হওয়া উচিত, যা এখন পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। আমরা জানি কিন্তু বুদ্ধিতে যখন বসবে তখন খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। ভক্তিমার্গে এই দেবতাদের মন্দির নির্মাণ করে। ভারতে অনেক ধন ছিল। আমরা পুনরায় দুনিয়াকে দৈবী রাজস্থান বানাই। এই কথা গুলি এসে বোঝো। বোঝানোর জন্যও অনেক উৎসাহ থাকা চাই। এও তো হল সেমিনার, তাইনা। কীভাবে সার্ভিস করা উচিত। বাবা বুঝিয়েছেন কুমারীরা, মাতারা, গোপ সবাই একত্রে শুনছে। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন একমাত্র ভগবান, কৃষ্ণ নয়। অতএব রাজস্থান নিয়ে তোমরা বোঝাতে পারো। অবশ্যই রাজস্থান ছিল, যাদের মন্দির বানানো হয়েছে, যাদেরকে পুনরায় আমরা বানিয়ে তুলছি। বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমরাও ট্রাই করো - অর্ধেক কল্পের জন্য। তখন আর কাঁদতে হবে না। আমরা রামের শ্রীমং অনুসারে রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করছি। শ্রীমং শুনলে তো মন ভাল থাকবে। যাদের জ্ঞানের বাণ লাগবে তারা বৃক্সবার জন্য আসবে। এই অসীমের সেমিনার রোজ বাবা করেন। এ হল পরমাত্মার সঙ্গে আত্মাদের সেমিনার। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কর্মভোগ থেকে মুক্ত হতে এক পিতার স্মরণে থাকতে হবে। দেহধারীদেরকে স্মরণ করে সময় নষ্ট করবে না। বুদ্ধির লাইন বা কানেকশন খুব ক্লিয়ার রাখতে হবে।

২) অত্যন্ত শুদ্ধ আহার গ্রহণ করতে হবে। যেমন অল্প তেমন মন তাই স্নেহদের হাতে তৈরি করা খাবার গ্রহণ করবে না। বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করতে হবে।

বরদান:- রুহানী সিমপ্যাথির (আত্মিক সহানুভূতি) দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারা সদা সম্প্রতিবান ভব আজ বিশ্বে সম্প্রতিবান তো অনেকে আছে কিন্তু সবচেয়ে বিশাল আবশ্যিক সম্পত্তি হল সিমপ্যাথি বা সহানুভূতি। সে গরিব হোক কিম্বা ধনী, আজ সিমপ্যাথি নেই। তোমাদের কাছে সিমপ্যাথির সম্পত্তি আছে, তাই কাউকে যদি আর কিছুও না দাও কিন্তু সিমপ্যাথি দ্বারা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারো। তোমাদের সিমপ্যাথি ঐশ্বরীয় পরিবারের কারণে, এই রুহানী সিমপ্যাথির দ্বারা তন মন ও ধনের পূর্তি করতে পারো।

স্লোগান:- প্রতিটি কাজে সাহসকে সাথী বানিয়ে নাও তো সফলতা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ব্রাহ্মণ হয়ে এমন কোনো কাজ করবে না যাতে বাবার নাম বদনাম হয়, চাকরি বা ব্যবসা ইত্যাদি করে।
কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে চলো"

*প্রশ্ন:- গডলী স্টুডেন্টদের মুখ থেকে কখনো কোন শব্দ নির্গত হওয়া উচিত নয় ?

*উত্তর:- আমাদের পড়াশোনা করবার জন্য সময় নেই, এই শব্দ তোমাদের মুখ থেকে কখনো নির্গত হওয়া উচিত নয়। বাবা কোনো বাচ্চাদের উপরে কোনো সমস্যার বোঝা চাপানো না, কেবল বলেন ভোর বেলা উঠে এক ঘন্টা, আধ ঘন্টা আমাকে স্মরণ করো আর ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ো।

*প্রশ্ন:- মানুষের প্ল্যান কী আর বাবার প্ল্যান কী ?

*উত্তর:- মানুষের প্ল্যান হল - সবাই মিলে গিয়ে এক হয়ে যাক। নর চায় এক আর.... বাবার প্ল্যান হল মিথ্যা খন্ডকে সত্য খন্ড বানানো। তাই সত্য খন্ডে যাওয়ার জন্য অবশ্যই সত্য হতে হবে।

*গীত:- আজকের মানুষের কী হয়ে গেছে, পুরানো ভালোবাসা কোথায় হারিয়ে গেছে...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারাও বলে ওম্ শান্তি। আত্মারা তাদের শরীরের দ্বারা বলতে পারে ওম্ শান্তি। অহম্ আত্মার স্বধর্ম হল শান্ত, এটা ভুললে চলবে না। বাবাও এসে বলেন ওম্ শান্তি। যেখানে তোমরা বাচ্চারা শান্ত থাকো, সেখানে বাবাও থাকেন। সেটা হল আমাদের শান্তিধাম বা ঘর। জগতের কোনো বিদ্বান বা আচার্য এই সব কথা কে জানে না। তারা বলে দেয় আত্মাই পরমাত্মা। আত্মার বিষয়েও কারো কোনো জ্ঞান নেই যে, আত্মা কি ? এত কোটি কোটি মানুষ হল স্টারের মতো। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে আলাদা আলাদা অবিনাশী পার্ট নিহিত রয়েছে, যা সময় মতো ইমার্জ হতে থাকে। এই সব কথা বাবা বসে বোঝান। বাবাও জীব আত্মা না হলে পরে জীব আত্মাদেরকে বোঝাতে পারেন না। আমারও নিশ্চয়ই শরীরের প্রয়োজন, তাই না ? শরীর তখনই নিতে হয় যখন রচনা রচিত করতে হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা রচিত করেন, রচয়িতা তো হলেন নিরাকার শিব। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মাকুমার কুমারীদেরকে বোঝাচ্ছি, শূদ্রদেরকে নয়। এখন আমাদের হল ব্রাহ্মণ ধর্ম। আগে শূদ্র ধর্মে ছিলাম। তারও আগে বৈশ্য বর্ণ, ক্ষত্রীয় বর্ণে। জগতের মানুষ এই সব কথা জানেই না। অবশ্যই ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা তারপর ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শূদ্র..... ব্রাহ্মণ হল শীর্ষে (টিকিতে)। পূর্বে ব্রাহ্মণরা গরুর খুরের মতো কেশ - শিখা (টিকি) রাখতো। তোমরা ডিগবাজি খেলে থাকো। আমি তো খেলি না। এই বর্ণের চক্রাবর্তে তোমরা আসো। কত সহজ এ'সব কথা। তোমাদের নামই হল স্বদর্শন চক্রধারী। বাকি শাস্ত্র গুলিতে কি না কি লিখে দিয়েছে। তোমরা মনে করো - তোমরা ব্রাহ্মণরাই স্বদর্শন চক্রধারী হও। কিন্তু এই অলংকার গুলোর চিহ্ন গুলি দেবতাদেরকে দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা হল সম্পূর্ণ। তাদেরই এ' গুলি শোভা পায়। এই নলেজকে ধারণ করলে তোমরা তারপর চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। এখন তোমরা সামনে বসে আছো। এ হল রুদ্র জ্ঞান যন্তু । যন্তু ব্রাহ্মণ অবশ্যই চাই। শূদ্র যন্তু রচনা করতে পারে না। রুদ্র শিব বাবা যন্তু রচনা করেছেন, সুতরাং ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই চাই। বাবা বলেন আমি ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সাথেই কথা বলি। কত বড় যন্তু এটা, যখন বাবা আসেন তখনই যন্তু রচিত হয়। একে বলা হয় অশ্বমেধ অর্থাৎ স্বরাজ্য স্থাপন করবার জন্য। কোথায় ? ভারতে ? সত্যযুগী স্বরাজ্য রচনা করেন। একে শিব জ্ঞান যন্তু বলাে কিস্বা রুদ্র জ্ঞান যন্তু বলাে, সোমনাথ মন্দির তাঁরই। একেরই অনেক নাম। একে যন্তু বলা হয়, পাঠশালা বলা যায় না। বাবা রুদ্র জ্ঞান যন্তু রচনা করেছেন। যন্তুকে পাঠশালা বলা যাবে না। ব্রাহ্মণদের দ্বারা যন্তু রচনা করা হয়। ব্রাহ্মণদেরকে দক্ষিণা প্রদানকারী হলেন ভোলানাথ। তাঁকে বলাই হয় শিব ভোলানাথ ভান্ডারী। এখন তোমরা সামনে বসে আছো। বাপদাদা বাচ্চাদেরকে অ্যাডপ্ট করেছেন। ইনি হলেন বড় মাম্মা। এরপর মাতাদেরকে আগলানোর জন্য মাম্মাকে (ওম রাধে) দায়িত্ব দেওয়া হয়। কারণ তিনি সবার চেয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। এনার পার্ট হল মুখ্য। তিনি হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী জগৎ অম্বা। মহালক্ষ্মীকে জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী বলা যাবে না। লক্ষ্মী মানে ধনের দেবী। বলা হয় না - এনার ঘরে লক্ষ্মী রয়েছে অর্থাৎ অগাধ সম্পত্তি রয়েছে । লক্ষ্মীর কাছে সম্পত্তি প্রার্থনা করে। ১২ মাস শেষ হলেই আহ্বান করে। জগৎ অম্বা সকলের মনোকামনা পূর্ণ করেন। বাচ্চারা জানে যে জগৎ অম্বা হলেন - প্রজাপিতা ব্রহ্মার কন্যা, তাঁর নাম হল সরস্বতী। একটা নামই যথেষ্ট। মাম্মা আছেন তো বাচ্চারাও আছেন। তোমরা শিব বাবার দ্বারা নলেজ শুনছো। এনাকে বাবা এসে অ্যাডপ্ট করেছেন, নাম রেখেছেন ব্রহ্মা। তিনি বলেন যে, আমি পতিত শরীরে আসি। শাস্ত্রেও কোথাও এই সব কথা নেই। তোমরা জানো নতুন দুনিয়ার জন্য আমরা পুরুষার্থ করছি। কাঁটার থেকে ফুল হচ্ছি। শূদ্র ছিলাম তাই কাঁটা ছিলাম। এখন ব্রাহ্মণ ফুল হয়েছে। ব্রাহ্মণদেরকে ফুল বানান শিব বাবা। তিনি হলেন বাগানের মালিক। তোমরা হলে নম্বর ওয়ান মালি। যারা

ভালো ভালো মালি হয়, তারা অন্যদেরকেও নিজ সমান বানায়। স্যাপলিং লাগাতে থাকেন। নম্বর অনুসারে হয়ে থাকে। একে বলা হয় স্পিরিচুয়াল জ্ঞান। ঈশ্বর হলেন এই জ্ঞানের প্রদাতা। শাস্ত্র ইত্যাদি তো সব মানুষের শোনানো। এই আধ্যাত্মিক (রুহানী) জ্ঞান যা সুপ্রিম রুহ, রুহেদরকে (আত্মাদের) প্রদান করেন। আর কেউই রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান পায় না। তারা তো এমনই গালগল্প শুনিয়ে থাকে। এটা হলই তো মিথ্যার জগৎ। সবই মিথ্যা আর মিথ্যা। আসলে প্রথমে নকল (ইমিটেশনের) অলংকার ইত্যাদি ছিলই না। এখন তো কত রকমের নকল জিনিস পাওয়া যায়। আসল জিনিস রাখতেই দেয় না। মিথ্যা খন্ডে হল রাবণ রাজ্য, সত্য খন্ডে হল রামের স্থাপন করা রাজ্য। এটা হল শিব বাবার স্থাপন করা যজ্ঞ। পাঠশালাও এটা, যজ্ঞও এটা, ঘরও এটা। তোমরা জানো যে আমরা পারলৌকিক বাবা আর তার সাথে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সামনে বসে আছি। যতক্ষণ না ব্রাহ্মণ না হচ্ছি ততক্ষণ বর্মা কীভাবে পাবো ! যজ্ঞ রক্ষক প্রকৃত ব্রাহ্মণ প্রয়োজন। বিকারের যারা চলে যায় তাদেরকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। এক পা রাবণের বোটে, দ্বিতীয় পা রামের বোটে হলে তার পরিণাম কী হতে পারে ? চিরে যাবে। এই রকম আচরণের ফলে তখন নাম বদনাম করে দেয়। নিজেকে বলছে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান আর কর্তব্য হল শূদ্রের। বাবা বলেন, চাকরি ব্যাবসা যাই করো কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে চললে রেসপন্সিবিলিটি তখন ওঁনার হয়ে যায়।

তোমরা এখানে এসেছেই ঈশ্বরীয় মত নিতে। বাইরে হল আসুরিক মত। তোমরা শ্রীমৎ নিয়ে থাকো শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। উচ্চ থেকে উচ্চ বাবা উচ্চ মত প্রদান করেন। তোমরা জানো আমরা উচ্চ মত পাই মানব থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। আমরা বলেও থাকি যে, আমরা তো সূর্যবংশী রাজা হব। এটা হলই রাজস্ব, প্রজা স্ব নয়। তোমরা রাজা রানী হও, তাহলে তো প্রজা অবশ্যই চাই। যেমন এই মাঝা বাবা পুরুষার্থের দ্বারা তৈরী হচ্ছেন আর বাচ্চাদেরকে তৈরী হতে হবে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও খুশী হওয়া উচিত। আমরা ব্রহ্মাকুমারী কুমারীরা হলাম শিব বাবার পৌত্র পৌত্রী। শিবকে প্রজাপিতা বলা হবে না। তিনি হলেন রচয়িতা। স্বর্গে থাকেন দেবতারা। বাবাই মানবকে দেবতা বানান। তোমাদের কায়া, কল্প বৃক্ষের মতো তৈরী হয়, রিজ্যুভিনেট (পুনরুজ্জীবিত) হয়। তোমাদের আত্মা কালো হয়ে গেছে, তাকে পিওর গৌর বানাই। যখন তোমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাও, তখন আর এই শরীর থাকে না, সেইজন্যই খড়ের গাদায় আগুন লাগবে, যার ফলে সব কিছুর বিনাশ হয়ে যাবে। এসব হল অসীমিত বিষয়ের কথা। এ হল অসীমিত আইল্যান্ড আর ওটা হল সীমিত। যত গুলো ভাষা ততো নাম রেখে দিয়েছে। অনেক টাপু (দ্বীপ) রয়েছে। কিন্তু সমগ্র সৃষ্টিই লঙ্কা (টাপু) হয়ে গেছে। সমগ্র সৃষ্টিতে হল রাবণ রাজ্য। গানেওতো শুনলে যে, কী হাল হয়ে গেছে। ওখানে একে অপরকে মারে না। সেখানে তো রাম রাজা, রাম প্রজা... (রামরাজ্যে প্রজারাও বিত্তশালী, সকলের মধ্যেই দাতা ভাব থাকে) বলা হয় দুঃখের কোনো কথাই নেই। কাউকে দুঃখ দেওয়াও হল পাপ। সেখানে এই রাবণ হনুমান ইত্যাদি কোথা থেকে এল ? তোমরা বলতে পারো যে, প্রথম মুখ্য কথা হল - গড ফাদার বললে তবে তিনি সর্বব্যাপী কীকরে হতে পারেন ? তাহলে তো ফাদারহুড হয়ে যায়। সবাই ফাদারই ফাদার তো হতে পারে না।

এখন বাচ্চারা তোমাদের এটা বোঝাতে হবে - অর্থ কল্প তোমরা মিথ্যা অর্থাৎ নকল জিনিসের উপার্জন করেছো। এখন সত্যখন্ডের জন্য সত্য উপার্জন করতে হবে। তারাও যে শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু শোনায় সেও উপার্জনের জন্যই। শিববাবা তো এই শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েননি। তিনি তো হলেনই নলেজফুল, জ্ঞানের সাগর। তিনি হলেন সত্য, চৈতন্য। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার থেকে সত্যিকারের উপার্জন করছি সত্যখন্ডের জন্য। মিথ্যা খন্ডের বিনাশ হয়। দেহ সহ এই সব কিছুর বিনাশ হতে হবে। তোমরা সবাই দেখবে যে কীভাবে যুদ্ধ লাগছে। তারা মনে করে আবার সবার মিল হয়ে যাবে, কিন্তু বিভাজন হতেই থাকে। নর চায় এক আর... তাঁর প্ল্যান হল সব কিছুর বিনাশের জন্য। ঈশ্বরের প্ল্যান কী ? সে'কথা তো তোমরা জানো। বাবা এসেছেনই মিথ্যা খন্ডকে সত্য খন্ড বানানোর জন্য, মানব থেকে দেবতা বানানোর জন্য। সত্য বাবার দ্বারা তোমরা সত্য হয়ে ওঠো আর রাবণের দ্বারা মিথ্যা হয়ে যাও। বাবা' ই সত্য জ্ঞান দিয়ে থাকেন। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের হাত পরিপূর্ণ হবে। বাকি শূদ্রের হাত খালি থাকবে।

তোমরা জানো যে আমরাই সেই দেবী-দেবতা হবো। এখন বাবা বলেন, কেবল গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো হও আর আমাকে স্মরণ করো। স্মরণ করতে কেন ভুলে যাও ? যে বাবা স্বর্গের মালিক বানান, তাঁকে তোমরা ভুলে যাও... এ হল নতুন কথা, এর জন্য আত্ম-অভিমानी হতে হয়। আত্মা তো হল অবিনাশী, এক শরীর ছেড়ে আরেকটি নেয়। বাবা বলেন - দেহী-অভিমानी হও, কেননা ফিরে যেতে হবে। দেহের চেতনাকে ছাড়তে হবে। এখন কাম চিন্তার থেকে নেমে জ্ঞান চিন্তাতে বসো। অনেকেই আছে যারা বিকার ছাড়া থাকতে পারে না। বাবা বলেন - দ্বাপর থেকে শুরু করে তোমরা এই বিকার গুলির কারণেই মহান রোগী হয়ে গেছো। এখন এই বিকার গুলিকে জয় করো। কাম বিকারে যেও না। এই

শরীর তো হল অপবিত্র, পতিত তাই না ? পবিত্র হও। এখানে বিকারের দ্বারাই সকলের জন্ম হয়। সত্যযুগ - ত্রেতাতে এই বিকার হয় না। সেখানেও এ'সব হলে তবে তাকে স্বর্গ, একে নরক কেন বলা হয় ? বাবা বলেন, শাস্ত্র গুলির মধ্যে তো কোনো এইম অঙ্কেট থাকেই না। এখানে তো এইম অঙ্কেট রয়েছে। আমরা এখন মানব থেকে দেবতা হচ্ছি। বাবা বলেন তোমরা যা কিছু পড়েছো সব ভোলো। তাতে কোনো সার নেই। তোমাদের চড়তি কলা একবারই হয়। তারপর হল অবরোহণ কলা। যত চেষ্টাই করো না কেন নীচে অবরোহণ হতেই হয়। পতিত হতেই হয়। এ হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমাদের ভারত স্বর্গ ছিল। এখন হল নরক। আগে আদি সনাতন একটাই ধর্ম ছিল, যা এখন নেই। তারপর সেই ধর্মের স্থাপনা হয়। বাবা পুনরায় এসে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন। তোমরাও বলবে আমরা পুনরায় রাজত্ব নিয়ে থাকি। রাজত্ব নেওয়ার পর, এই নলেজ তারপর লুপ্ত হয়ে যায়। এই নলেজ পতিতরাই পায় - পবিত্র হওয়ার জন্য, এরপর পবিত্র দুনিয়ার নলেজ কেন থাকবে ? লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বের কত বছর হয়েছে, সে'সব তোমরা জানো। তোমরা বলো - বাবা, আমরা ৫ হাজার বছর পরে আবার এসেছি রাজত্ব নিতে। আমরা আত্মারা হলাম বাবার বাচ্চা। দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, একটা লোক ক্রমাগত বলতে থাকে যে, আমি মোষ আমি হলাম মোষ... তখন সেটাই তার মধ্যে বসে যায়। তখন বলে এই জানলা দিয়ে কীকরে বের হবো.... এ'সব কথা হল তোমাদেরই জন্য। তোমরা নিশ্চয় করো যে আমরা হলাম বাবার সন্তান, এমন তো নয় যে আমি হলাম চতুর্ভুজ, এই রকম বলতে থাকলে হয়ে যাবে। বানাবেন যিনি তাঁকে তো চাই। এ হল নর থেকে নারায়ণ হওয়ার নলেজ, যে খুব ভালো ভাবে ধারণ করে অন্যদেরকে করাবে তারা উচ্চ পদ পাবে। স্টুডেন্টস এই রকম বলতে পারে না যে আমাদের পড়াশোনা করবার জন্য সময় নেই। তাহলে তো ঘরে গিয়ে বসো। অধ্যয়ন ছাড়া বর্ষা লাভ হবে না। গড ফাদারলী স্টুডেন্টস কীকরে বলে যে - সময় নেই ! বাবার হয়ে তারপর ডিভোর্স দিয়ে দিলে বাবা বলবেন তোমরা হলে মহান মূর্খ। এক ঘন্টা আধা ঘন্টা... তোমাদের সময় নেই। আচ্ছা সকাল বেলায় ভোর বেলায় বসে বাবাকে স্মরণ করো। কোনো সমস্যা তোমাদের উপরে চাপিয়ে দিই না। কেবল সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করো আর স্বদর্শন চক্রকে ঘোরাও। অন্যদের না হলেও নিজের কল্যাণ করো। দয়াবান হয়ে যত অন্যদের কল্যাণ করবে ততো উঁচু পদ পাবে। এ হল অনেক বিশাল বড় উপার্জন। যার কাছে অনেক ধন রয়েছে, সে বলে সময় নেই। যাদের অগাধ সম্পদ আছে তাকে ওখানে গরীব হতে হবে আর গরীবরা অনেক ধন সম্পদের মালিক হবে। সবচেয়ে বেশি চোখের জল ফেলে মায়েরা, তাদেরকে হাসাবার দায়িত্ব তোমাদের।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্ৰভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সত্য খন্ডের জন্য সত্য উপার্জন করতে হবে। আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। এই ক্ষয়ে যাওয়া জুতোর (শরীর) অভিমানকে ছাড়তে হবে।

২) দয়াবান হয়ে নিজের আর অপরের কল্যাণ করতে হবে। ভোর বেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে।

বরদানঃ:- শুভ ভাবনার দ্বারা ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তনকারী হোলিহংস ভব হোলিহংস তাকে বলা হয় - যে নেগেটিভকে ছেড়ে পজিটিভকে ধারণ করে। দেখেও দেখে না, শুনেছো শোনে না। নেগেটিভ অর্থাৎ না ব্যর্থ কথা বলে, না ব্যর্থ কর্ম করে। ব্যর্থকে সমর্থ (শক্তিশালী রূপে) পরিবর্তন করে দেয়। তার জন্য সকল আত্মার প্রতি শুভ ভাবনার প্রয়োজন। শুভ ভাবনার দ্বারা উল্টো বিষয়ও সোজা হয়ে যায়। সেইজন্য যে যেমনই হোক না কেন তোমরা তাকে শুভ ভাবনা দাও। শুভ ভাবনা পাথরকেও জল করে দেবে। ব্যর্থ সমর্থতে বদলে যাবে।

স্নোগানঃ:- অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি করতে হলে শান্ত স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সব সীমাবদ্ধতা থেকে বের হয়ে অসীম বৈরাগী হও"

আজ আবারও একবার কল্প বাদে সব বাচ্চা তাদের আপন সাকার সুইট হোম মধুবনে পৌঁছে গেছে। সাকার বতনের সুইট হোমই মধুবন। যেখানে বাবা আর বাচ্চাদের রুহানী মেলা বসে। মিলন-মেলা হয়। তাহলে তোমরা বাচ্চারা সবাই মিলন মেলায় এসেছ। বাবা আর বাচ্চাদের এই মিলন মেলা শুধু সঙ্গমযুগে হয় আর মধুবনেই হয়। সেইজন্য সবাই দৌড়াতে দৌড়াতে মধুবনে এসে পৌঁছেছ। মধুবন সাকার রূপেও বাপদাদার সাথে মিলন করায় আর সেই সঙ্গে সহজ স্মরণ দ্বারা অব্যক্ত মিলনও করায়, কারণ মধুবন ভূমি রুহানী মিলনের, সাকার রূপে মিলনের অনুভূতির বরদান প্রাপ্ত হয়েছে। বরদানী ভূমি হওয়ার কারণে মিলনের অনুভব সহজে করতে পারো। আর কোনও স্থানে জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান নদীর মিলন মেলা হয় না। সাগর আর নদীসমূহের মিলন মেলা হয় এই একই স্থানে। এমনই মহান বরদানী ভূমিতে এসেছ - এইরকম মনে হয় তোমাদের? তপস্যা-বর্ষে এই কল্পে প্রথমবার যে বাচ্চারা মিলন উদযাপন করছে তাদের বিশেষ গোল্ডেন চাম্প লাভ হয়েছে। তোমরা কত লাকি ! তপস্যা-বর্ষের শুরুতে নতুন বাচ্চাদের এক্সট্রা বল প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং শুরুতেই এক্সট্রা বলপ্রাপ্তি ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ায় সহযোগী হবে, সেই জন্য নতুন বাচ্চাদের ড্রামাও সহযোগ দিচ্ছে এগিয়ে যেতে। অতএব, এই অভিযোগ করতে পারবে না যে, আমরা তো পরে এসেছি। এই এক্সট্রা ভাগ্য কম নয় ! নতুন বাচ্চারা তোমরা সবাই বিশেষভাবে তিন বরদান প্রাপ্ত হয়েছে - এই বর্ষের, মধুবন ভূমির এবং নিজের পুরুষার্থের। তাহলে তোমরা কত লাকি হলে ! এত অবিনাশী ভাগ্যের নেশা বজায় রাখো। এই নেশা যেন শুধু এখানে থাকা পর্যন্ত না হয়, বরং বাবা অবিনাশী, তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা অবিনাশী, সুতরাং তোমাদের ভাগ্যও অবিনাশী। অবিনাশী ভাগ্যকে অবিনাশী রাখো। এটা শুধু সহজভাবে অ্যাটেনশন দেওয়ার বিষয়। টেনশনের সাথে অ্যাটেনশন নয়। অ্যাটেনশন সহজ হোক, আর কঠিনই বা কী আছে? তোমরা জেনে নিয়েছ 'আমার বাবা', তাঁকে মেনে নিয়েছ। সুতরাং যা জেনে নিয়েছ, মেনে নিয়েছ, অনুভব করে নিয়েছ, অধিকার প্রাপ্ত হয়ে গেছে তাহলে কঠিন কী আছে? শুধুমাত্র এই অনুভব করতে থাকো - একই আমার বাবা। এটাই ফুল নলেজ।

এক 'বাবা' শব্দে আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত জ্ঞান সমাহিত হয়ে আছে, কারণ বাবা বীজ তো না। বীজে তো সমগ্র বৃক্ষ সমাহিত হয়ে থাকে, তাই না ! বিস্তার ভুলে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু 'বাবা' এই এক শব্দে সার এটা মনে রাখা কঠিন নয়। সদা সহজ, সহজ না? এটা নয়, কখনো সহজ, কখনো কঠিন। বাবা সদা আমার, নাকি কখনো কখনো আমার? যখন বাবা সদা আমার তো স্মরণও সদা সহজ হয়। কোনো কঠিন বিষয় নয়। ভগবান বললেন "তুমি আমার" আর তুমি বললে "তুমি আমার।" তাহলে কঠিন কী? সুতরাং নতুন বাচ্চারা আরও বেশি এগিয়ে যাও। এখনও তোমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার চাম্প আছে। এখন পর্যন্ত ফাইনাল সমাপ্তির বিউগল বাজেনি। সেইজন্য ওড়ো আর অন্যদেরও উড়িয়ে নিয়ে চলো। এর বিধি হলো ওয়েস্ট অর্থাৎ ব্যর্থ বন্ধ করো। সঞ্চয়ের খাতায় নিরন্তর পুঁজি বাড়িয়ে যাও, কারণ ৬৩ জন্ম সঞ্চয় করনি, উপরন্তু খুইয়ে ফেলেছ। তোমাদের সব খাতা ব্যর্থতে শেষ করে দিয়েছ। স্বাসের খাজানাও ক্ষয় করে ফেলেছ, সঞ্চয়ের খাজানাও নিঃশেষ করেছ, সময়ের খাজানাও নষ্ট করেছ, গুণের খাজানা খেয়ে ফেলেছ, শক্তির খাজানাকে হারিয়েছ, জ্ঞানের খাজানারও অবশিষ্ট কিছুই নেই। কত খাতা খালি হয়ে গেছে ! এখন এই সব খাতা তোমাদের জমা করতে হবে। জমা হওয়ার জন্য এখনো সময় আছে এবং জমা করার সহজ বিধিও বাবা দ্বারা তোমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে। বিনাশী খাজানা খরচ করলে কম হয়ে যায়, ফুরিয়ে যায় আর এই সব খাজানা যত নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য শুভ বৃত্তি দ্বারা কার্যে প্রয়োগ করবে, ততই জমা হতে থাকবে, বৃদ্ধি পাবে। এখানে খাজানা কার্যে প্রয়োগ করা হলো জমা করার বিধি। ওখানে রেখে দেওয়া জমা করার বিধি আর এখানে প্রয়োগ করা জমা করার বিধি। কত প্রভেদ ! সময়কে নিজের জন্য কিংবা অন্যের জন্য শুভ কার্যে যদি ব্যবহার করো তাহলে জমা হতে থাকবে। জ্ঞানকে কার্যে প্রয়োগ করো। এইভাবে সমুদয় গুণ, শক্তিকে যত ব্যবহার করবে ততই বাড়বে। তারা যেমন লকারে সবকিছু রেখে দেয় আর ভাবে অনেক জমা আছে, সেই রকম তোমরাও ভাবো আমার বুদ্ধিতে জ্ঞান অনেক আছে, গুণও আমার মধ্যে অনেক আছে, শক্তিও আছে - এটা ভেবো না। লক আপ করে রেখো না, ইউজ করো। বুঝেছ ! জমা করার বিধি কী? কার্যে প্রয়োগ করা। নিজের জন্যও ইউজ করো, নয়তো লস হয়ে যাবে। অনেক বাচ্চা বলে সব খাজানা আমার মধ্যে সমাহিত হয়ে আছে। কিন্তু সমাহিত হয়ে থাকার লক্ষণ কী? সমাহিত হয়ে আছে অর্থাৎ সেই সব তোমরা জমা করে রেখেছ। সুতরাং তার লক্ষণ হলো যে, সেই সব প্রয়োজনের সময় নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য কাজে আসবে। কাজেই আসেনি কিন্তু বলবে অনেক জমা আছে অনেক

জমা আছে, তাহলে তাকে জমা করার যথার্থ বিধি বলা হবে না, অতএব, যদি যথার্থ বিধি না হয় তাহলে সময়ে সম্পূর্ণতার সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে না। তোমরা প্রবঞ্চিত হবে। সিদ্ধিপ্রাপ্ত হবে না।

গুণ, শক্তি কার্যে ব্যবহার করলে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুতরাং সঞ্চয়ের বিধি, সঞ্চয়ের বিধিকে ব্যবহার করো। তারপরে ব্যর্থের খাতা আপনা থেকেই পরিবর্তন হয়ে সফল হয়ে যাবে। যেমন ভক্তিমার্গে এই নিয়ম আছে যে তোমার কাছে যতটা স্থূল ধন আছে তা' দান করো, সময়োপযোগী বানাও, তবে বর্ধিত হতে থাকবে। এমনকি ভক্তিতে সময়োপযোগী করার জন্য তারা তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা কত বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং তোমরাও তপস্যা-বর্ষে শুধু এটা চেক ক'রো না যে, ব্যর্থ কত নষ্ট করেছে ! ব্যর্থ নষ্ট করেছে সে'তো আলাদা বিষয়। কিন্তু এটা চেক করো কত সফল করেছে? যে সমুদয় খাজানা সম্বন্ধে তোমাদের বলা হয়েছে। গুণও রয়েছে যা বাবার দান। আমার গুণ আছে, আমার শক্তি আছে — এই ভুল স্বপ্নেও ক'রো না। এই সব বাবার দান, সুতরাং প্রভুর দান, পরমাত্ম-দানকে আমার মনে করা মহাপাপ। অনেকবার অনেক বাচ্চা সাধারণ ভাষায় এমন ভাবেও আর বলেও যে, আমার এই গুণকে ইউজ করা হয় না, আমার এই শক্তি আছে, আমার বুদ্ধি খুব ভালো, সেটা ইউজ করা হয় না। 'আমার' কোথা থেকে এলো ? 'আমার' বললে আর ময়লা হলো। ভক্তিতেও ৬৩ জন্ম ধরে এই শিক্ষা দিতে থাকে যে, আমার মনে ক'রো না, তোমার মনে করো। কিন্তু তবুও সেই শিক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। সুতরাং গুণ মার্গে বলবে তোমার আর মনে করা হবে আমার - এই প্রতারণা এখানে চলে না, সেইজন্য প্রভু প্রসাদকে নিজের মনে করা, এটা অভিমান আর অপমান করা হয়। "বাবা-বাবা" শব্দ কখনও ভুলো না। বাবা শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, বাবার কার্য, বাবার সেন্টার, সব জিনিস বাবার। এই রকম ভেবো না, আমার সেন্টার, আমি বানিয়েছি, আমার অধিকার। 'আমার' শব্দ কোথা থেকে এলো? তোমার কি? বাঁচকা একপাশে সামলে রেখেছ কি? কিছু বাচ্চা এমন নেশা দেখায় - আমি সেন্টারের জন্য নিবাস স্থান তৈরি করেছি, সুতরাং আমার অধিকার আছে। কিন্তু কার সেন্টার তৈরি করেছে? বাবার সেন্টার তো না ! তাহলে, যখন বাবাকে অর্পণ করে দিয়েছ তো আবার তোমার কোথা থেকে হলো ? আমার কোথা থেকে এলো ? যখন বুদ্ধি বদলে যায় তখন বলে আমার। আমার-আমার এটাই ময়লা করেছে, আবারও ময়লা হতে চাও ? যখন ব্রাহ্মণ হয়েছিলে তো বাবার কাছে করা ব্রাহ্মণ জীবনের প্রথম প্রতিজ্ঞা কী করেছিলে মনে আছে তোমাদের? যারা নতুন তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, নাকি পুরানোরা করেছে? নতুনরা এখন পুরানো হয়ে এসেছে তো না? নিশ্চয়বুদ্ধির ফর্ম পূরণ করে এসেছে তো? সুতরাং সবার প্রথম প্রতিজ্ঞা ছিলো — তন, মন, ধন আর বুদ্ধি সব তোমার। এই প্রতিজ্ঞা সবাই করেছিলে তোমরা?

যদি তোমরা এখন প্রতিজ্ঞা করতে চলেছ তো হাত তোলো। যারা মনে করে যে, ভবিষ্যতের জন্য কিছু সন্নিবেশ রাখতে হবে, সবকিছু বাবাকে কীভাবে দিয়ে দেবে ? কিছু তো সন্নিবেশ রাখতে হবে, যারা এটা ভাবে যে সেটা বিচক্ষণতার কাজ, তারা হাত উঠাও। কিছু কী সন্নিবেশ রেখেছ? দেখো, পরে যেন ব'লো না যে আমাদের কে দেখেছে? এত ভিড়ের মধ্যে আমাকে কে দেখতে যাচ্ছে? বাবার কাছে খুব ক্লিয়ার টিভি আছে। তার থেকে তোমরা লুকাতে পারবে না, সুতরাং ভেবে-চিন্তে যদি কিছু রাখতে চাও তো রাখো। পাণ্ডবরা কী ভাবছে? অল্প কিছু রাখা উচিত? ভালো করে ভাবো। যারা কিছু রাখতে চায় তারা এখনই হাত তোলো ! বেঁচে যাবে ! নয়তো, এই সময়, এই সভা, তোমাদের এই কাঁধ ঝাঁকানো - এই সব দেখা যাবে। কখনও আমিহুভাব রেখো না। যখন তোমরা বলো বাবা, পাপ সমাপ্ত হয়ে যায়। যখন বাবা বলো না তখন পাপ হয়ে যায়। যখন পাপের বশীভূত হও, তোমাদের বুদ্ধি কাজ করে না। যতই কেউ বোঝানোর চেষ্টা করুক, তোমরা বলো, না, এটাই ঠিক, এটা তো হতেই হবে, এটা তো করতেই হবে। বাবারও দয়া হয়, কারণ সেই সময় পাপের বশীভূত হও। বাবাকে ভুলে যাও বলেই তো পাপ এসে যায়। আর পাপের বশ হওয়ার কারণে যা তোমরা বলো, যা করো তা' তোমরা নিজেরাই বোঝো না যে আমরা বলছি, আমরা কী করছি ! কারণ বশ্যতা। অতএব, সদা জ্ঞানের স্মরণে থাকো। পাপের উত্তেজনায় এসো না। মাঝে-মাঝে মায়ার এই তরঙ্গ আসে। তোমরা নতুনরা এই বিষয় থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখো। আমার-আমার এই বোধে থেকে না। একটু পুরানো যদি হয়ে যায় তাহলে এই আমার-আমার বোধের মায়া অনেক বেশি আসে। আমার বিচার, বুদ্ধিই আমার নয় তো আমার বিচার কোথা থেকে এলো? সুতরাং বুঝেছ, জমা করার বিধি কী? কার্যে প্রয়োগ করা। সম্যোচিত পদক্ষেপ করো, নিজের ঈশ্বরীয় সংস্কারকেও সময়োপযোগী করো, তবে ব্যর্থ সংস্কার আপনা থেকেই চলে যাবে। ঈশ্বরীয় সংস্কারকে যদি কার্যে প্রয়োগ না করো তবে তা' লকারে থেকে আরও পুরানো কাজ করতে থাকে। অনেকেরই এই অভ্যাস থাকে - ব্যাঙ্কে কিংবা আলমারিতে রাখার। অনেক ভালো কাপড় থাকবে, পয়সা থাকবে, জিনিস থাকবে, কিন্তু তবুও পুরানোই ইউজ করবে। পুরানো বস্তুর প্রতি তাদের ভালোবাসা থাকে আর আলমারির জিনিস আলমারিতেই থেকে যাবে, তারা পুরানো দিয়েই চালিয়ে দেবে। কিন্তু তোমরা এই রকম ক'রো না

- পুরানো সংস্কার ইউজ করবে আর ঈশ্বরীয় সংস্কার বুদ্ধির লকারে রেখে দেবে !

না, কার্যে প্রয়োগ করো, সম্যোপযোগী করো। সুতরাং এই চার্ট রাখো যে, সফল কতটা করেছি ! সম্যোপযোগী করা মানে কার্যে প্রয়োগ করা এবং বৃদ্ধি করা। মন্সা দ্বারা সফল করো, বাণী দ্বারা সফল করো। সম্বন্ধ-সম্পর্ক দ্বারা, কর্ম দ্বারা, নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্গ দ্বারা, নিজের অতি শক্তিশালী বৃত্তি দ্বারা সফল করো। এমন ভেবো না যে, আমার বৃত্তি তো সবসময় ভালোই থাকে। কিন্তু তা' কতটা সফল হতে দিয়েছ ? আমার সংস্কার তো শান্তই কিন্তু সফল কতটা করেছ? কার্যে প্রয়োগ করেছ? সুতরাং এই বিধি গ্রহণ করলে সম্পূর্ণতার সিদ্ধি সহজভাবে অনুভব করতে থাকবে। সম্যোপযোগী করাই সফলতার চাবি। বুঝেছ, কি করতে হবে? শুধু নিজের মধ্যেই খুশি হতে থেকে না - আমি খুব ভালো, গুণবান, আমি খুব ভালো ভাষণ করতে পারি, আমি খুব ভালো, আমি স্ত্রানী, আমার যোগও খুব ভালো। কিন্তু ভালো যখন ইউজ তো করো। সেই সব সফল করো। সহজ বিধি হলো - কার্যে প্রয়োগ করো আর বাড়াও। বিনা পরিশ্রমে বৃদ্ধি হতে থাকবে, তারপরে ২১ জন্ম সুখ-প্রসন্নতার সাথে তা' ব্যবহার করবে। ওখানে পরিশ্রম করতে হবে না।

বিশাল সম্মেলন (ওম্ শান্তি ভবনের হল্ একদম পুরোপুরি ভরে গেছে, সেইজন্য কিছুজনকে নীচে মেডিটেশন হল্ এবং হিস্ট্রি হলে বসতে হয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে হল্ ছোট হয়েছে।) শান্ত্রে তোমাদের স্মারকচিহ্নের যে গায়ন রয়েছে, প্রথমে গ্লাসে জল রাখা হয়েছে, তারপরে তা' থেকে ঘড়ায় রাখা হয়েছে, তার পরে ঘড়া থেকে পুকুরে, পুকুর থেকে নদীতে। শেষমেশ কোথায় গেল ? সাগরে। তো এই সম্মেলন প্রথমে হিস্ট্রি হলে হয়েছিল, তারপরে মেডিটেশন হলে, এখন ওম্ শান্তি ভবনে হচ্ছে। এরপরে কোথায় হতে চলেছে? যেমনই হোক, তার মানে এই নয় যে সাকার মিলন ব্যতীত অব্যক্ত মিলন উদযাপন করতে পারবে না। অব্যক্ত মিলন উদযাপনের অভ্যাস সময় অনুসারে বৃদ্ধি হওয়ারই আছে আর বৃদ্ধি হতেই হবে। এটা তো দাদিরা কৃপালু হয়ে তোমরা সব নতুনদের প্রতি বিশেষ কৃপা করেছেন। কিন্তু অব্যক্ত অনুভবকে বাড়ানো - এটাই সময়তে কাজে আসবে। দেখ, নতুন-নতুন বাচ্চাদের জন্যই বাপদাদা সাকারে মিলনের এই বিশেষ পার্ট এখনো পর্যন্ত প্লে করছেন। কিন্তু সেটাও কত সময় চলবে?

সবাই তোমরা রাজিখুশী, সন্তুষ্ট? বাইরে থেকেও তোমরা সন্তুষ্ট? ড্রামাতে এটাও পার্ট। কেননা, তোমরা বলা সমগ্র আবু আমাদের হবে, তাহলে তা' কীভাবে হবে? প্রথমে তোমরা চরণ তো রাখো। তারপরে এখন যে স্থানকে ধর্মশালা বলা হয় তা' তোমাদের হয়ে যাবে। দেখ, বিদেশে ইতিমধ্যেই এই রকম হতে চলেছে। চার্ট যেগুলো বেশি চলে না সেগুলো বি. কে.দের দিয়ে দিয়েছে। এই রকম বড়-বড়ো স্থান যা লোকে চালাতে অপারগ তারা অফার করেছে তো না ! সব জায়গায়-জায়গায় ব্রাহ্মণদের চরণ পড়ছে, এতেও রহস্য আছে। তাইতো ড্রামাতে ব্রাহ্মণের থাকার পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং তখন কী করবে যখন সমগ্র আবুই তোমাদের হয়ে যাবে? তারা নিজেরাই তোমাদের অফার করে বলবে তোমরাই এটা দেখাশোনা করো। আমাদেরও দেখভাল করো, আর অশ্রমও দেখভাল করো। যে সময় যে পার্ট প্রাপ্ত হয়, তাতে সম্মত হয়ে পার্ট প্লে করো। আচ্ছা।

চারিদিকের চাত্রক আত্মাদের, যারা মিলন উদযাপন করে, জ্ঞান রত্ন ধারণ করে আকার রূপে বা সাকার রূপে মিলন মেলা উদযাপনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা সমুদয় রত্ন-ভান্ডার সফল করে সফলতাস্বরূপ হওয়া আত্মাদের, সদা আমার বাবা এবং সীমাবদ্ধতার কোনও আশ্রয়ভাবের লেশমাত্র যাদের থাকে না, এই রকম অসীমের বৈরাগী আত্মাদের সদা বিধি দ্বারা সব সময় সম্পূর্ণতার সিদ্ধি প্রাপ্ত করা বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদিদের সাথে:- সদাসর্বদা কোনও নতুন সীন হওয়া উচিত তো না। ড্রামাতে এটাও নতুন সীন ছিল যা রিপ্টিট হয়েছে। এটা ভেবেছিলে যে, এই হল্ ছোট হবে? সদা এক সীন তো ভালো লাগে না। কখনো কখনো নতুন সীন ভালো লাগে। এও এক জাঁকজমকপূর্ণ রুহানী শোভা তো না ! এই সব আত্মাদের সঙ্কল্প সম্পূর্ণ হওয়ার ছিল, সেইজন্য এই সীন হয়েছে। এখান থেকে তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তোমরা আসতে পারো। তাহলে কী করবে? এখন তো নতুন আরও বৃদ্ধি পাবে, আর পুরানোরা তো পুরানো হয়ে গেছে। যেভাবে উৎসাহের সাথে এসেছে, সেই ভাবে নিজেদেরকে সেট করেছে, সেটা ভালো করেছে। বিশাল তো হওয়ারই আছে। কোনভাবেই কম হওয়ার নয়। যখন বিশ্ব কল্যাণকারীর টাইটেল আছে তখন তো বিশ্বের সামনে এত কিছুই না। বৃদ্ধিও হতে হবে আর বিধিও নতুন থেকে নতুনতর হতে হবে। কিছু না কিছু বিধি তো হতেই থাকা উচিত। এখন বৃত্তি পাওয়ারফুল হবে। তপস্যা দ্বারা যখন তোমাদের বৃত্তি পাওয়ারফুল হবে, তখন আপনা থেকেই তোমাদের বৃত্তি দ্বারা আত্মাদেরও বৃত্তি চেঞ্জ হয়ে যাবে। আচ্ছা, সবাই তোমরা সেবা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাও না তো না ! তোমরা আনন্দের সাথে এখানে আসছ। আচ্ছা।

বরদান:-

শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা আশীর্বাদের স্টক জমা করে চৈতন্য দর্শনীয় মূর্তি ভব
যে কর্মই করো তার জন্য আশীর্বাদ নাও আর আশীর্বাদ দাও। শ্রেষ্ঠ কর্ম করলে সবার আশীর্বাদ আপনা
থেকেই প্রাপ্ত হয়। সবার মুখ থেকে বের হয়, ইনি তো খুব ভালো। বাঃ ! তাঁর কর্মই স্মরণিক হয়ে যায়। যে
কাজই করো, কিন্তু খুশি নাও আর খুশি দাও, আশীর্বাদ দাও। এখন সঙ্গমে যখন আশীর্বাদ নেবে আর দেবে
তখন তোমাদের জড় চিত্র দ্বারাও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে থাকবে এবং বর্তমানেও চৈতন্য দর্শনীয় মূর্ত হয়ে
যাবে।

স্লোগান:-

সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় যদি থাকো তো আলস্য দূর হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পাঠশালা হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার, এখানে পড়ান সত্য বাবা, তিনিই সত্য শিক্ষক আর সঙ্গুরু, তোমাদের এই নিশ্চয়ে দৃঢ় থাকতে হবে"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের কোন বিষয়ে সামান্যতম দুশ্চিন্তা হওয়া উচিত নয় এবং কেন ?

*উত্তর:- চলতে - চলতে কারোর যদি হার্টফেল হয়ে যায়, শরীর ছেড়ে দেয়, তাহলে তোমাদের চিন্তা করা উচিত নয়, কেননা তোমরা জানো যে, প্রত্যেকেই তার নির্দিষ্ট অ্যাক্ট করতে হবে। তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, আল্লা জ্ঞান আর যোগের সংস্কার নিয়ে গেছে, তাই ভারতের আরো ভালো সেবা করবে। এতে চিন্তার কোনো কথা নেই। এ তো এই ড্রামার ভবিতব্য।

*গীত:- তুমিই মাতা....

ওম শান্তি। বাবা বাচ্চাদের বোঝান, বাচ্চারাও জানে যে, বাবা 'বাচ্চা' বলে সম্বোধন করেন, আর এই বাপদাদা দুজনেই কস্মাইন্ড। প্রথমে বাপদাদা, তারপর বাচ্চারা, এ তো নতুন রচনা হলো, আর বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ভক্তিমার্গে আবার এরই গ্রন্থ রচনা করে তাকে গীতা বলে দিয়েছে কিন্তু এই সময় তো গীতার কোনো কথাই নেই। এই শাস্ত্র পরের দিকে বানানো হয়েছে, তাকে বলে দিয়েছে শ্রীমদ্ভগবদগীতা, যা সহজ রাজযোগের পুস্তক। ভক্তিমার্গের পুস্তক পাঠ করলে কোনো লাভ হবে না। তেমনই তখন শিবকে স্মরণ করলে কোনো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। উত্তরাধিকার কেবল এই সঙ্গম যুগেই প্রাপ্ত হতে পারে। বাবা হলেন-ই অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদানকারী, আর তিনি এই উত্তরাধিকার দেবেনও সঙ্গম যুগে। বাবা রাজযোগ শেখান। আর অন্য সন্ন্যাসীরাও যা শেখান, তাঁদের শেখানো আর বাবার শেখানোর মধ্যে রাতদিনের তফাৎ। তাঁদের বুদ্ধিতে গীতা থাকে, আর তাঁরা মনে করেন, কৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছিলেন। ব্যাসদেব তা রচনা করেছিলেন, কিন্তু গীতা, না কৃষ্ণ শুনিয়েছিলেন, না সেই সময় শুনিয়েছিলেন। না কৃষ্ণের সেই রূপ তখন হতে পারে। বাবা সমস্ত কথা পরিস্কার করে বোঝান, আর বলেন, তোমরা এখন বিচার করে দেখো। তাঁর নামই বিখ্যাত। যিনি সত্য বলেন, তিনিই নর থেকে নারায়ণ তৈরী করতে পারেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা নর থেকে নারায়ণে পরিণত হওয়ার জন্য এই পাঠশালা বা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বসেছি। 'শিববাবা' এই শব্দ কত সুন্দর। বরাবর বাবা আর দাদা অবশ্যই আছেন। তোমরা এই নিশ্চয় নিয়েই এসেছো। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বুলিয়ে বলেন আর তিনি বোঝাচ্ছেন যে, আমি তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছি। এমন নয় যে, তোমরা ত্রিলোকীনাথ হও। তা নয়, তোমরা নাথ তো হও, কিন্তু কেবল শিবপুরীর। তাকে লোক বলা হবে না। লোক মনুষ্য সৃষ্টিকে বলা হয়। মনুষ্য লোক হলো চৈতন্য লোক আর সেটা হলো নিরাকারী লোক। তিনি তোমাদের কেবল ত্রিলোকের নলেজ শোনান, এই ত্রিলোকের নাথ বানান না। তোমরা তিন লোকের জ্ঞান প্রাপ্ত করো, তাই তোমাদের ত্রিকালদর্শী বলা হয়। লক্ষ্মী - নারায়ণকেও ত্রিলোকীনাথ বলা হবে না। বিষ্ণুকেও ত্রিলোকীনাথ বলা হবে না। তাঁর তো তিন লোকের জ্ঞানই নেই। লক্ষ্মী - নারায়ণ, যাঁরা ছোটবেলায় রাধা - কৃষ্ণ ছিলেন, তাঁদের ত্রিলোকের কোনো জ্ঞান নেই। তোমাদেরই ত্রিকালদর্শী হতে হবে। এই জ্ঞান ধারণ করতে হবে। বাকি কৃষ্ণের জন্য বলে দেয় -- তিনি ত্রিলোকীনাথ ছিলেন, কিন্তু তা নয়। তিন লোকের নাথ তো তাঁকে বলা হবে, যিনি তিন লোকের রাজত্ব করবেন। কৃষ্ণ তো কেবল বৈকুণ্ঠনাথ হন, সত্যযুগকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়। ত্রৈতাকে বৈকুণ্ঠ বলা হবে না। আমরাও এই লোকের নাথ হবো না। বাবাও কেবল ব্রহ্ম মহত্বের নাথ। ব্রহ্মাও, যেখানে আমরা আত্মারা ডিমের আকারে থাকি, তাঁরই মালিক। ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর সৃষ্টিবতনে থাকেন, তাহলে তাঁদের সেখানকার নাথ বলা হবে। তোমরা বৈকুণ্ঠের নাথ হও। সে হলো সৃষ্টিবতনের কথা, আর ও হলো মূলবতনের কথা। তোমরাই কেবল ত্রিকালদর্শী হতে পারো। তোমাদের তৃতীয় নেত্র খুলে গেছে। দেখানোও হয়, ক্রকুটির অন্দরে তৃতীয় নেত্র, তাই ত্রিনেত্রী বলা হয়। এই নিদর্শন কিন্তু দেবতাদের দেওয়া হয়, কেননা তোমাদের যখন কর্মজীবিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তোমরা ত্রিনেত্রী হও, সে তো এই সময়ের কথা। বাকি, ওরা তো কোনো জ্ঞানের শঙ্খ বাজায় না। ওরা আবার স্কুল শঙ্খের কথা লিখে দিয়েছে। এ হলো মুখের কথা। তোমরা এখানে জ্ঞান শঙ্খ বাজাও। তোমরা জ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করছো। বড় ইউনিভার্সিটিতে যেমন জ্ঞান গ্রহণ করে। এ হলো পতিত পাবন গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। তোমরা কতো বড় ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট। এর সাথে সাথে তোমরা এও জানো যে, আমাদের বাবা, বাবাও আবার টিচার, সদগুরুও। তিনিই সবকিছু। এই মাতাপিতা সব পরিস্থিতিতেই সুখ দান করেন, তাই বলে থাকে, তুমিই মাতা-পিতা....। ইনি হলেন স্যাকারিন, খুবই মিষ্টি। দেবতাদের মতো মধুর কেউই কখনো হতে পারবেন না। বাচ্চারা জানে যে, ভারত খুবই সুখী, এভারহেলদি, এভারওয়েলদি ছিলো।

সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলো। বলাও হয় নিষ্পাপ ভারত। এখন তো তা বলা হবে না। এখন তো পাপের দুনিয়া, পতিত বলা হবে। বাবা কতো সহজ করে বুঝিয়ে বলছেন। তোমরা বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে জেনে যাও। বাবা তোমাদের কতো মিষ্টি তৈরী করেন। তোমরাও অনুভব করো যে, আমাদের শ্রীমৎ অনুযায়ী পড়তে এবং পড়াতে হবে। এই হলো কাজ। বাকি কর্মভোগ তো জন্ম - জন্মান্তরের অনেকই আছে। মনে করো, কেউ যদি অসুস্থ হয়, কাল যদি হার্টফেল করে তাহলে বোঝা যায়, এ হলো ডামার ভবিতব্য। তাকে সম্ভবতঃ অন্য কোথাও পার্ট প্লে করতে হবে, তাই দুঃখের কোনো কারণ থাকে না। এই ডামা হলো অটল। তাকে অন্য পার্ট প্লে করতে হবে, এতে চিন্তার কি আছে। সে ভারতের আরো ভালো সেবা করবে, কেননা সংস্কারই এমন নিয়ে যায়, সকলের কল্যাণের সংস্কার। তাই খুশী হওয়া উচিত, তাই না। বাবা বোঝাতে থাকেন - মা মারা গেলে হালুয়া খাও... (জ্ঞানের হালুয়া) এ'কথা বোঝার মতো বুদ্ধি চাই। তোমরা জানো যে, আমরা হলাম অভিনেতা। প্রত্যেকেই তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। এসব ডামাতেই লিপিবদ্ধ আছে। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য দেহে ভূমিকা পালন করতে হবে। এখান থেকে যে সংস্কার নিয়ে যাবে, ওখানে গুপ্ত রূপে সেই সেবাই করবে। আত্মার মধ্যে তো সংস্কারই থাকে, তাই না। যে সেবা পরায়ণ বাচ্চারা মুখ্য, সম্মানও তাদের অনেক। ভারতের কল্যাণকারী বাচ্চারা, তোমরাই। বাকি আর সবাই অকল্যাণই করে। তারা পতিত করে দেয়। মনে করো, কোনও প্রথম সারির সল্যাসীর মৃত্যু হলো, সে এমনভাবে বসে যায় আর বলে, আমি এই দেহ ত্যাগ করে ব্রহ্মে গিয়ে লীন হয়ে যাবো। তাই তিনি গিয়ে কারোর কল্যাণ করতে পারেন না, কারণ তিনি তো কল্যাণকারী বাবার সন্তানই হতে পারেন না। তোমরা হলে কল্যাণকারী বাবার সন্তান। তোমরা কারোর অকল্যাণ করতে পারো না। তোমরা তো কল্যাণের কারণেই যাবে। এ হলো পতিত দুনিয়া। বাবার নির্দেশ জারি হয়েছে যে, এই ভোগবলের রচনা আর চাই না। এ হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা কাম কাটারির দ্বারা একে অপরকে দুঃখ দিয়ে এসেছো। এ হলো রাবণের পাঁচ ভূত, যা তোমাদের দুঃখ দেয়। এ হলো তোমাদের সবথেকে বড় শত্রু। বাকি কোনো সোনার লক্ষা ইত্যাদি ছিলো না। এই সব কথা বসে বানানো হয়েছে। বাবা বলেন, এ তো হলো অসীম জগতের কথা। সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টি এখন রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ম্যাগজিনেও সুন্দর চিত্র বের হয়েছে - সবাই রাবণের খাঁচায় আটকে আছে, সকলেই শোক বাটিকাতে আছে। অশোক বাটিকা তো নেই। অশোকা হোটেল নয়, এ তো সব শোকের হোটেল, খুবই দুর্গন্ধ ছড়ায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, কে স্বচ্ছ, আর কে আবর্জনা যুক্ত। তোমরা এখন ফুলে পরিণত হচ্ছে।

বাচ্চারা তোমরা জেনেছ আত্মার রেকর্ডে কত বড় পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। এটা বড়ই চমৎকার বিষয়। এতো ছোট আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। বলেও থাকে আমরা পতিত তমোপ্রধান হয়ে গেছি। এখন শেষের পর্যায়ে রক্তের এই খেলা। একটা বোম্বাটেই কত অসংখ্য মরে যায়। তোমরা জানো এখন এই পুরানো দুনিয়া আর থাকবে না। এটা পুরানো শরীর আর পুরানো দুনিয়া। আমাদের নতুন দুনিয়াতে নতুন শরীর পেতে হবে সেইজন্যই পুরুষার্থ করছি শ্রীমত অনুসারে। নিশ্চয়ই এইসব বাচ্চারা ওঁনার সহযোগী হবে। শ্রী শ্রীর শ্রীমতে চলে আমরা শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ হই। ভাইস প্রেসিডেন্টকে তো আর প্রেসিডেন্ট বলা যায় না। এটা তো হতেই পারে না। পাথর-নুড়িতে ভগবান অবতার কীভাবে হবেন। ওঁনার জন্য গাওয়াও হয়ে থাকে যদা যদাহি যখন সবকিছুই সম্পূর্ণ রূপে পতিত হয়ে যায়, কলিযুগের অন্তিম সময় এগিয়ে আসে তখনই আমাকে আসতে হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো। বাবা জিজ্ঞেস করেন - বাবার স্মরণ কি থাকে? বাচ্চারা বলে পদে-পদে ভুলে যাই। কেন? লৌকিক বাবাকে তো কখনো ভুলে যাও না। এই বিষয় সম্পূর্ণ রূপে নতুন। বাবা নিরাকার বিন্দু। এই অভ্যাস নেই। বলা হয় না যে - না কখনও এমনটা শুনেছি, না ওঁনাকে এইভাবে স্মরণ করেছি! দেবতাদেরও এই জ্ঞান থাকে না। এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। ওদের স্বদর্শন চক্রধারীও বলা হয় না। যদিও বলে বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। প্রবৃত্তি মার্গের জন্য দুই রূপ দেখানো হয়। ব্রহ্মা সরস্বতী, শঙ্কর পার্বতী, এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ। উচ্চ থেকে উচ্চতম একজনই, তারপর ক্রমানুসারে সেকেন্ড, থার্ড...এখন বাবা বলেন বাচ্চারা দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ছেড়ে, নিজেকে আত্মা মনে করো। আমি আত্মা বাবার সন্তান। আমি সল্যাসী নই। বাবাকে স্মরণ করো, এই দেহের ধর্মকে ভুলে যাও। খুবই সহজ ব্যাপার। এখন বাবার সাথে বসে আছে। বাবা ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা বলে থাকেন। বাপদাদা দুজনেই কস্মাইন্ড (একট্রে)। যেমন দুইজন বাচ্চা (যমজ) একসাথে জন্ম নিয়ে থাকে, এখানেও ঠিক সেরকমই দুই জনের পার্ট একসাথে চলছে। বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন অন্তিমে যেমন মতি থাকবে তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে। যখন শরীর ছাড়ে, ঐ সময় বুদ্ধি কোথাও চলে গেলে সেখানেই জন্ম নিতে হবে। শেষ সময়ে পতির মুখ দেখলে বুদ্ধি সেদিকেই চলে যায়। শেষ সময়ে যে যেমন স্মৃতিতে থাকবে, সেই সময়ের প্রভাবই বেশি পড়ে। যদি ঐ সময় স্মৃতি থাকে যে কৃষ্ণের মতো হবো, তবে তো কিছুই বলার নেই। খুব সুন্দর সন্তান হয়ে জন্ম গ্রহণ করবে। এখন তো অন্তিম সময় একটা বিষয়েই একাগ্র হওয়া উচিত তাইনা। এই সময় তোমরা কি করছ! তোমরা জানো আমরা শিববাবাকে স্মরণ করি। সবার সাক্ষাৎকার তো হয়ই। মুকুটধারী তো কৃষ্ণও আছে, রাধাও আছে। প্রিন্স-প্রিন্সেস

তো হবে কিন্তু কবে ? সত্যযুগে না ত্রেতা যুগে ? সেটাও পুরুষার্থের উপরে নির্ভর করে। যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। তোমরা বলো আমরা তো ২১ জন্মের জন্য রাজস্ব নেবো। মাম্মা বাবা নেন তবে আমরা কেন তাদের ফলো করব না। নলেজ ধারণ করে অন্যদেরও ধারণ করাতে হবে, এইভাবে সার্ভিস করলে তবেই প্রালব্ধ পাওয়া যাবে। স্কুলে যে যথার্থ রীতিতে পুরুষার্থ করে না সে কম নম্বর পেয়ে থাকে। তোমরা এখন ৫ বিকার রূপী মায়া রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে থাকো। তোমাদের যুদ্ধ হল অহিংসার। যদি রামকে প্রতীক দিয়ে না দেখানো হয় তবে সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় কীভাবে বলবে। সুতরাং বাবা বলেন তোমরা যত পুরুষার্থ করবে ততই অস্তিম কালে যেমন মতি তেমন গতি হবে। দেহের চেতনাও যাতে না থাকে, সবাইকে ভুলতে হবে। বাবা বলেন তোমরা নগ্ন (অশরীরী) হয়ে এসেছিলে এইভাবেই নগ্ন হয়ে যেতে হবে। তোমরা এতো ছোট বিন্দু এই কান দ্বারা শোন, মুখ দ্বারা বলো। আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করি। এখন আমরা আত্মারা ঘরে ফিরে যাচ্ছি। বাবা আমাদের অলঙ্কৃত করছেন, যাতে মানুষ থেকে দেবতা হয়ে উঠি। তোমরা জানো শিববাবাকে স্মরণ করলে আমরা এমন হতে পারি। গীতাতেও আছে আমাকে স্মরণ করলে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করলে তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে। কত সহজ ব্যাপার। তোমরা বুঝে - পূর্বের মতোই আমরা কল্পে-কল্পে তোমার কাছে ব্রহ্মা দ্বারা উত্তরাধিকার পেয়ে থাকি। গাওয়া হয় না - ব্রহ্মা দ্বারা দেবতা ধর্মের স্থাপনা ? অসফল হলে ত্রেতায় ক্ষত্রিয় ধর্মে চলে যাবে। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়...এই তিন ধর্মের স্থাপনা হয়। সত্যযুগে আর কোনো ধর্ম থাকে না, পরে অন্যান্য ধর্ম আসে। ঐ ধর্মের সাথে আমাদের কোনো কানেকশন নেই। ভারতবাসীরা ভুলে গেছে যে আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। এটাও ড্রামার পার্ট যা এভাবেই তৈরি হয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শ্রীমত অনুসারে পড়াশোনা করা আর করানোর সেবা করতে হবে। ড্রামার ভবিষ্যতের প্রতি অটল থাকতে হবে। কোনো ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত নয়।

২) শেষ সময়ে এক বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে, সেইজন্যই এই দেহকে ভুলে যাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। অশরীরী হতে হবে।

বরদান:- মন-বুদ্ধির দ্বারা কোনো রকমের মন্দকে টাচ না করে সম্পূর্ণ বৈষ্ণব এবং সফল তপস্বী ভব পবিত্রতার পারসোনালিটি এবং রয়্যালটির যারা, তারা মন-বুদ্ধির দ্বারা কোনো রকমের মন্দকে টাচ করতে পারে না। যেমন ব্রাহ্মণ জীবনে শারীরিক আকর্ষণ বা শারীরিক টাচিং হল অপবিত্রতা, তেমনই মন-বুদ্ধিতে কোনো বিকারের সংকল্প মাত্রও আকর্ষণ বা টাচিং হল অপবিত্রতা। সুতরাং কোনো রকম মন্দকে সংকল্পেও টাচ না করা - এটাই হল সম্পূর্ণ বৈষ্ণব বা সফল তপস্বীর চিহ্ন।

স্লোগান:- মনের বিভ্রান্তিকে সমাপ্ত করে বর্তমান আর ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ২১ জন্মের পূর্ণ প্রালব্ধ প্রাপ্ত করার জন্য বাবার কাছে সম্পূর্ণ বলি চড়া, অসম্পূর্ণ নয়, বলি চড়া অর্থাৎ বাবার হয়ে যাওয়া"

*প্রশ্নঃ - কোন্ গুপ্ত বিষয়কে বোঝার জন্য অসীম জগতের বুদ্ধির প্রয়োজন ?

*উত্তরঃ - এ হলো অসীম জগতের বানানো ড্রামা, যা অতীত হয়ে গেছে, তাই ড্রামা । এখন এই ড্রামা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আমরা ঘরে ফিরে যাবো, তারপর আবার নতুন ভাবে পার্ট শুরু হবে, এই গুহ্য বিষয় বোঝার জন্য অসীম জাগতিক বুদ্ধির প্রয়োজন । অসীম জগতের রচনার জ্ঞান অসীম জগতের পিতাই প্রদান করেন ।

*প্রশ্নঃ - মানুষ কোন্ বিষয়ে হয় - হয় করে কাল্পনিক করে, আর তোমরা বাচ্চারা খুশী হও ?

*উত্তরঃ - অজ্ঞানী মানুষ সামান্য অসুস্থতাতেও কাল্পনিক করে, তোমরা বাচ্চারা কিন্তু খুশী হও, কেননা তোমরা বুঝতে পারো, এও তোমাদের পুরানো হিসেব - নিকেশ পরিশোধ হচ্ছে ।

*গীতঃ- তুমি রাত ঘুমিয়ে কাটালে ঘুমিয়ে, দিন কাটালে খেয়ে, অমূল্য এ জীবন বৃথা চলে যায়...

ওম শান্তি । বাস্তবে ওম্ শান্তি বলারও প্রয়োজন নেই, কিন্তু কোনো না কোনো বাচ্চাকে বোঝাতেই হয়, পরিচয় দিতেই হয় । আজকাল অনেকেই আছে, যারা 'ওম্ শান্তি - ওম্ শান্তি' জপতেই থাকে । অর্থ তো বোঝেই না । 'ওম্ শান্তি', অর্থাৎ আমি আল্লার স্বধর্ম শান্ত । এ তো ঠিক আছে, আবার 'ওম্ শিবোহম্'ও বলে দিয়েছে, এ কিন্তু ভুল হয়ে গেলো । বাস্তবে এই গীত ইত্যাদিরও কোনো প্রয়োজন নেই । দুনিয়াতে আজকাল কানরস (বাইরের জগতের নানান চর্চা) অনেকেই আছে । এই সব কানরসে লাভ কিছুই নেই । মনরস তো এখনই আসে এই এক বিষয়ের । বাবা বাচ্চাদের সম্মুখে বসে বোঝান, তিনি বলেন, তোমরা তো অনেক ভক্তি করেছো, এখন ভক্তির রাত সম্পূর্ণ হয়ে প্রভাত হচ্ছে । প্রভাতের অনেক গুরুত্ব । এই প্রভাতের সময়ই বাবাকে স্মরণ করতে হবে । প্রভাতের সময় ভক্তিও অনেক করা হয় । মানুষ মালাও জপ করে । এ সবই ভক্তিমাগের নিয়ম চলে আসছে । বাবা বলেন - বাচ্চারা, এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে আসছে, আবার এই চক্র রিপিট হবে । ওখানে তো ভক্তির কোনো প্রয়োজন নেই । মানুষ নিজেই বলে, ভক্তির পরেই ভগবানকে পাওয়া যায় । তারা ভগবানকে স্মরণ করে, কারণ তারা দুঃখী । যখন কোনো বিপদ উপস্থিত হয় বা অসুস্থতা আসে, তখনই ভগবানকে স্মরণ করে, ভক্তরাই ভগবানকে স্মরণ করে । সত্যযুগ, ত্রেতাতে ভক্তি থাকে না । নাহলে সম্পূর্ণ ভক্তি অর্চনা হয়ে যাবে । ভক্তি, জ্ঞান এবং তারপরে আসে বৈরাগ্য । ভক্তির পরে দিন আসে । নতুন দুনিয়াকে দিন বলা হয় । ভক্তি, জ্ঞান আর বৈরাগ্য, এই অক্ষরই ঠিক । বৈরাগ্য কিসের ? পুরানো দুনিয়া, পুরানো সম্বন্ধ ইত্যাদি থেকে বৈরাগ্য । মানুষ চায়, আমরা মুক্তিধামে বাবার কাছে যাবো । ভক্তির পরে আমরা অবশ্যই ভগবানকে পাবো । ভক্তরাই ভগবান বাবাকে পায় । ভক্তদের সঙ্গতি দান করা ভগবানেরই কাজ । তোমাদের আর কিছুই করতে হবে না, কেবল বাবাকে চিনতে হবে । বাবা হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড়ের বীজ, একে উল্টো ঝাড় বলা হয় । বীজ থেকে কীভাবে গাছ নির্গত হয়, এ তো বড় সহজ । তোমরা এখন জানো যে - এই বেদ শাস্ত্র, গ্রন্থ ইত্যাদি পাঠ করা, জপ - তপ করা, এ সবই হলো ভক্তিমাগ । ভগবানকে পাওয়ার এ কোনো প্রকৃত মাগ নয় । প্রকৃত মাগ তো ভগবানই দেখান - মুক্তি এবং জীবনমুক্তির । তোমরা জানো যে, এই ড্রামা এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । যা অতীত হয়ে গেছে, সে সবই ড্রামা । একথা বোঝার জন্য অনেক বড় অসীম জাগতিক বুদ্ধির প্রয়োজন । অসীম জগতের মালিকই এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের অর্থাৎ অসীম জগতের জ্ঞান প্রদান করেন । তাঁকে বলা হয় জ্ঞানেশ্বর, রচয়িতা । জ্ঞানেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে জ্ঞান থাকে, একে বলা হয় রূহানী আধ্যাত্মিক জ্ঞান । গড ফাদারলি নলেজ । তোমরাও গড ফাদারলি স্টুডেন্ট হয়েছো । বরাবর ভগবান উবাচঃ হলো - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, তাহলে ভগবান টিচারও হলেন । তোমরা যেমন স্টুডেন্টও আবার বাচ্চাও । বাচ্চারা ঠাকুরদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে । এ তো বড় সহজ কথা । বাচ্চা যদি উপযুক্ত না হয়, তখন বাবা পদাঘাত করে বের করে দেন, যারা কাজকারবারে খুব ভালো সাহায্য করে, তারাই ভাগ পায় । তাই বাচ্চারা, তোমরাই ঠাকুরদাদার সম্পদের অধিকারী । তিনি হলেন নিরাকার । বাচ্চারা জানে যে, আমরা আমাদের ঠাকুরদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি । তিনিই স্বর্গের স্থাপনা করেন । তিনি নলেজফুল । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে পতিত পাবন বলা হবে না । তাঁরা তো হলেন দেবতা । তাঁদের সদগতিদাতাও বলা যাবে না । সদগতিদাতা হলেন এক । স্মরণও সবাই একজনকেই করে । বাবাকে না জানার কারণে বলে দেয় যে, সকলের মধ্যেই পরমাত্মা আছেন । কারোর যদি সাক্ষাৎকার হয়ে যায়, তাহলে মনে করে যে, হনুমান দর্শন করিয়েছেন । মনে করে, ভগবান তো সর্বব্যাপী । কোনো জিনিসের প্রতি যদি ভাবনা থাকে তাহলে সাক্ষাৎকারও

হয়ে যায়। এখানে তো হল পঠন-পাঠনের কথা। বাবা বলেন, আমি এসে বাচ্চাদের পড়াই। তোমরা দেখাও থাকো যে তিনি কীভাবে পড়ান, যেমন অন্য টিচাররা সাধারণ রীতিতে পড়ান। ব্যারিস্টার হলে, তিনি তার মতন ব্যারিস্টার তৈরী করবেন। এ তো তোমরাই জানো যে, এই ভারতকে স্বর্গ কে বানিয়েছিলেন? আর ভারতে থাকা সূর্যবংশী দেবী - দেবতার কোথা থেকে এসেছেন? মানুষ কিছুই জানে না। এখন হলো সঙ্গম। তোমরা এই সঙ্গমে দাঁড়িয়ে আছো, অন্যরা কেউই সঙ্গমে নেই। এই সঙ্গমের মেলা দেখা কেমন। বাচ্চারা বাবার সঙ্গে মিলিত হতে এসেছে। এই মেলা হলো কল্যাণকারী। বাকি আর যা কুস্তি ইত্যাদির মেলা হয়, তার থেকে কিছুই প্রাপ্তি হয় না। প্রকৃত কুস্তির মেলা বলা হয় এই সঙ্গমকে। এমন গাওয়াও হয় যে, আত্মা - পরমাত্মা পৃথক আছে বহুকাল, তাই সুন্দর এক মেলার আয়োজন করে দিয়েছে। এই সময় কতো সুন্দর। এই সঙ্গমের সময় কতো কল্যাণকারী, কেননা এই সময়ই সকলের কল্যাণ হয়। বাবা এসে সবাইকে পড়ান, তিনি হলেন নিরাকার, স্টার। বোঝানোর জন্য লিঙ্গ রূপ দেখানো হয়েছে। বিন্দু রাখলে কেউই কিছু বুঝতে পারবে না। তোমরা বোঝাতে পারো যে, আত্মা হলো এক স্টারের মতো। বাবাও স্টার। আত্মা যেমন, তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা। কিছুই তফাৎ নেই। তোমাদের আত্মারা নম্বরের ক্রমানুসারে আছে। কারোর বুদ্ধিতে কিছু নলেজ আছে, আবার কারোর বুদ্ধিতে কম কিছু। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা আত্মারা কিভাবে ৮৪ জন্ম ভোগ করি। প্রত্যেককেই তার হিসেব - নিকেশ ভোগ করতেই হবে। কেউ অসুস্থ হয়, তার হিসাবও এইভাবে শোধ করতে হবে। এমন নয় যে, ঈশ্বরীয় সন্তান কেন এমন ভোগ করবে! বাবা বুঝিয়েছেন যে - বাচ্চারা, জন্ম - জন্মান্তরের পাপ জমা আছে। যদিও কুমারী হয়, কুমারীর দ্বারা কি পাপ হবে? কিন্তু এ তো অনেক জন্মের হিসেব - নিকেশ শোধ হবে, তাই না। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই জন্মের পাপও যদি না শোনাও, তাহলে তা অন্দরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বলে দিলে তা আর বৃদ্ধি হবে না। ভারত সবথেকে এক নম্বর পবিত্র ছিলো, এখন ভারত সবথেকে পতিত। তাই তাদের পরিশ্রমও বেশী করতে হয়। যারা বেশী সেবা করে, তারা বুঝতে পারে যে আমরা উঁচু নম্বরে যাবো। কিছু হিসেব - নিকেশ থেকে গেলে অবশ্যই তা ভোগ করতে হবে। সেই ভোগও খুশীর সঙ্গেই করে। অঙ্কণী মানুষের যদি কিছু হয়, তাহলে একদম হয় - হয় করে কান্নাকাটি করে। এখানে তো খুশীর সঙ্গে ভোগ করতে হবে। আমরাই পাবন ছিলাম, আবার আমরাই সবথেকে পতিত হয়ে যাই। অভিনয় করার জন্য আমরা এমন দেহ রূপী বস্ত্র প্রাপ্ত করেছি। এখন আমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে, আমরাই সবথেকে বেশী পতিত হয়ে গেছি। তাই আমাদের খুব পরিশ্রম করতে হবে। তোমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যে, অমকের এমন অসুখ কেন হলো! আরে দেখো, কৃষ্ণের নামেরও এমন গায়ন আছে - শ্যামলা, গোরা। যারা চিত্র বানায় তারা তো বুঝতেই পারে না। ওরা তো রাধাকে গৌর বর্ণের আর কৃষ্ণকে কালো দেখিয়ে দেয়। মনে করে যেহেতু রাধা কুমারী, তাই তার মান রাখে। তারা মনে করে, রাধা কীভাবে কালো হবে? এই কথা তোমরা এখন বুঝতে পারো। যারা দেবতা কুলের ছিলো তারাই এখন নিজেদের হিন্দু ধর্মের মনে করছে।

তোমরা শ্রীমতে চলে নিজের কুলকে উদ্ধার করো। সম্পূর্ণ কুলকে পবিত্র বানাতে হবে, তাদের উদ্ধার করে উপরে নিয়ে আসতে হবে। তোমরাই তো উদ্ধারকারী সেনা, তাই না। বাবাই তোমাদের দুর্গতি থেকে উদ্ধার করে সদগতি দান করেন, তিনিই ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টর - এমন গায়ন আছে। কিভাবে অ্যাক্টর হলেন, পতিত পাবন বাবা এসে এই পতিত দুনিয়াতে সবাইকে পবিত্র বানান, তাহলে মুখ্য হলেন, তাই না। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে কেউ করনকরাবনহার বলবে না। তোমরা এখন অনুভবের দ্বারা বলতে পারো - বাবা যাকে করনকরাবনহার বলেন, তিনিই এই সময় তাঁর পাট প্লে করছেন। তিনি এই সঙ্গমেই পাট প্লে করেন, কেউই তাঁকে জানে না। মানুষ ১৬ কলা থেকে নীচে নামতে থাকে। ধীরে ধীরে কলা কম হয়ে যায়। প্রতি জন্মে কিছু না কিছু কলা কম হতে থাকে। সত্যযুগে ৮ জন্মগ্রহণ করতে হয়। এক - এক জন্মে ড্রামা অনুসারে কিছু না কিছু কলা কম হতে থাকে। এখন আবার হলো উত্তরণের কলা। যখন সম্পূর্ণ উত্তরণ করবে তখন আবার ধীরে ধীরে নামতে থাকবে। বাচ্চারা জানে যে, এখন এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। রাজধানীতে তো সব প্রকারের প্রজা প্রয়োজন। যে খুব ভালোভাবে শ্রীমতে চলে, সে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে, তাও যখন জিন্বেস করবে, তখন না বলবেন! বাবাকে যখন নিজের পোতামেল (দৈনিক চার্চ) দেবে, তখনই বাবা রায় দিতে পারবেন। এমন নয় যে, বাবা সবকিছুই জানেন। তিনি তো সম্পূর্ণ দুনিয়ার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন। এক - একজনের মনের মধ্যে বসে তো আর জানতে পারবেন না। তিনি হলেন নলেজফুল। বাবা বলেন, আমি আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানি, তাই তো বলতে পারি যে, তোমরা এমন - এমনভাবে নেমে যাও। তারপর আবার এমনভাবে উঠতে থাকো। এই পাট হলো ভারতেরই। ভক্তি তো সবাই করে। যে সবথেকে বেশী ভক্তি করে, তার তো আগে সঙ্গতি প্রাপ্ত করা উচিত। তিনি পূজ্য ছিলেন, আবার তিনিই ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছেন। ভক্তিও তিনি নম্বরের ক্রমানুসারেই করেছেন। যদিও তোমরা এই সময় জন্ম পেয়েছো, তবুও তো গত জন্মের পাপ জমা আছে, তাই না। তা দূর হয় স্মরণের শক্তিতে। এই স্মরণই হলো কঠিন। তোমাদের জন্য বাবা বলেন যে - তোমরা স্মরণে বসো, তাহলে তোমরা নিরোগী হতে পারবে। বাবার থেকে সুখ, শান্তি,

পবিত্রতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। নিরোগী কায়া আর দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয় কেবলমাত্র স্মরণের দ্বারা। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা ত্রিকালদর্শী হও। ত্রিকালদর্শীর অর্থও কেউ জানে না। ঋদ্ধি - সিদ্ধি যারা করে, তারাও অনেকই আছে। এখানে বসেও লগুনের পার্লামেন্ট ইত্যাদি দেখতে থাকবে কিন্তু এই ঋদ্ধি - সিদ্ধিতে কিছুই লাভ নেই। দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দর্শনও হয়, এই নয়নের দ্বারা কিন্তু নয়। এই সময় সকলেই কালো হয়ে গেছে। তোমরা বলি চড়ে অর্থাৎ বাবার হয়ে যাও। বাবাও সম্পূর্ণ বলি চড়েছিলেন, যে অসম্পূর্ণ বলি চড়ে, তার প্রাপ্তিও অর্ধেকই হয়। বাবাও তো বলি চড়েছিলেন, তাই না। যা কিছুই তার ছিলো সবই সমর্পণ করে দিয়েছেন। এতো এতো সংখ্যায় যে বলি চড়ে, তারা ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্তি লাভ করে, এখানে জীবঘাতের কোনো কথাই নেই। জীবঘাত যারা করে, তাদের মহাপাপী বলা হয়। আত্মা নিজের শরীরকে আঘাত করলো, এ তো কোনো ভালো কথা নয়। মানুষ অন্যের গলা কাটে বা নিজের গলা কাটে, তাই তাদের জীবঘাতী, মহাপাপী বলা হয়।

বাবা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। তোমরা জানো যে, বাবা কল্পে - কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে এই কুস্তুর মেলায় আসেন। ইনি হলেন সেই মাতা - পিতা। মানুষ বলে, বাবা আপনিই আমার সবকিছু। বাবা বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা আত্মারা হলে আমার। তোমরা জানো যে, শিব বাবা পূর্ব কল্পের মতো আবার এসেছেন। যিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁকেই আবার সাজাচ্ছেন। তোমাদের আত্মা জানে যে, বাবা হলেন নলেজফুল, তিনিই পতিত - পাবন। তিনিই এখন তোমাদের এই সম্পূর্ণ জ্ঞান দান করছেন। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, এতে শাস্ত্রের কোনো কথা নেই। এখানে তো তোমাদের দেহ সহিত সবকিছু ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। এক বাবার যদি হও, বাকি সবকিছুই ভুলে যেতে হবে। অন্য সঙ্গের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ ছিল করে এক সঙ্গেই জুড়তে হবে। এমন গেয়েও থাকে যে - আমি তোমার সঙ্গেই জুড়বো। বাবা আমরা সম্পূর্ণ বলিহারি যাবো। বাবাও বলেন, আমিও তোমাদের কাছে বলিহারি যাই। মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজত্বের মালিক বানাই, আমি তো নিস্কামী। মানুষ যদিও বলে, তারা নিস্কাম সেবা করে, কিন্তু ফল তো প্রাপ্ত হয়, তাই না। বাবা যে নিস্কাম সেবা করেন, এও তোমরা জানো। আত্মা যে বলে, আমি নিস্কাম সেবা করি, এ কোথা থেকে শিখেছে! তোমরা জানো যে, বাবাই নিস্কাম সেবা করেন। তিনিই আসেনই কল্পের এই সঙ্গম যুগে। এখনো তিনি তোমাদের সম্মুখেই বসে আছেন। বাবা নিজেই বলেন, আমি তো হলাম নিরাকার। আমি তোমাদের এই উত্তরাধিকার কিভাবে দান করবো? সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান কীভাবে শোনাবো? এতে প্রেরণা দেওয়ার কোনো কথাই নেই। মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে, তাহলে অবশ্যই আমি আসি, তাই না। আমি এই ভারতেই আসি। তিনি ভারতের মহিমা শোনান। ভারত তো সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলো, আবার এখন নতুন করে তৈরী হচ্ছে। বাবার তাঁর বাচ্চাদের প্রতি কতো প্রেম। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমতে চলে নিজের কুলকে উদ্ধার করতে হবে। সম্পূর্ণ কুলকে পাবন বানাতে হবে। বাবাকে নিজের সত্যিকারের পোতামেল (চার্ট) দিতে হবে।

২) স্মরণের শক্তিতে নিজের কাযাকে নিরোগী বানাতে হবে। বাবার প্রতি সম্পূর্ণ বলিদান (সমর্পণ) যেতে হবে। বুদ্ধিযোগ অন্য সঙ্গের সাথে ছিল করে একের সঙ্গেই জুড়তে হবে।

বরদানঃ:- 'এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয়', এই স্মৃতির দ্বারা নিমিত্ত রূপে সেবা করে সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ভব যে বাচ্চারা সদা 'এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউই নয়' - এই স্মৃতিতেই থাকে, তাদের মন - বুদ্ধি সহজেই একাগ্র হয়ে যায়। তারা সেবাও নিমিত্ত রূপেই করে, তাই তাদের এতে কোনো আকর্ষণ থাকে না। আকর্ষণের নিদর্শন হলো - যেখানে আকর্ষণ থাকবে, সেখানেই বুদ্ধি চলে যাবে, মন দৌড় দেবে, তাই সব দায়িত্ব বাবাকে অর্পণ করে ট্রাস্টি বা নিমিত্ত হয়ে দেখভাল করো, তাহলেই আকর্ষণ মুক্ত হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- বিঘ্নই আত্মাকে শক্তিশালী করে, তাই বিঘ্ন দেখে ভয় পেও না।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা, ঘরে ফিরে যেতে হবে সেইজন্য বাবাকে আর ঘরকে স্মরণ করো, পবিত্র হও, সমস্ত খাতার হিসেব মেটাও"

*প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের কোন্ ধৈর্য দেন ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অনেক রকমের বিঘ্ন আসে, কিন্তু ধৈর্য ধরো, যখন তোমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে, একের পর এক আসতে থাকবে সবাই তোমাদের সামনে মাথা নত করবে। যারা বন্ধনে রয়েছে (বান্ধেলী) তাদের বন্ধন শেষ হয়ে যাবে। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে, বন্ধন মুক্ত হতে থাকবে। তোমরা বিকর্মাজিত হতে পারবে।

*গীতঃ- - ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই.....

ওম্ শান্তি । ভোলানাথ সবসময় শিবকেই বলা হয়, শিব- শঙ্করের পার্থক্য তো ভালোভাবেই বুঝেছি। শিব উচ্চ থেকে উচ্চতর মূল লোকে থাকেন। শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম লোক নিবাসী, ওনাকে ভগবান কীভাবে বলা যেতে পারে। উচ্চ থেকেও উচ্চতম হলেন একমাত্র বাবা। তারপর দ্বিতীয় স্তরে আছেন তিন দেবতা। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম পিতা। শঙ্কর তো হল আকারী। শিব হলেন ভোলানাথ, জ্ঞানের সাগর। শঙ্করকে জ্ঞানের সাগর বলা যায় না। তোমরা বাচ্চারা জানো শিববাবা ভোলানাথ এসে আমাদের ঝুলি ভরপুর করে দেন। আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন। রচয়িতা এবং রচনার রহস্য খুব সাধারণ। বড়-বড় ঋষি মুনিরাও এই সহজ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে না। ওরা রজোগুণীরাই যখন জানে না তখন তমোগুণীরা কীভাবে জানবে। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার কাছে বসে আছো। বাবা তোমাদের অমরকথা শোনাচ্ছেন। বাচ্চাদের এটা তো নিশ্চয় আছে যে পূর্বের মতোই আমাদের বাবা (শিববাবা) প্রকৃত অর্থেই অমরকথা শোনাচ্ছেন, এতে কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়। কোনো মানুষ আমাদের অমরকথা শোনাচ্ছে না। ভোলানাথ শিববাবা বলেন আমার নিজের শরীর নেই। আমি নিরাকার, পূজাও আমি নিরাকারকেই করা হয়। শিব জয়ন্তীও পালন করে, বাবা তো জন্ম-মৃত্যু রহিত। তিনি হলেন ভোলানাথ। তিনি অবশ্যই এসে সবার ঝুলি ভরপুর করবেন। কিভাবে ভরপুর করবেন, এটা তোমরা বাচ্চারা জানো। তিনি এসে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে ঝোলা ভরপুর করে দেন। এটা নলেজ, জ্ঞানের সাগর এসে জ্ঞান প্রদান করেন। গীতা তো একটাই কিন্তু তাতে কোনো সংস্কৃত শ্লোক নেই। সরল মাতারা সংস্কৃত কি জানে ! তাদের জনাই ভোলানাথ বাবা আসেন। বেচারি এই মাতারা তো ঘরের কাজকর্ম নিয়েই থাকে। এখন তো ফ্যাশন হয়ে গেছে চাকরি করা। বাবা এসে বাচ্চাদের উচ্চ থেকে উচ্চতম ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করিয়েছেন, যারা কিছুই পড়াশোনা করেনি তাদের উপরেই প্রথম পড়াশোনা করার কলস রাখা হয়। এখানে সব ভক্তি মার্গের সীতারায় রয়েছে। রাম এসেছেন রাবণের লক্ষ্মী থেকে মুক্ত করতে অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে। তারপর তো বাবার সাথে ঘরেই যেতে হবে তা না হলে কোথায় যাবে। ঘরকেই তোমরা স্মরণ কর যে, আমরা ওখানে গিয়ে দুঃখ থেকে মুক্তি পাব। তোমরা বাচ্চারা জানো এর মাঝখানে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। সবাইকেই তমোপ্রধান হতে হবে। প্রধান যে ফাউন্ডেশন সেটাই নষ্ট হয়ে যায়, ঐ ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কিছু চিত্র ইত্যাদি থেকে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও হারিয়ে যায় সুতরাং স্মৃতিচিহ্ন কিভাবে পাওয়া যাবে? প্রকৃতপক্ষে জানে যে দেবী-দেবতারা রাজস্ব করত। তাদের চিত্র এখনও আছে। বাচ্চাদের এই চিত্র দিয়েই বোঝাতে হবে। তোমরা জানো লক্ষ্মী-নারায়ণ শৈশবে প্রিন্স প্রিন্সেস, রাধা কৃষ্ণ ছিল। তারপর মহারাজা মহারানী হয়েছিল। ওরা হলো সত্যযুগের মালিক। দেবতারা কখনও পতিত দুনিয়াতে পা রাখতে পারে না। শ্রী কৃষ্ণ তো বৈকুণ্ঠের প্রিন্স। সে তো গীতা শোনাতে পারে না। কত বড় ভুল করেছে। কৃষ্ণকে ভগবান বলা যেতে পারে না। কৃষ্ণ হচ্ছে মানুষ, দেবী-দেবতা ধর্মের। বাস্তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর দেবতারা সূক্ষ্ম বতনে থাকেন, আর এখানে মানুষ বাস করে। মানুষকে সূক্ষ্ম বতনবাসী বলা যায় না, ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ বলে থাকে তাইনা। ওরা হলেন দেবী-দেবতা ধর্মের। শ্রী লক্ষ্মী দেবী, শ্রী নারায়ণ দেবতা। মানুষকেই ৮৪ জন্ম নিতে হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আসলে আমরাই দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, সেই ধর্ম অতি সুখ প্রদান করে থাকে। কেউ-ই বলতে পারে না যে – আমরা ওখানে নেই কেন ? এটা তো জানো ওখানে শুধু এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল বাকি অন্যান্য ধর্ম ক্রমানুসারে আসে। তোমরা বাচ্চারা এসবই বোঝাতে পার। এই অনাদি ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত তৈরি খেলা। এরপর সত্যযুগ হবে। ভারতেই হবে কেননা ভারতই অবিনাশী খন্ড। এর বিনাশ হয় না।

এটাও বুঝতে হবে। বাবার জন্ম (অবতরণ) এখানেই হয়, ঔনার এই দিব্য জন্ম যা মনুষ্য সদৃশ নয়। বাবা এসেছেন বের করে নিয়ে যেতে। এখন তোমরা শুধুমাত্র বাবা আর ঘরকে স্মরণ কর। তারপর তোমরা রাজধানীতে আসবে। এখানে আসুরিক রাজস্থান, বাবা নিয়ে যান দৈবী রাজস্থানে। আর কোনো কষ্ট বাবা দেন না শুধুই বাবা আর বর্ষাকে স্মরণ করতে হবে। এই হচ্ছে অজপাজপ... মুখে কিছুই বলার দরকার নেই। সূক্ষ্ম ভাবেও বলার দরকার নেই। সাইলেন্সে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ঘরে বসে। বাল্কেলীরাও ঘরে বসে শোনে। ওরা ছুটি পায়না। হ্যাঁ ঘরে থেকেই পবিত্র থাকার চেষ্টা করো। বোলো, স্বপ্নে আমি পবিত্র থাকার জন্য ডায়রেকশন পাই। এখন মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা এখন বাণপ্রস্থ অবস্থায় আছে। বাণপ্রস্থে কখনও বিকারের ভাবনা আসে না। বাবা এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ার জন্য বলছেন, সবাইই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। সবাইকে ফিরে যেতে হবে সুতরাং ঘরকে স্মরণ করো। তারপর ভারতেই আসতে হবে। মুখ তো ঘরের দিকেই হবে তাইনা। বাচ্চাদের আর কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না, খুবই সহজ ব্যাপার। ঘরে বসে ভোজন তৈরি করো, কিন্তু শিববাবার স্মরণে করবে। ঘরে ভোজন তৈরি করার সময় যেমন পতির স্মরণ থাকে। বাবা বলেন উনি তো পতিদেরও পতি। ঔনাকে স্মরণ করলে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। আচ্ছা কেউ-কেউ ছুটি পায়না। ওখানে থেকেই বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। নিজেকে তো পরিচরণ করে নাও। বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে পার। ধীরে-ধীরে মুক্ত তো হতেই হবে। তবে হ্যাঁ রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অনেক বিঘ্ন অবশ্যই পড়বে। শেষে গিয়ে যখন তোমাদের প্রভাব বিকশিত হবে তখন তোমাদের চরণে মাথা ঠেকাতে থাকবে। বিঘ্ন তো হতেই থাকবে। কিন্তু ধৈর্য ধরতে হবে, অস্থির হলে চলবে না। ঘরে বসে পতি, মিত্র সম্বন্ধ যারাই আছে তাদের একটা বিষয়েই বোঝাও যে বাবার আদেশ হচ্ছে আমাকে স্মরণ কর, উত্তরাধিকার নাও। কৃষ্ণ তো দিতে পারে না। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবারই পরিচয় দিতে হবে, যাতে সবাই জানতে পারে যে আমাদের পিতা শিববাবা। তারাও ভালো ভাবে স্মরণে থাকতে পারে। অল্প সময়ের জন্য বন্ধন, মারপিট ইত্যাদি হবে। যত দিন যাবে এ'সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে। কিছু-কিছু রোগ আছে যা চট করে ঠিক হয়ে যায়। কিছু রোগ বছর দুই পর্যন্ত চলে। এতেও উপায় এটাই, বাবাকে স্মরণ করতে-করতে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, সেইজন্যই প্রতিটি বিষয়ে ধৈর্য থাকা উচিত। বাবা বলেন তোমরা যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। বুদ্ধি ছিল (বিকার থেকে) হবে। এ'সবই হল বিকর্মের বন্ধন। বিকারকেই নম্বর ওয়ান বিকর্ম বলা হয়।

এখন তোমরা বিকর্মাজিত হচ্ছে। স্মরণের দ্বারাই বিকর্মাজিত হওয়া যায়। সব খাতা শেষ হয়ে যাবে, তারপর সুখের খাতা শুরু হবে। ব্যাপারীদের জন্য এটা খুব সহজ। ওরা মনে করে পুরানো খাতা শেষ করে নতুন খাতা শুরু করতে হবে। স্মরণ করতে থাকলে জমা হতে থাকবে। স্মরণ না করলে জমা হবে কীভাবে? এটাও তো ব্যাবসা তাইনা। বাবা তো কোনো কষ্ট দেন না। ধাক্কা ইত্যাদি কিছুই খেতে হয় না। যা জন্ম-জন্মান্তর ধরে খেয়ে এসেছে। এখন সত্য পিতা কত সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বলেন। গডই সত্য বলে থাকেন। বাকি সবই মিথ্যা। কনট্রাস্ট দেখো - বাবা কি বোঝাচ্ছেন আর মানুষ কি বোঝাচ্ছে। এটাই হচ্ছে ড্রামা। আবারও এমনটাই হবে। তোমরা এখন জানো আমরা সন্নতি পেতে চলেছি - সুতরাং শ্রীমত অনুসারে চলো। তা না হলে এতো উচ্চ পদ পাবে না। তোমরা নিমিত্ত হয়েছ স্বর্গে যাওয়ার জন্য, ওখানে কোনো বিকর্ম হয়না। এখানে বিকর্ম হলে সাজাও ভোগ করতে হবে। যে শ্রীমত অনুসারে চলে না তাকে কি বলা যেতে পারে? নাস্তিক। যদিও জানে বাবা আস্তিক বানাতে আসেন। কিন্তু ঔনার মতে না চললে তো নাস্তিকই প্রতিপন্ন হবে না! জানেও যে শিববাবার শ্রীমতেই চলতে হবে, কিন্তু জেনেও যদি না চলে তবে তাকে কি বলা হবে? শ্রীমত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ হওয়ার বিধি। সবচাইতে উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন সন্নরু। বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে বোঝাচ্ছেন। কল্পে-কল্পে বুঝিয়েছি। বাকি শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু আছে সবই ভক্তি মার্গের। অসংখ্য শাস্ত্র আছে। শাস্ত্রকেও খুব সম্মান করে রাখা হয়। ওরা যেমন শাস্ত্রকে প্রদক্ষিণ করে, একইভাবে চিত্র গুলিও প্রদক্ষিণ করে। এখন বাবা বলছেন এ'সবই ভুলে যাও। সম্পূর্ণ রূপে বিন্দু হয়ে যাও। বিন্দু লাগাও, কোনো কথাই আর শুনবে না। না মন্দ কথা শুনবে, না মন্দ কিছু দেখবে, না মন্দ কথা বলবে। এক বাবা ছাড়া অন্য কারো কথা শুনবে না। অশরীরী হয়ে যাও, বাকি সবকিছু ভুলে যাও। তোমরা আত্মারা শরীরের সাথে শোন। বাবা এসে ব্রহ্মা দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন। বাচ্চাদের সন্নতির মার্গ বলে দেন। আগেও তো মানুষ কত না চেষ্টা করেছে, কিন্তু মুক্তি জীবনমুক্তি কেউ-ই পেতে পারে না। কল্পের আয়ুও কত দীর্ঘ করে দিয়েছে। যার ভাগ্যে থাকবে সে শুনবে। ভাগ্যে না থাকলে আসতে পারবে না। এখানেও ভাগ্যের ব্যাপার। বাবা কত সহজভাবে বুঝিয়ে থাকেন, কেউ বলে আমার মুখ খোলে না। কত সহজ ব্যাপার শুধুমাত্র বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। একেই সংস্কৃত শব্দে বলা হয় মন্মনাভব। শিববাবা হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা। কৃষ্ণকে বাবা বলা যায় না। ব্রহ্মাও সমস্ত প্রজাদের পিতা। আত্মাদের পিতা বড় নাকি প্রজাদের পিতা বড়? বড় বাবাকে স্মরণ করলে প্রালব্ধ স্বর্গের উত্তরাধিকার পাবে। তোমাদের কাছে অনেক আসবে। কোথায় যাবে? আসতেই থাকবে। যেখানে অনেক মানুষ যায় সেখানে একজন আরেকজনকে দেখে ঢুকে পড়ে। তোমাদের বুদ্ধি হতেই থাকবে। যতই বিঘ্ন আসুক না কেন, ঐ থিটমিট অতিক্রম করে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করতেই হবে।

রামরাজ্য স্থাপন করা হচ্ছে। রামরাজ্য হচ্ছে নতুন দুনিয়া।

তোমরা জানো আমরাই তন-মন-ধনের দ্বারা ভারতকে শ্রীমত অনুসারে স্বর্গ করে তুলছি। কেউ এলে প্রথমে তোমরা জিজ্ঞাসা করো পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে কি সম্বন্ধ ? ইনি হলেন অসীমের পিতা। তারপর তাঁর বংশধর। একের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে না! পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেছেন অর্থাৎ পতিত থেকে পাবন করে তুলেছেন। দুনিয়ার তো জানাই নেই যে আমরাই পূজ্য, আমরাই পূজারী....গেয়ে থাকে কিন্তু তারপরও ভগবানের জন্যই বলে থাকে। যদি ভগবানই পূজারী হয়ে থাকেন তবে কে পূজ্য করে তুলবেন....এটা জিজ্ঞাসা করা উচিত। বাচ্চাদের হম সো-এর অর্থ বুঝিয়েছি। আমরা শূদ্র ছিলাম, এখন আমরাই দেবতা হতে চলেছি। তোমরা চক্রকে তো স্মরণ করতে পার তাই না! গাওয়াও হয় ফাদার শোজ সন, তারপর সন শোজ ফাদার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সুচতুর ব্যাপারী হয়ে পুরানো সব খাতা শেষ করে সুখের খাতা শুরু করতে হবে। স্মরণে থেকে বিকর্মের বন্ধনকে কাটতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে, অস্থির হওয়া উচিত নয়।

২) ঘরে বসে ভোজন তৈরি করার সময়, প্রতিটি কর্ম করার সময় বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বাবা যে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিচ্ছেন, তার দ্বারা নিজের ঝুলি ভরপুর অন্যদের দান করতে হবে।

বরদানঃ:- সাক্ষী হয়ে মায়ার খেলাকে মনোরঞ্জন মনে করে দেখতে থাকা মাস্টার রচয়িতা ভব মায়া যতই রঙ দেখাক না কেন, আমি মায়াপতি, মায়া হল রচনা, আমি রচয়িতা - এই স্মৃতিতে থেকে মায়ার খেলা দেখা, খেলায় হেরে যেও না। সাক্ষী হয়ে মনোরঞ্জন মনে করে দেখে যাও তবেই প্রথম নম্বরে স্থান পাবে। তার জন্য মায়ার কোনো সমস্যা, সমস্যা মনে হবে না। কোনো প্রশ্নও আসবে না। সদা সাক্ষী আর সদা বাবার সঙ্গে থাকার স্মৃতিতে বিজয়ী হতে পারবে।

স্লোগানঃ:- মনকে শীতল, বুদ্ধিকে দয়ালু আর মুখকে মৃদু (মিষ্ট ভাষী) বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কোনো দেহধারীর নাম রূপে ফাঁসলে চলবে না, তোমরা অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো
তাহলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে, নিরোগী হতে থাকবে"

*প্রশ্ন:- সেন্সীবেল বাচ্চাদের মুখ্য লক্ষণ কি হবে ?

*উত্তর:- যারা সেন্সীবেল হবে তারা প্রথমে নিজে ধারণ করবে তারপর অন্যদের করাবে। প্রথমে মেঘেরা ভরপুর হবে তারপর অন্যদের উপরে বর্ষণ করবে। পড়াশোনার সময় হাই তুলবে না। ব্রাহ্মণীদের দায়িত্ব দেওয়া আছে - এখানে তাদেরই নিয়ে আসতে হবে যারা রিফ্রেশ হয়ে গিয়ে তারপর বর্ষণ করবে। (২) এখানে তাদেরই আসা উচিত যারা ভালোভাবে যোগযুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলকে শক্তিশালী বানাতে সহায়ক হবে। বিঘ্ন ঘটাবে না। এখানে আশেপাশে অনেক শান্তির দরকার। কোনো প্রকারের যেন আওয়াজ না হয়।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তি অর্থ তো বোঝানো হয়েছে তাই না - বাবা বলেন যে আত্মা আর পরমাত্মা হল শান্ত স্বরূপ। সেরকম বাবা সেরকমই তার বাচ্চারা। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান তোমরা তো হলেই শান্ত স্বরূপ। বাইরের থেকে কখনোই শান্তি প্রাপ্ত করা যায় না। এটি হলো রাবন রাজ্য তাই না। এখন এই সময়ে তোমরা কেবল নিজের পিতাকে স্মরণ করো, আমি এনার মধ্যে বিরাজ করছি। তোমাদের যা মত প্রদান করি তা পালন করো। বাবা কোনো নাম রূপে ফাঁসায় না। এই নাম রূপ হল বাইরের। এই রূপে তোমাদের ফাঁসলে চলবে না। সমস্ত দুনিয়া নাম রূপে ফাঁসায়। বাবা বলেন যে এদের সকলের নাম রূপ আছে, এদের স্মরণ করো না। নিজের পিতাকে স্মরণ করো তোমাদের আয়ুও স্মরণের দ্বারা বৃদ্ধি পেতে থাকবে নিরোগীও হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণও তোমাদের মতোই ছিল, কেবল ওনারা সুসজ্জিত। এ'রকম নয় যে ছাদের মত লম্বা-চওড়া ছিল। মানুষ তো মানুষ-ই হয়। তাই বাবা বলেন যে কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না। দেহকে ভুলতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করো - এই শরীরকে তো ত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ গিফিলতি করো না, বির্কমের বোঝা মাথার উপরে অনেক আছে। অনেক ভারী বোঝা। এক বাবার স্মরণ ব্যতীত তা কমতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে যারা সবথেকে বেশি পবিত্র হয়, তারাই আবার সবথেকে বেশি পতিত হয়, এটা আশ্চর্যের কোনো ব্যাপার নয়। নিজেকে দেখতে হবে। বাবাকে অনেক স্মরণ করতে হবে। যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো, এ হলো অনেক সহজ। এত প্রিয় বাবাকে উঠতে-বসতে স্মরণ করতে হবে। যাকে আহ্বানও করা হয় পতিতপাবন এসো, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃকরণ পর্যন্ত যে ভালোবাসা, তা থাকে না। ভালোবাসা সেই নিজের স্বামী বাচ্চা ইত্যাদিদের প্রতিই থাকে। কেবল বলে পতিত-পাবন এসো। বাবা বলেন যে বাচ্চারা, আমি কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গমে আসি। গায়নেও আছে রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র। কৃষ্ণ তো হলই সত্যযুগের প্রিন্স। উনি আবার ওই নাম রূপ দেশ কাল ব্যতীত আসতে পারবে না। নেহেরুও ঐ রূপে ঐ পজিশানে আবারও কল্প পরে আসবে। সেরকমই কৃষ্ণও সত্যযুগে আসবে। ওদের ফিচার্স পরিবর্তন হবে না। এই যন্ত্রের নামই হল রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র। রাজস্ব অশ্বমেধ যন্ত্র। রাজস্বের জন্য বলিহার হওয়া অর্থাৎ তারজন্য প্রস্তুত হওয়া। বাবার হয়েছে তাহলে এক'কেই স্মরণ করা উচিত। সীমিত জগতের থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন করে অসীম জগতের সাথে যুক্ত হতে হবে, তিনি হলেন অনেক মহান পিতা। তোমরা জানো যে বাবা এসে আমাদের কি কি প্রদান করেন। অসীমের পিতা তোমাদের অসীমের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন যা কেউ দিতে পারবে না। মানুষ তো একে অপরকে মারতে, কাটতে থাকে, যেটা পূর্বে কখনোই হতো না।

তোমরা জানো যে বাবা আবারও এসেছেন। বলেন যে কল্প-কল্পের সঙ্গমযুগে, যখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করতে হয় তখন আমি আসি। চাইতেও থাকো নতুন দুনিয়া, নতুন রামরাজ্য। ওখানে সুখ সম্পত্তি সমস্ত কিছুই থাকে, ঝগড়া করার কেউ থাকে না। শাস্ত্রে তো স্বর্গ ত্রেতাকেও নরক বানিয়ে দিয়েছে। এটি হলো ভুল তাই না। ওরা অসত্য শোনায়, বাবা সত্য শোনান। বাবা বলেন যে তোমরা আমার বিষয়ে বলে থাকো তাই না যে আমিই (শিব) সত্য ! আমি এসে সত্য কথা শোনাই। ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারতে কার রাজত্ব ছিল। বাচ্চারা জানে যে - প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। বলেও থাকে ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল। হিসাব তো হলো একদম সোজা। বলেও যে কল্পের আয়ু এতো বেশি কেন রেখে দিয়েছে! আরে হিসাব তো করো। ক্রাইস্টের এত সময় হয়েছে। যুগ-ই হল চারটি। অর্ধকল্প হল দিন, অর্ধকল্প হল রাত। যারা বোঝাবে তাদের অনেক বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, কাম হল মহাশত্রু। ভারতবাসীরাই দেবতাদের মহিমা গায়ন করে - সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, ১৬

কলা সম্পন্ন..... তাহলে ১৬১০৮ রানী এলো কোথা থেকে! তোমরা জানো যে ধর্মশাস্ত্র কোনোটাই নয়। ধর্মশাস্ত্র সেটাকে বলা হয় - যেটা ধর্ম স্থাপকরা উচ্চারণ করেছে। ধর্ম স্থাপকদের নামে শাস্ত্র তৈরী হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা নতুন দুনিয়ায় যাচ্ছে। এগুলো হল সব পুরাতন তমোপ্রধান, সেইজন্য বাবা বলেন যে পুরাতন বিষয়বস্তুর থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে মনে মনে স্মরণ করো (মামেকম) - তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। গাফিলতি যদি করো, বাবা তখন বোঝেন যে, এদের ভাগ্যই এ'রকম। এ হল সহজ বিষয়। এটা কি তোমরা বুঝতে পারছো না? মোহের আকর্ষণ সমস্ত কিছুর থেকে মুক্ত করে এক বাবাকে স্মরণ করো। ২১ জন্মের জন্য তোমাদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না। না তোমরা এই কুন্ডা ইত্যাদি হবে। ওখানে তো জানে যে কেবল আয়ু সম্পূর্ণ হয়েছে, এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নিতে হবে। যে'রকম সাপের উদাহরণ, জন্তু-জানোয়ারের উদাহরণ দেওয়া হয়। হয়ত ওরা আগে থেকেই জানতে পেরে যায়। এই সময়ের মানুষের থেকে বেশি বুদ্ধি জন্তু-জানোয়ারেরও থাকে। ভ্রমরের উদাহরণও হল এখনকার। পোকা-মাকড়দের কিভাবে নিয়ে যায়। এখন তোমাদের সুখের দিন আসছে। কন্যারা বলে যে আমরা পবিত্র থাকি, সেইজন্য আমাদের অনেক মার খেতে হয়। হ্যাঁ বাচ্চারা কিছু তো সহ্য করতে হবে। অবলাদের উপর অত্যাচার গায়নেও আছে। অত্যাচার করবে তখনই তো পাপের ঘড়া পূর্ণ হবে। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বিঘ্ন তো অনেক পড়তেই থাকে। অবলাদের উপরে অত্যাচার হবে। এটা শাস্ত্রেও গায়ন আছে। কন্যারা বলে, বাবা আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে আপনার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। স্বর্গের উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম, মহারানী হয়েছিলাম। বাবা বলেন যে হ্যাঁ কন্যারা, এতটাই পুরুষার্থ করতে হবে।

স্মরণ শিববাবাকে করতে হবে,এনাকে নয়। ইনি গুরু নন। এনার কানও শোনে। উনি হলেন তোমাদের পিতা, শিক্ষক, সঙ্গুরু। এঁনার দ্বারা শিখে অন্যদেরকে শেখায়। সকলের পিতা হলেন এক। আমাকেও অর্থাৎ ব্রহ্মাকেও শেখাচ্ছেন তিনিই, সেইজন্য অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতে হবে। বিষ্ণুকে অথবা ব্রহ্মাকে কখনো কি পতিদের পতি বলবে? শিববাবাকেই কেবল পতিদের পতি বলা হয়। তাহলে কেন ওঁনাকেই ধরবো না। তোমরা সকলে প্রথমে মূলবতনে নিজের প্রিয়ার ঘরে যাবে তারপর স্বশুর ঘরে আসবে। প্রথমে শিব বাবার কাছে গিয়ে সেলাম জানাতেই হবে, তারপর আসবে সত্যযুগে। কত সহজ পাই-পয়সার বিষয়।

বাবা সব দিকের বাচ্চাদেরকে দেখেন। কোথাও কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়নি তো। কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে, হাই তুললে, বুদ্ধিযোগ ছিল হয়ে যায়, তাহলে সে বায়ুমন্ডলকে দূষিত করে দেয়, কারণ বুদ্ধিযোগ বাইরে ঘুরে বেড়ায় যে। তাইতো বাবা সর্বদা বলেন যে মেঘ এমনই নিয়ে এসো যা রিফ্রেশ হয়ে গিয়ে বর্ষা করবে। বাকিরা এসে কি করবে। যারা নিয়ে আসবে তাদের ওপরও রেসপন্সিবিলিটি (দায়িত্ব) আছে। যে ব্রাহ্মণীরা সেম্বিবল, তারা ভরপুর হয়ে গিয়ে বর্ষা করবে। এইরকমদেরকে নিয়ে আসতে হবে। বাকিদের নিয়ে এসে লাভ কী হবে। শুনে, ধারণ করে তারপর ধারণা করাতে হবে। পরিশ্রমও করতে হবে। যদি তোমরা এই ভাণ্ডারী থেকে আহার গ্রহণ করো তাহলে তোমাদের দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে। তাহলে তাদের এখানে আসতে হবে - যারা যোগযুক্ত থাকতে পারবে। নাহলে তো বায়ুমণ্ডল দূষিত করে দেয়। এই সময় আরও সতর্ক থাকতে হবে। ফটো ইত্যাদি তোলাও কোনো দরকার নেই। যতটা সম্ভব বাবার স্মরণে থেকে যোগদান দিতে হবে। আশেপাশে অনেক শান্তির দরকার। হাসপাতাল সর্বদা বাইরে নিরিবিলি স্থানে থাকে, যাতে সেখানে আওয়াজ না হয়। পেশেন্টদের শান্তি দরকার। তোমাদেরও ডাইরেকশন দেওয়া হয় - তাই সেই শান্তিতে থাকতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এ হল প্রকৃত শান্তি। বাদ বাকি হল আর্টিফিশিয়াল। বলেও থাকে না যে - দু মিনিট ডেট সাইলেন্স। কিন্তু ঐ দুই মিনিটে বুদ্ধি কোথায় কোথায় চলে যায়। কারোরই প্রকৃত শান্তি থাকে না। তোমরা ডিট্যাচ (উপরাম) হয়ে যাবে। আমরা হলাম আত্মা, এ হল আমাদের স্বধর্মে থাকা। বাদ বাকি হতাশ হয়ে শান্ত থাকা, এটা কোনো প্রকৃত শান্তি নয়। বলা হয় তিন মিনিট সাইলেন্স, অশরীরী ভব - এইরকম আর কারোরই বলার ক্ষমতা নেই যে এটা বলতে পারে। বাবার-ই হল এটা মহাবাক্য - প্রিয় বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে। নাহলে পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর দন্ড ভোগ করতে হবে। শিববাবার ডাইরেকশনে চললেই কল্যাণ হবে। বাবাকে সর্বদা স্মরণ করতে হবে। যতটা সম্ভব মোস্ট সুইট বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্টুডেন্টদের নিজের টিচারের সম্মান রক্ষার জন্য অনেক খেয়াল রাখতে হয়। অনেক স্টুডেন্ট পাশ না করতে পারলে টিচাররা পারিশ্রমিক পায় না। এখানে কৃপা অথবা আশীর্বাদের কোন বিষয় থাকে না। প্রত্যেককে নিজের উপর কৃপা অথবা আশীর্বাদ করতে হবে। স্টুডেন্টরা নিজেদের উপর কৃপা করে, পরিশ্রমও করে। এও হল পঠন-পাঠন। যত যোগযুক্ত হবে ততই বিকর্মজীত হবে, উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। স্মরণের দ্বারা চির নিরোগী হবে। মন্বনাভব। এইরকম কৃষ্ণ কখনোই বলতে পারবে কি? এই নিরাকারী পিতা বলেন - বিদেহী হও। এ হল ঈশ্বরীয় অসীম জগতের পরিবার। মা-বাবা, ভাই-বোন ব্যস আর কোনো সম্বন্ধ নয়। আর সমস্ত সম্বন্ধে কাকা, মামা, জ্যেষ্ঠা থাকে। এখানে আছে কেবল ভাই বোনের সম্বন্ধ। এই রকম কখনই হয় না, সঙ্গম ব্যতীত। যেহেতু আমরা মাতা-পিতার থেকে

উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ। গহন সুখ প্রাপ্ত করছি। রাবণ রাজ্যে আছে গভীর দুঃখ। রামরাজ্যে আছে গহন সুখ, যার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। যারা যতখানি পুরুষার্থ করবে তারা কল্প কল্পের জন্য নিশ্চিত (সিদ্ধ) হয়ে যাবে। প্রাপ্তিও অনেক ভালো। যারা কোটিপতি, পদমপতি তাদের সমস্ত টাকা-পয়সা মাটিতে মিশে যাবে। অল্পবিস্তর লড়াই শুরু হতে দাও তখন দেখো কি হয়। বাদ বাকি কাহিনী হল - বাচ্চারা তোমাদের। সত্য কাহিনী শুনে তোমরা বাচ্চারা সত্যখন্ডের মালিক হও। এ হল দূত নিশ্চয় তাই না। নিশ্চয় ব্যতীত এখানে কেউ আসতে পারে না। বাচ্চারা তোমাদের কোনো গাফিলতি করা উচিত নয়। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে, যেমন মাঝা-বাবা নিচ্ছেন। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শরীর থেকে ডিট্যাচ হয়ে স্বধর্মে স্থিত থাকার অভ্যাস করতে হবে। যতটা সম্ভব মোস্ট বিলাভেড বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মোহের সমস্ত রকম আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে হবে।

২) পড়াশোনার ওপরে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নিজের উপরেই নিজেকে কৃপা বা আশীর্বাদ করতে হবে। বুদ্ধিযোগ সীমিত জগৎ থেকে ছিন্ন করে অসীম জগতের সাথে যুক্ত করতে হবে। বাবার হয়ে বাবার উপর সম্পূর্ণরূপে বলিহার হতে হবে।

বরদানঃ:- সর্বদা সত্যের সঙ্গ দ্বারা দুর্বলতাকে সমাপ্তকারী সহজ যোগী, সহজ স্ত্রানী ভব
যে কোনো দুর্বলতা তখনই আসে যখন সৎ সঙ্গ থেকে পৃথক হয়ে যায় আর অন্য কোনো সঙ্গ যুক্ত হয়ে যায়। সেইজন্যই ভক্তিতে বলে সর্বদা সৎসঙ্গে থাকো। সৎসঙ্গ অর্থাৎ সর্বদা সত্য বাবার সঙ্গে থাকা। তোমাদের সকলের জন্য সত্য বাবার সঙ্গ হল অতি সহজ, কারণ এটি হল সমীপের সম্বন্ধ। তাই সর্বদা সৎসঙ্গে থেকে দুর্বলতাকে সমাপ্তকারী সহজ যোগী, সহজ স্ত্রানী হও।

স্লোগানঃ:- সর্বদা প্রসন্ন হতে হলে প্রশংসা শোনার ইচ্ছাকে ত্যাগ করে দাও।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য "মুক্তি আর জীবন মুক্তির স্টেজ"

মুক্তি আর জীবনমুক্তি উভয় স্টেজ-ই হল পৃথক-পৃথক, যখন আমরা মুক্তি শব্দ উচ্চারণ করি তখন মুক্তির অর্থ হল আত্মা শরীরের পাট থেকে মুক্ত, তাহলে আত্মার শরীরের সাথে এই সৃষ্টিতে পাট নেই। যখন আত্মার মানব শরীরে কোনো পাট নেই তাহলে আত্মা নিরাকারী দুনিয়ায় আছে, সুখ-দুঃখ থেকে পৃথক দুনিয়াতে আছে, একেই বলে মুক্ত স্টেজ। একে কোনো মুক্তি পদ বলা হয় না আর যে সমস্ত আত্মারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত অর্থাৎ শরীরের পাটধারী হয়েও তারা কর্মবন্ধন থেকে পৃথক থাকে, তাই তাকে জীবনমুক্ত পদ বলা হয়, যেটা হল সর্বোচ্চ স্টেজ। এ হল আমাদের দেবত্বের প্রালঙ্ক, এই জন্মেই পুরুষার্থ করার জন্য এই সত্যযুগী দেবত্বের প্রালঙ্ক প্রাপ্ত হয়, সেটি হল আমাদের উচ্চ পদ কিন্তু যে সমস্ত আত্মা পাটে নেই তাদের পদ কীভাবে বলা হবে? যখন আত্মার স্টেজে পাট নেই তাহলে মুক্তি কোনো পদ নয়। এখন এতো যে মনুষ্য সম্প্রদায় আছে তারা কেউই সকলে সত্যযুগে যায় না কেননা সেখানে মনুষ্য সম্প্রদায় কম থাকে। তাহলে যারা যত বেশি প্রভুর সাথে যোগযুক্ত হয়ে কর্মাতীত হয়েছে, তারাই সত্যযুগী জীবনমুক্ত দেবী দেবতা পদ প্রাপ্ত করবে। বাকি যারা ধর্মরাজের দন্ড ভোগ করে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ হয়ে মুক্তিধামে যায়, তারা মুক্তিতে আছে কিন্তু মুক্তিধামে কোনো পদ নেই, এই স্টেজ তো বিনা পুরুষার্থে স্বতঃতই নির্দিষ্ট সময় অনুসারে প্রাপ্ত হয়েই যায়। মানুষের যে সব চাহিদা দ্বাপর থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থেকেছিল যে আমরা জন্ম-মরণের চক্রে আসবো না, সেই আশা এখন পূর্ণ হচ্ছে। এর অর্থ হল সকল আত্মাকে ভায়া মুক্তিধাম অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। আচ্ছা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে থেকে নিজের বিকর্ম গুলির প্রায়শ্চিত্ত করো তাহলে বিকর্মাঙ্গী হয়ে যাবে, পুরানো সমস্ত হিসেব-নিকেশ পরিশোধ হয়ে যাবে”

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চারা সহজেই সবকিছু ত্যাগ করতে পারে ?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চাদের অন্তর থেকে বৈরাগ্য আসে - তারা প্রতিটি কথার ত্যাগ সহজেই করে নেয়, বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে এখন এই ইচ্ছা যেন না থাকে যে - এটা পড়বো, এটা খাবো, এটা করবো... দেহের সাথে সমগ্র পুরানো দুনিয়াকেই ত্যাগ করতে হবে। বাবা এসেছেন তোমাদেরকে হাতের উপর স্বর্গ তুলে দিতে, তাই এই পুরানো দুনিয়ার থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে দিতে হবে।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা...

ওম শান্তি । বাচ্চারা তাদের মায়ের মহিমা শুনেছে। বাচ্চা তো অনেক আছে, বোঝানো হয় - অবশ্যই বাবা যখন আছেন তো অবশ্যই মা-ও আছেন। রচনার জন্য মাতা অবশ্যই চাই। ভারতে মা'কে নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর মহিমা গাওয়া হয়েছে। জগদম্বার অনেক বড় বড় মেলা বসে, নানান রূপে মায়ের পূজা হয়। বাবারও হয়ে থাকে। তিনি হলেন জগদম্বা তো বাবা হলেন জগৎ পিতা। জগদম্বা সাকারে আছেন তো জগৎ পিতাও সাকারে আছেন। এই দু জনকে রচয়িতাই বলা হয়। এনারা তো হলেন সাকার তাই না। নিরাকারকেই বলা যায় গড় ফাদার। মাদার-ফাদারের রহস্য তো বোঝানো হয়েছে। ছোটো মা-ও আছেন তো বড় মা-ও আছেন। মহিমা সবই ছোটো মায়ের, যদিও দত্তক নেন, মা-কেও দত্তক নিয়েছেন, তো ইনি বড় মা হয়ে গেলেন। কিন্তু মহিমা সবই ছোটো মায়ের। বাচ্চারা এটাও জানে যে, প্রত্যেককে নিজের কর্মভোগের হিসেব-নিকেশ পরিশোধ করতে হবে কেননা বিকর্মাঙ্গী ছিলে, পুনরায় রাবণ বিকর্মী বানিয়ে দিয়েছে। বিক্রম সম্বৎ ও যেমন আছে তেমনি বিকর্মাঙ্গী সংবতও আছে। প্রথম অর্ধেক কল্পকে বিকর্মাঙ্গী বলা হয়, পুনরায় অর্ধেক কল্প বিক্রম সম্বৎ শুরু হয়। বাচ্চারা এখন তোমরা বিকর্মের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে বিকর্মাঙ্গী হচ্ছো। যা কিছু পাপ আছে সেগুলি যোগবলের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত হয় স্মরণের দ্বারা। যেটা বাবা বোঝান যে - স্মরণ করো তো পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ জং ছেড়ে যাবে। মাথার উপরে জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা অনেক আছে। বোঝানো হয়েছে যে, যে প্রথম নম্বরের পূণ্যাত্মা হয় সে-ই আবার প্রথম নম্বরের পাপাত্মা হয়। তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয় কেননা শিক্ষক হয় শেখানোর জন্য তো অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে। অসুস্থ হলে তো নিজেরই কর্মের ফল বলা হয়। অনেক জন্ম বিকর্ম

করেছো, এই কারণে ভোগ করতে হয়, এইজন্য কখনও এর থেকে ভয় পাবেনা। খুশি মনে অতিক্রম করতে হবে, কেননা এসব হল নিজেরই করা হিসাব-পত্র। এক বাবার স্মরণে থেকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। যতক্ষণ জীবিত থাকবে ততক্ষণ বাচ্চারা তোমাদেরকে জ্ঞান অমৃত পান করতে হবে। যোগে থাকতে হবে। বিকর্ম করেছি তবেই তো কাশি ইত্যাদি হয়। খুশি হয়, এখানে সবকিছু হিসেব পরিশোধ হয়ে যাচ্ছে, যদি থেকে যায় তাহলে পাস উইথ অনার হতে পারবো না। জুতো মেরে গরুদান হলেও (আগে শাস্তি থেয়ে তারপর পুরস্কার পাওয়া) তো সেটা অসম্মানের ব্যাপারই হল তাইনা। অনেক প্রকারের দুঃখ ভোগ করতে হয়। এখানে অনেক প্রকারের দুঃখ, তার আর সীমা নেই। সেখানে সুখের সীমা নেই। নামটাই হলো স্বর্গ। খ্রীস্টানরা বলে হেভেন। হেভেনলি গডফাদার - এই কথাটি তোমরাই জানো। নিবৃতি মার্গের সল্যাসীরা তো বলে দেয় যে এইসব হলো কাক বিষ্ঠা-সম সুখ। এই দুনিয়া বরাবর এইরকমই থাকে। যদিও যতই কারো অনেক সুখ প্রাপ্ত হোক না কেন, সেসব হল অল্পকালের সুখ। স্থায়ী সুখ তো একেবারেই নেই। বসে বসেই বিপদ এসে যায়, হার্ট ফেল হয়ে যায়। আত্মা এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীরে প্রবেশ করে, তো শরীর নিজে থেকেই মাটিতে পরিণত হয়ে যায়। জানোয়ারের শরীর তো তবুও কাজে আছে, মানুষের শরীর তো কোনো কাজে আসে না। তমোপ্রধান পতিত শরীর কোনো কাজের নয়। একদম কড়ি তুল্য। দেবতাদের শরীর হিরেতুল্য হয়। তাই দেখো তাদের কতইনা পূজা হয়। বাচ্চারা, এই বোধগম্যতা এখন তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে।

তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা, যিনি হলেন অতি প্রিয়, যাকে তোমরা অর্ধেক কল্প স্মরণ করেছ। যারা ব্রাহ্মণ হয় তারাই বাবার থেকে বর্সা (স্বর্গের উত্তরাধিকার) নেওয়ার অধিকারী হয়। সত্য ব্রাহ্মণ অত্যন্ত পবিত্র হওয়া চাই। সত্য

গীতা পাঠীকে পবিত্র থাকতেই হয়। মিথ্যা গীতাপাঠীরা পবিত্র থাকে না। এখন গীতাতে তো লেখাই আছে কাম হলো মহাশত্রু। তথাপি যে গীতা শোনায় সে পবিত্র কোথায় থাকে? গীতা হল সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি, যার দ্বারা বাবা তোমাদের কড়ি থেকে হিরে তুল্য বানাচ্ছেন। এটা তোমরাই জানো, গীতা পাঠীরা বুঝতেই পারবে না। তারা তো তোতা পাখির মত পড়তে থাকে। মহিমা সমস্তই হলো এক বাবার আর কোনো জিনিসের মহিমা নেই। ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরেরও নেই। তোমরা তাদের সামনে গিয়ে কতইনা মাথা ঠুকতে থাকো। তাদের সামনে নিজেকে বলিদানও করো তথাপি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। কাশিতে কাশি কলবট খায়, তাই না। এখন সরকার সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। না হলে তো অনেকে কাশি কলবট খেত। কুয়াতে গিয়ে পড়তো। কেউ দেবীর সামনে বলি দেয়, কেউ আবার শিবের সামনে। দেবতাদের সামনে বলি হয়ে কোনো লাভ নেই। কালীর সামনে বলি হয়, কালিকে কতইনা কালো বানিয়ে দিয়েছে। এখন তো হলো সবাই আয়রন এজেড। যারা প্রথমে গোল্ডেন এজেড ছিল। অম্মা একজনকেই বলা যায়। পিতাকে কখনো অম্মা বলা হয় না। এখন এটা কেউই জানেনা। জগদম্মা সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মা অবশ্যই প্রজাপিতাই হবেন। সৃষ্টিবতনে তো থাকবেন না। তারা বোঝেও যে সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা। স্ত্রী তো বলে না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি এই ব্রহ্মার দ্বারা কন্যা সরস্বতীকে দত্তক নিয়েছি। কন্যাও জানে যে বাবা তাকে দত্তক নিয়েছেন। ব্রহ্মাকেও দত্তক নিয়েছেন। এসব হলো অত্যন্ত গুপ্তকথা, যেটা কারো বুদ্ধিতে নেই। বাবা বসে নিজের বিষয়ের গভীর রহস্য গুলিকে তোমাদের সামনেই উন্মোচন করবেন, তাও অবশ্যই সামনে বসেই বলবেন। প্রেরণার দ্বারা খোড়াই বলবেন ভগবানুবাচ, হে বাম্বারা... তো অবশ্যই সাকারে আসবেন তবেই তো বলবেন তাই না। নিরাকার বাবা এনার দ্বারা বসে পড়াচ্ছেন, ব্রহ্মা পড়াচ্ছেন না। ব্রহ্মাকে জ্ঞানের সাগর বলা যায় না, এক বাবাকেই বলা যায়। আত্মা বুঝতে পারে যে এই লৌকিক বাবা পড়াচ্ছেন না, পারলৌকিক বাবা বসে পড়াচ্ছেন। যার দ্বারা তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। বৈকুণ্ঠকে পরলোক বলা যায় না। সেটা হল অমরলোক আর এটা হল মৃত্যুলোক। পরলোক অর্থাৎ যেখানে আমরা আত্মারা বসবাস করি, এটা পরলোক নয়। আমরা আত্মারা আসি এই লোকে। পরলোক হলো আমাদের আত্মাদের লোক। তোমরা রাজস্ব এই ভারতেই করেছিলে, পরলোকে নয়। তোমাদেরকে পরলোকের (শান্তিধাম) রাজা বলা হবে না। (গুরুবাণীতে) বলা হয় - এই পৃথিবী যেন একটা আরামের স্থান হয়ে যায় (লোক পরলোক সুহালে হো)। এটা হল স্থূল লোক আর তারপর পরলোকটাই তো আরামের (বিশ্রামের) স্থান হয়ে যায়। এই ভারতই বৈকুণ্ঠ ছিল, পুনরায় হবে। এটা হল মৃত্যুলোক, স্থূললোকে মানুষ থাকে। বলে যে - বৈকুণ্ঠলোকে যাবে। দিলওয়ারা মন্দিরেও রয়েছে - নীচে তপস্যায় বসে আছে। উপরে বৈকুণ্ঠের চিত্র বানিয়েছে। মনে করে যে অমুক ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গেছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ তো এখানেই হয়, উপরে নয়। আজ এই যে পতিতলোক আছে, সেটাই পুনরায় পবিত্রলোক হয়ে যাবে। পবিত্রলোক ছিল এখন অতীত হয়ে গেছে। এইজন্য বলা যায় যে পরলোক। পর অর্থাৎ দূরে হয়ে গেছে। ভারত স্বর্গ ছিল এখন নরক হয়ে গেছে। তাই স্বর্গ এখন পর অর্থাৎ দূরে হয়ে গেছে তাইনা। পুনরায় ড্রামা অনুসারে বাম মার্গে যেতে হয়, তো স্বর্গে দূরে হয়ে যায়। এইজন্য পরলোক বলা হয়।

এখন তোমরা বলা যে আমরা এখানে এসে নতুন দুনিয়াতে পুনরায় নিজের রাজস্ব ভাগ্য প্রাপ্ত করবো। প্রত্যেকে নিজের জন্য পুরুষার্থ করছে। যে করবে সেই পাবে। সবাই তো করবে না। যে পড়বে লিখবে সেই হবে বৈকুণ্ঠের নবাব অর্থাৎ মালিক হবে। তোমরা এই সৃষ্টিকে সোনার মতো তৈরি করছ। তারা বলে যে - দ্বারকা সোনার ছিল পুনরায় সমুদ্রের নীচে চলে গেছে। কেউ বসে তো নেই যে উদ্ধার করে আনবে। ভারত স্বর্গ ছিল, দেবতারা রাজস্ব করেছিল। এখন তো কিছুই নেই। পুনরায় সবকিছু সোনার বানাতে হবে। এমন নয় যে সেখানে একটা সোনার মহল বের করলেই তো সব মহল বেরিয়ে আসবে। সব কিছু নতুন করে বানাতে হবে। নেশা হওয়া চাই যে আমরাই প্রিন্স প্রিন্সেস তৈরি হচ্ছি। এটা হল প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার কলেজ। সেখানে হল প্রিন্স-প্রিন্সেসের পড়াশোনার কলেজ। তোমরা রাজস্ব নেওয়ার জন্য পড়াশোনা করছো। তারা পাস্ট জন্মের পূণ্য কর্ম করে রাজার ঘরে জন্ম নিয়ে প্রিন্স হয়। সেই কলেজ কতইনা ভাল হবে। কত সুন্দর কোচ ইত্যাদি থাকবেন। টিচারদের জন্যও ভালো কোচ থাকবে। সত্য যুগ ত্রেতাতে যারা প্রিন্স প্রিন্সেস হবে, তাদের কলেজ কতইনা ভাল হবে। কলেজে তো যাবে তাই না। ভাষা তো শিখবে তাই না। সেই সত্যযুগের প্রিন্স প্রিন্সেসদের কলেজ দেখো, আর দ্বাপরে বিকারী প্রিন্স প্রিন্সেসদের কলেজ দেখো আর তোমাদের প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার কলেজ দেখো, কিরকম সাধারণ। তিন পা পৃথিবীও প্রাপ্ত হয় না। তোমরা জানো যে সেখানে প্রিন্স কীভাবে কলেজে যায়। সেখানে তো কেউ পায়ে হেঁটে কলেজে যায় না। মহল থেকে বেরিয়ে এরোপ্লেনে চেপে উড়ে চলে যায়। সেখানে কত সুন্দর কলেজ হবে। কত সুন্দর বাগান, মহল ইত্যাদি থাকবে। সেখানকার প্রতিটা জিনিস নতুন সবথেকে শ্রেষ্ঠ, নম্বর ওয়ান হবে। পাঁচ তন্ত্রও সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমাদের সেবা কে করবে? এই পাঁচ তন্ত্র ভালোর থেকেও ভালো জিনিস তোমাদের জন্য তৈরী করবে। যখন খুব ভালো ফল কোথাও পাওয়া যায় তো তা রাজা রানীকে উপহার হিসেবে পাঠানো হয়। এখানে তো তোমাদের বাবা শিববাবা হলেন সবথেকে উচ্চ, তাঁকে তোমরা কি খাওয়াবে! ইনি কোনও জিনিসের ইচ্ছা রাখেন না, এটা পড়বো, এটা

থাব, এটা করব, বাচ্চারা তোমাদের মধ্যেও এই ইচ্ছা গুলি যেন না থাকে। এখানে এই সব ভোগ করলে তো সেখানে কম হয়ে যাবে। এখন তো সমগ্র দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে। দেহের সাথে সবকিছুর ত্যাগ। বৈরাগ্য এলেই ত্যাগ হয়ে যায়।

বাবা বলছেন যে বাচ্চারা আমি তোমাদের হাতের উপর স্বর্গ দিতে এসেছি। তোমরা জানো যে বাবা হলেন আমাদের, তো অবশ্যই তাঁকে স্মরণ করতে হবে। যে রকম কন্যাদের বিবাহ হয় বা ভালোবাসা জুড়ে যায় তো কখনো এটা বলবে না যে আমি পতিকে স্মরণ করি না, কেননা সেখানে সারা জীবনের মেলবন্ধন হয়ে যায়। সেরকমই বাবা আর বাচ্চাদেরও মেলবন্ধন হয়ে যায়। কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এতেই মুক্তি আর জীবন মুক্তি এসে যাবে। পুনরায় তোমাদের থেকে এই ভুল কেন হয়ে যায়। এটা হল বুদ্ধির কাজ। মুখ দিয়ে কিছু বলতে হয় না, আর নিশ্চয় করতে হয়। আমরা জানি, পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার নেবো। এটা হল বোঝার কথা, বলার কথা নয়। আমরা বাবার হয়েছি। শিব বাবা পতিতদেরকে পাবন বানাচ্ছেন। বলেন যে আমাকে স্মরণ করতে থাকো। এর অর্থই হলো মন্মানাভব। তারা পুনরায় কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে। পতিত-পাবন তো হলেন এক বাবা-ই। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন এক, তাই এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বলেন যে - আমাকে, এক বাবাকে ভোলায় কারণে কতজনকে স্মরণ করছো! এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্মাজিত রাজা হয়ে যাবে। বিকর্মাজিত রাজা আর বিকর্ষী রাজার পার্থক্যও বলেছেন তাই না। পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায়। নিচে আসতেই হয়। বৈশ্য বংশ, পুনরায় শূদ্র বংশ। বৈশ্য বংশী হওয়া মানে বাম মার্গে আসা। হিন্দি-জিওগ্রাফি তো সবই বুদ্ধিতে আছে। এর উপর কাহিনীও অনেক আছে। সেখানে মোহ-র কোনও কথাই নেই। সেখানে বাচ্চারা অনেক আনন্দে থাকে, অটোমেটিক ভালো ভাবে পালিত হতে থাকে। দাস-দাসীরা তো সামনে থাকেই। তো নিজের ভাগ্যকে দেখে যে আমরা এইরকম কলেজে বসে আছি যেখান থেকে আমরা ভবিষ্যতে প্রিন্স প্রিন্সেস হবো। পার্থক্য তো জানো তাই না। এরা হল কলিমুগের প্রিন্স প্রিন্সেস আর তারা হলেন সত্য যুগের প্রিন্স প্রিন্সেস। তারা হলেন মহারাজা মহারানী আর এরা হল রাজা রানী। অনেকের নামও আছে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ তথাপি সেই লক্ষ্মী-নারায়ণ আর রাধা-কৃষ্ণের পূজা কেন করে! নাম তো একই তাই না। হ্যাঁ, তারা স্বর্গের মালিক ছিলেন, এখন তোমরা জানো যে এই জ্ঞান, শাস্ত্রে নেই। এখন তোমরা বুঝে গেছ যে যজ্ঞ তপস্যা দান পূণ্য ইত্যাদিতে কোনও সার নেই ড্রামা অনুসার দুনিয়াকে পুরানো হতেই হয়। মনুষ্য মাত্রকে তমোপ্রধান হতেই হয়। প্রত্যেক কথাতে তমোপ্রধান, ক্রোধ, লোভ সবকিছুতেই তমোপ্রধান। আমার জায়গার অংশ, এ দখল করে নিয়েছে, গুলি মারো। কতইনা মারামারি করতে থাকে। নিজেদের মধ্যে কতই না লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। একে অপরকে খুন করতেও দেরি করেনা। বাচ্চারা মনে করে যে কখন বাবা মারা যাবে, তারপর আমি উত্তরাধিকারী হব। এই রকম তমোপ্রধান দুনিয়ার এখন বিনাশ হতেই হবে। পুনরায় সতোপ্রধান দুনিয়া আসবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পূণ্য আত্মা হওয়ার জন্য স্মরণে থাকার পরিশ্রম করতে হবে। সমস্ত হিসেব-নিকেশ পরিশোধ করে পাস উইথ অনার হয়ে সম্মানের সাথে বাড়ি যেতে হবে এইজন্য কর্মভোগকে ভয় পাবেনা, খুশি মনে পরিশোধ করতে হবে।

২) সর্বদা এই নেশাতে থাকতে হবে যে আমরা ভবিষ্যতের প্রিন্স-প্রিন্সেস হতে চলছি। এটাই হল প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার কলেজ।

বরদান:- অচল স্থিতির দ্বারা মাস্টার দাতা হয়ে উঠতে পারা বিশ্বকল্যাণকারী ভব
যে অচল স্থিতিতে থাকবে তার অন্তরে এই শুভকামনা, শুভভাবনা উৎপন্ন হবে যে এই আত্মাও অচল হয়ে যাবে। অচল স্থিতিতে থাকা আত্মার বিশেষ গুণ হবে - করুণাময় হৃদয়। প্রত্যেক আত্মার প্রতি সদা দাতা ভাবের ভাবনা থাকবে। তার বিশেষ উপাধিও হবে বিশ্ব কল্যাণকারী। তার অন্তরে কোনো আত্মার প্রতি ঘৃণা ভাব, হিংসাবোধ, ঈর্ষা ভাব বা গ্লানী ভাব উৎপন্ন হবে না। সর্বদাই কল্যাণের ভাবনা থাকবে।

স্নোগান:- শান্তির শক্তিই হল অন্যদের ক্রোধ অগ্নিকে নিভিয়ে দেওয়ার সাধন (উপায়) ।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে ২১ জন্মের জন্য স্বরাজ্য তিলক দিতে হবে তাই দেহ সহ দেহের সব চেতনা ভুলে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো”

*প্রশ্ন:- গরিব বাচ্চাদের কোন্ বুদ্ধিমानी দেখে বাবা খুশী হন, তাদেরকে কি পরামর্শ দেন ?

*উত্তর:- গরিব বাচ্চারা - যারা নিজের কানাকড়ি সব বাবার সেবায় সফল করে, ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য নিজের ভাগ্য জমা করে নেয়, বাবাও সেই সব বাচ্চাদের বুদ্ধিমानी দেখে খুব খুশী হন। বাবা এমন বাচ্চাদের ফার্স্ট ক্লাস পরামর্শ দেন - বাচ্চারা তোমরা ট্রাস্টি হও। নিজের ভেবো না। সন্তান ইত্যাদিকে ট্রাস্টি হয়ে লালন পালন করো। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা নিজের জীবনকে সংশোধন করে রাজার রাজা হও।

*গীত:- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা দুটি শব্দ শুনলো। বাচ্চারা বুঝেছে যে আমরা এইখানে নতুন দুনিয়ার জন্য ভাগ্য নির্মাণ করতে এসেছি। ভাগ্য নির্মাণ করার জন্য উপায় থাকা উচিত। বাচ্চারা জানে এখানে শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়, মহামন্ত্র প্রাপ্ত হয়, মন্মনাভব। শব্দ তো আছে, তাইনা। এই মন্ত্র কে প্রদান করেন ? উনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু এবং মতামত প্রদানকারী সাগর। তাঁর মত একবারই প্রাপ্ত হয়। ড্রামায় একবার যা হয়ে গেছে সেসব পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে হয়। এই একটি মহামন্ত্রের দ্বারা তরী পার হয়ে যায়। পতিত-পাবন বাবা এসে একবারই শ্রীমৎ প্রদান করেন। পতিত-পাবন কে ? পরম পিতা পরমাত্মাই পতিত থেকে পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যান। তাঁকেই পতিত-পাবন, সঙ্গতি দাতা বলা হয়। তোমরা তাঁর সম্মুখে বসে আছো। তোমরা জানো উনি হলেন আমাদের সব। উঁচু থেকে উঁচু ভাগ্যের নির্মাণ কর্তা আমাদের। তোমাদের নিশ্চয় আছে, এই মহামন্ত্র প্রাপ্ত হয়, অসীমের পিতার দ্বারা। তিনি তো বাবা, তাইনা। এক হলেন নিরাকার, আর এক হল সাকার। বাচ্চারাও স্মরণ করে, পিতাও স্মরণ করেন। কল্প-কল্প নিজের সন্তানদের জ্ঞান প্রদান করেন। বাবা বলেন সর্বজনের সঙ্গতির জন্য মন্ত্র একটি এবং প্রদান করেনও একজন। সদ্ধরু তো সত্য মন্ত্র প্রদান করবেন। তোমরা জানো আমরা এখানে এসেছি নিজের সুখধামের ভাগ্য নির্মাণ করতে। সুখ ধাম সত্য যুগকে বলা হয়, এ হল দুঃখ ধাম। যারা ব্রাহ্মণ স্বরূপে পরিণত হয়, তাদেরকেই শিববাবা, ব্রহ্মা মুখের দ্বারা মন্ত্র প্রদান করেন। অবশ্যই সাকারে আসতে হবে, তা নাহলে দেবেন কীভাবে। তিনি বলেন কল্প-কল্প বাচ্চারা তোমাদের এই মহামন্ত্র প্রদান করি - মামেকম্। দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে, দেহ ও দেহের সব ধর্মকে ভুলে যাও। নিজেকে দেহ নিশ্চয় করলে দেহের সম্বন্ধের আত্মীয় স্বজন কাকা, মামা, গুরু গোঁসাই ইত্যাদি সবাই স্মরণে আসে। এই কথাও বলা হয় আমি মরলে মরলে আমার কাছে দুনিয়া ও মৃত। বাবা বলেন আমি তোমাদের এমন মন্ত্রই প্রদান করি। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে, অশরীরী হয়ে যাও। শরীরের বোধ ত্যাগ করো। এখানে হল দেহ-অভিমানী। সত্য যুগে হল আত্মা - অভিমানী। এই সঙ্গমে তোমরা আত্মা - অভিমানীও হও এবং পরমাত্মার পরিচয় জেনে আস্তিকও (ঈশ্বরে বিশ্বাসী) হও। আস্তিক তাদের বলা হয় যারা পরমপিতা পরমাত্মা এবং তাঁর রচনাকে জানে। আস্তিক না কলিযুগে থাকে, না সত্যযুগে হয়, সঙ্গমেই হয়। বাবার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করে তারাই আবার সত্যযুগে রাজত্ব করে। এখানে নাস্তিক, আস্তিক এই সব কথা চলে, সেখানে হয় না। আস্তিক ব্রাহ্মণরা হয়, যারা আগে নাস্তিক ছিল। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া হল নাস্তিক। কেউ বাবাকে বা বাবার রচনাকে জানে না। সর্বব্যাপী বলে দেয়। বাচ্চারা, তোমাদের এক বাবার সাথেই সবকিছু। তাঁর শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় অথবা উপায় বলে দেন। বলেন বাচ্চারা দেহ সহ দেহ বোধ ভোলো, কাউকে স্মরণ করবে না। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি পিতাকে স্মরণ করো। একেই মহামন্ত্র বলা হয়, যার দ্বারা তোমাদের ভাগ্য নির্মাণ হয়। তোমাদের স্বরাজ্য তিলক প্রাপ্ত হয় - ২১ জন্মের জন্য। ওটা হল প্রালঙ্ক। গীতা হল নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য।

তোমরা বাচ্চারা জানো এই দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন দুনিয়ার জন্য ভাগ্য নির্মাণ হচ্ছে। এটা হল মৃত্যুলোক। এখানে দেখো মানুষের ভাগ্য কেমন। এর নামই হল দুঃখ ধাম। এই কথাটি কে বলেছে ? আত্মা। এখন তোমরা আত্মা অভিমানী হয়েছো। আত্মা বলে এটা হল দুঃখ ধাম। আমাদের পরম ধাম হল সেইখানে যেখানে বাবা থাকেন। এখন বাবা জ্ঞান প্রদান করছেন এবং ভাগ্য নির্মাণ করছেন। বাবা একটি মহামন্ত্র দেন - আমাকে স্মরণ করো। কোনো দেহধারীর কথা শুনতে হলে শোনো, কিন্তু স্মরণ আমি বিদেহীকে করো। শুনতে তো অবশ্যই হবে দেহধারীকে। ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা মুখ দিয়েই তো বলবে যে পতিত-পাবনকে স্মরণ করো। তোমাদের মাথায় যে বিকর্মের বোঝা আছে সেসব স্মরণের বল এর দ্বারা

ভস্ম করতে হবে। নিরোগী হতে হবে। তোমরা বাচ্চারা বাবার সম্মুখে বসে আছো। জানো যে বাবা এসেছেন ভাগ্য নির্মাণ করতে এবং খুব সহজ পথ বলে দেন তিনি। বাচ্চারা বলে বাবা স্মরণ থাকে না। বাবা বলেন তোমাদের লজ্জা বোধ হয় না ! লৌকিক পিতা যে তোমাদের পতিত বানায়, তার স্মৃতি থাকে আর পারলৌকিক পিতা যিনি তোমাদের পবিত্র বানান, বলেন মামেকম স্মরণ করো, তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। তাঁর জন্য বলো বাবা ভুলে যাই। বাবা বলেন আমি তোমাদের মন্দিরের যোগ্য করতে এসেছি। তোমরা জানো ভারত শিবালয় ছিল - আমরা রাজত্ব করেছিলাম পরে আমাদের জড চিত্র গুলির পূজা করে এসেছি মন্দিরে। আমরা সেই দেবতা ছিলাম, সে কথা ভুলে গিয়েছি। তোমাদের মাম্মা-বাবা পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলেন, পরে পূজারী হয়েছিলেন। এই নলেজ বুদ্ধিতে আছে। বৃক্ষের চিত্রেও মুখ্য দেখানো হয়েছে। প্রথমে ফাউন্ডেশনে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ছিল, এখন নেই। ৫ হাজার বছর পূর্বে সত্যযুগ ছিল, এখন হল কলিযুগ। কলিযুগের পরে পুনরায় সত্যযুগ আসবে। অবশ্যই শ্রীমৎ প্রদানকারী বাবাকে আসতে হবে। দুনিয়া বদলাবে নিশ্চয়ই। খবর ছড়িয়ে দিতেই থাকো। বৃক্ষের বৃদ্ধি শীঘ্র হবে না। বিঘ্ন পড়ে যায়। ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে আটকে যায়। বাবা বলেন কোথাও আটকা পড়বে না। যদি গৃহস্থেও থাকো, বাবাকে স্মরণ করো এবং পবিত্র থাকো। ভগবানুবাচ - কাম হল মহাশত্রু। পূর্বেও গীতার ভগবান বলেছিলেন - এখন পুনরায় বলছেন। গীতার ভগবান অবশ্যই কাম বিকার রূপী শত্রুকে পরাজিত করিয়ে ছিলেন। এক হল রাবণের রাজ্য, আরেক হল রামের রাজ্য। রাম রাজ্য দিন, রাবণের রাজ্য রাত। বাবা বলেন এখন এই রাবণের রাজ্য শেষ হবে, তার জন্য সব প্রস্তুতি চলছে। বাবা পড়াশোনা করিয়ে নিয়ে যাবেন তারপরে তোমাদের রাজত্ব চাই। তখন আর এই পতিত পৃথিবীতে রাজত্ব করবে না। শিববাবার তো চরণ নেই, যে এখানে চরণ রাখবেন। দেবতাদের চরণ এই পতিত দুনিয়ায় পড়তে পারে না। তোমরা জানো আমরা দেবতায় পরিণত হচ্ছি। তারপরে ভারতেই আসবো। কিন্তু সৃষ্টি পরিবর্তন হয়ে কলিযুগ থেকে সত্যযুগ হয়ে যাবে। এখন তোমরা শ্রেষ্ঠ হচ্ছে। অনেক বাচ্চারা বলে বাবা ঝড়ঝঞ্ঝা আসে। বাবা বলেন তোমরা বাবাকে ভুলে যাও সেই কারণেই আসে। বাবার মতানুসারে চলো না। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ বাবার মত প্রাপ্ত হয় - বাচ্চারা, ব্রষ্টাচারী হবে না। তোমাদের পড়াচ্ছেন একমাত্র বাবা। উনি বলেন মামেকম স্মরণ করো। ব্রহ্মার রথকেও স্মরণ করবে না। রথী এবং রথবান (শিববাবা এবং ব্রহ্মাবাবা)। ঘোড়ার গাড়ির তো কথাই নেই। তাতে বসে কি জ্ঞান প্রদান করা যায় ? আজকাল তো বিমানের দ্বারা যাত্রা হয়। বিজ্ঞান উন্নতির শিখরে যাচ্ছে। মায়ার পাম্প বা আডম্বর চলছে রমরমা। এই সময় একে অপরের কত খাতির যত্ন করা হচ্ছে। অমুক স্থানের প্রাইম মিনিষ্টার এলো, সম্মানিত হল। ১৫ দিন পরে সেই সম্মান হারিয়ে গেল। বাদশাহদের সামনেও বিপদ অনেক। ভয় থাকে। তোমরা কত সহজ জ্ঞান প্রাপ্ত করো। তোমরা খুব গরিব, কানা কড়ি নেই। ট্রাস্টি বানাও - বাবা এই সব কিছু আপনার। বাবা বলেন আচ্ছা তোমরাও ট্রাস্টি হয়ে থাকো। যদি নিজের ভাববে তবে এই তোমাদের বুদ্ধিমानी নয়। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। যারা ট্রাস্টি হবে তারা শ্রীমৎ অনুসারে চলবে। তোমরা গরিব, বুঝেছো এই সব কানা কড়ি বাবাকে অর্পণ করি। বাবা তখন ফার্স্টক্লাস পরামর্শ দেন। সন্তানদের লালন পালনও করতে হবে। এই সময় তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করো, যার দ্বারা তোমাদের ভবিষ্যৎ বদলে যায় এবং রাজাদের রাজা হয়ে যাবে। বাবার কর্তব্য হল পরামর্শ দেওয়া। বাবাকে স্মরণ করো। দয়া অনুভব হওয়া উচিত। যে আত্মাই হোক তাকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। খুব যুক্তি যুক্ত হয়ে চলতে হয়। সূর্যপথা, পুতনা, অজামিল, দুর্যোধন ইত্যাদি সবই এখনকার নাম। বর্তমানের সীন পুনরায় কল্প পরে রিপটি হবে। সেই বাবা সম্মুখে এসে নলেজ প্রদান করেন। মানুষ থেকে দেবতা পদ প্রাপ্ত করান। তোমরা এসেছো ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন বর্ষা নিতে। পূর্বেও মহাভারী লড়াই হয়েছিল। এর সাথেই সম্বন্ধ রয়েছে। বাবা ভালো ভাবে বুঝিয়ে মানুষ থেকে দেবতা পদে উন্নীত করেন। তোমরা এসেছো বাবার কাছে বর্ষা নিতে। ব্রহ্মা বা জগৎ অশ্বা অথবা বি.কে.দের কাছে বর্ষা প্রাপ্তি হবে না। এনারাও শিববাবার কাছেই বর্ষা প্রাপ্ত করেন। অন্যদেরও বোঝান। তোমরাও জগৎ পিতার সন্তান হয়ে তাঁর কাছ থেকে বর্ষা প্রাপ্ত করো। সবাইকে আলাদা-আলাদা করেই বলেন, বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো। এর ফলে ডাইরেক্ট জ্ঞানের বাণ লেগে যায়। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের বর্ষা নিতে হবে আমার কাছে। তোমাদের আত্মীয় মিত্রপরিজন কেউ মারা গেলেও বর্ষা তোমাদের বাবার কাছ থেকেই নিতে হবে। এতে খুব খুশী থাকা প্রয়োজন। আরে, তোমরা নিজের ভাগ্য নির্মাণ করতে এসেছো, জানো যে বাবা পুনরায় আমাদের স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। তাই সেই সব ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। বিকারের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আমরা পবিত্র নির্বিকারী হচ্ছি। ড্রামা এবং কল্পবৃক্ষকে বুঝতে হবে, অন্য কোনো কষ্ট নেই, সিম্পল থেকেও সিম্পল। তা সত্ত্বেও বাচ্চারা বলে বাবা ভুলে যাই। ভূত এসেছিল। বাবা বলেন এই ভূত গুলিকে দূর করো। নিজের হৃদয় দর্পণে দেখো - আমরা উপযুক্ত হয়েছি ? নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। বাবা বসে বোঝান - মিষ্টি -মিষ্টি সৌভাগ্যশালী বাচ্চারা, তোমরা সৌভাগ্যশালী হওয়ার জন্য এসেছো। এখন তো সবাই দুর্ভাগ্যশালী তাইনা। ভারতবাসীই সৌভাগ্যশালী ছিল, অনেক ধনী ছিল। ভারতেরই কথা। বাবা বলেন তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো - কারণ তোমাদের তো আমার কাছে আসতে হবে, তাই অস্তিম সময়ে যেমন মতই তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে। এখন নাটক সমাপ্তির মুখে, আমরা ফিরে যাব। বাবা উপায়ও বলে দেন। সবাই পাপ

থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্য আত্মায় পরিণত হবে। পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া ছিল, যা পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে নতুন হবে। তারা বোঝে - ভারত প্রাচীন ছিল, স্বর্গ হেভেন ছিল। হেভেনলি গড ফাদার হেভেন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি কবে এসেছিলেন? এই সময়েই আসেন। এই সময়কেই কল্যাণকারী পিতার আগমনের সময় বলা হয়। এই রাবণের সম্প্রদায় কতো বিশাল। রামের সম্প্রদায় খুবই ছোট। এইখানে বৃদ্ধি হতে থাকে। বাচ্চারা বাবার কাছে পুনরায় বর্ষা নিতে আসতে থাকবে। প্রদর্শনী অথবা প্রজেক্টর দিয়ে বোঝাতে থাকো তোমরা। এখন তো অনেক সার্ভিস করতে হবে। বাবা বলতে থাকেন প্রিয় বাচ্চারা - এ হল ড্রামা। কিন্তু এই সময় পর্যন্ত যা কিছু তৈরি হয়েছে তাকে অ্যাক্যুরেট ড্রামা বলা হবে। ড্রামায় যা নির্ধারিত রয়েছে সেই বিষয়ে বাবা বলেন - আমিও এর মধ্যে রয়েছি। বাচ্চারা, পতিত দুনিয়ায় আমাকেও আসতে হয়। পরমধাম থেকে দেখো আমি কীভাবে এইখানে আসি, বাচ্চাদের জন্য। প্লেগ হলে ডাক্তাররা দূরে সরে যায় না। তাকে তো আসতেই হবে। গায়নও করে - পতিত-পাবন এসো, এসে ৫ বিকার থেকে মুক্ত করে পবিত্র করো অথবা উদ্ধার করো। দুঃখধাম থেকে সুখধামে নিয়ে চলো। গড ইজ লিভের (ঈশ্বর হলেন উদ্ধার কর্তা)। উনি সর্বজনের লিভের তাইনা এবং গাইড রূপে ফিরিয়ে নিয়ে যান, পরে নম্বর অনুসারে আত্মারা আসে। সূর্যবংশী তারপরে চন্দ্র বংশী, তারপর দ্বাপর আরম্ভ হলে পূজারী হয়ে যায়। গায়নও করে দেবতারা বাম মার্গে চলে গেছে। বাম মার্গের চিত্রও দেখানো হয়। এখন তোমরা প্রাক্টিক্যালি বুঝেছো - আমরা সেই দেবতা ছিলাম, কতখানি সহজ কথা মতো বুঝবার। এই কথা তো ভালো ভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করা উচিত।

এখন তোমরা বাচ্চারা নিজের ভাগ্য তৈরী করবার জন্য এসেছো। এইখানে বাবা সম্মুখে বসে আছেন। যদিও টিচাররা নম্বর অনুসারে আছে। এইখানে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দিয়ে ভগবান সব বেদ শাস্ত্রের সার বলে দিয়েছেন। প্রথমে তো ব্রহ্মা শুনবেন তাইনা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে সূক্ষ্মবতনে দেখানো হয়েছে। এখন বিষ্ণু তো হলেন সত্য যুগের মালিক এবং ব্রহ্মা হলেন সপ্তম যুগের। ব্রহ্মা তো এখানেই চাই, যখন ব্রাহ্মণরা দেবতায় পরিণত হয়। এ হল রুদ্র জ্ঞান যন্তু। পূর্বেও যন্তু রচনা হয়েছিল, এতেই সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বাধা হয়ে যাবে, সব শেষ হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা পুনরায় এইখানে এসে রাজত্ব করবে নতুন দুনিয়াতে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্তর থেকে ভূত (বিকার) গুলিকে দূর করে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার উপযুক্ত হতে হবে, হৃদয় দর্পণে দেখতে হবে, আমরা কতটা যোগ্য হয়েছি।

২) নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শরীরের বোধ যেন না থাকে - এই অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- পবিত্রতার রয়্যালটির দ্বারা সর্বদা প্রসন্ন থাকা হর্ষিতচিত্ত, হর্ষিতমুখ ভব
পবিত্রতার রয়্যালটি অর্থাৎ রিয়ালিটি সম্পন্ন আত্মারা সদা খুশীতে নাচতে থাকে। তাদের খুশী কখনও কম, কখনও বেশি হয় না। দিন দিন সব সময় আরও খুশী বৃদ্ধি হতে থাকবে, তাদের অন্তরে এক বাইরে অন্য ভাব থাকবে না। বৃত্তি, দৃষ্টি, বোল ও আচরণ সব হবে সত্য। এমন রিয়্যাল রয়্যাল আত্মাদের চিত্ত এবং ভাব ভাবেও সদা প্রসন্ন বা হর্ষিত থাকবে। হর্ষিতচিত্ত, হর্ষিতমুখ অবিনাশী হবে।

স্নোগান:- জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ বল হল পবিত্রতার বল।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ-সহ যা কিছু এই চক্ষু দ্বারা দেখে থাকে সেসব ভুলে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো, কারণ এ'সবকিছু এখন সমাপ্ত হয়ে যাবে"

প্রশ্ন : - সত্যযুগের রাজ্য পদের লটারী জয়ের জন্য পুরুষার্থ কী ?

উত্তর : - সত্যযুগের রাজ্যপদ নিতে হলে নিজের উপর পুরোপুরি নজর দাও। ভিতরে কোনো ভূত যেন না থাকে। যদি ভূত থাকে তবে লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে না। রাজা হওয়ার জন্য প্রজা তৈরী করা প্রয়োজন। ২) এখানেই ক্রন্দন-ক্রফ হতে হবে। কোনো দেহ-ধারীর প্রতি যদি আসক্তি জাগে, শরীর ছেড়ে দেয় তাহলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সেইজন্য বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

গীত : - আজ নয়তো কাল....

ওম্ শান্তি । শিববাবা বলেন 'ওম্ শান্তি', তখন ঐনার আত্মাও বলবে -- 'ওম্ শান্তি'। উনি হলেন পরমাত্মা, ইনি হলেন প্রজাপিতা। ঐনার আত্মা বলে 'ওম্ শান্তি'। বাচ্চারাও বলে ওম্ শান্তি। আপন স্বধর্মকে জানতে হবে, তাই না! মানুষ তো নিজের স্বধর্মকেও জানে না। 'ওম্ শান্তি' অর্থাৎ অহম্ আত্মা শান্ত-স্বরূপ। আত্মা মন-বুদ্ধি সহ থাকে। তা ভুলে মনের নাম নিয়ে থাকে। যদি বলে আত্মা শান্তি কীভাবে পায় তাহলে বলো -- বাঃ! এও কি কোনো প্রশ্ন হলো ? আত্মা হলো স্বয়ং শান্ত-স্বরূপ, শান্তিধাম-নিবাসী। শান্তি তো ওখানে পাবে, তাই না! আত্মা শরীর ত্যাগ করে চলে যাবে, তখন শান্তিতে থাকবে। এ হলো সমগ্র দুনিয়া, এখানেই আত্মাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। শান্ত কীভাবে থাকবে। কাজ করতে হবে। মানুষ শান্তির জন্য কত এদিকে-ওদিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করে। ওদের এ'কথা জানাই নেই যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের স্বধর্ম হলো শান্ত। তোমরা এখন আত্মার ধর্মকে জেনেছো। আত্মা হলো বিন্দুর মতন। বাবা বুদ্ধিয়েছেন যে সকলেই বলে নিরাকার পরমাত্মায় নমঃ। পরমপিতা ঐনাকেই বলা হয়। তিনি হলেন নিরাকার। ঐনাকে শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়ে থাকে। এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগ ওই দিকেই আছে। সব মানুষই হলো দেহ অভিমানী। তাদের বাবার সঙ্গে যোগ থাকে না। বাচ্চারা, তোমাদের প্রতিটি কথা বোঝান হয়ে থাকে। গানও করে -- 'ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ', ব্রহ্মার নাম নিয়ে কখনো এরকম বলবে না যে "ব্রহ্মা পরমাত্মায়ঃ নমঃ"। একজনকেই পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। তিনি হলেন রচয়িতা। তোমরা জানো যে আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। তিনি আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেছেন, আপন করে নিয়েছেন। ব্রহ্মার আত্মাকেও আপন করে নিয়েছেন, উত্তরাধিকার প্রদান করার জন্য। ব্রহ্মার আত্মাকেও বলেন -- আমায় স্মরণ করো। বি.কে.- দেরকেও বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। দেহ অভিমান ত্যাগ করো। এ হলো জ্ঞানের কথা। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এই শরীর জরাগ্রস্ত হয়ে গেছে। অসুস্থ রুগী হয়ে গেছে। বাচ্চারা, তোমরা কত নিরোগী ছিলে। সত্যযুগে কোনো রোগ ছিল না। এভারহেল্ডী ছিলে। কখনো দেউলিয়া হয়ে যাও নি। এখন থেকেই ২১ জন্মের জন্য নিজেদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নেয়, সেইজন্য দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে না। এখানে তো দেউলিয়া হয়ে যায়। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে -- গায়নও করা হয় "পরমপিতা পরমাত্মা শিবায়ঃ নমঃ", ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলবে না। ঐনাকে প্রজাপিতা বলা হয়ে থাকে। দেবতারা সূক্ষ্মলোকে থাকে। এ'কথা কারোর জানা নেই যে প্রজাপিতাই গিয়ে পুনরায় ফরিস্তায় পরিণত হন। সূক্ষ্মলোক-নিবাসী হন অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহধারী। বাবা এখন বাচ্চাদের বোঝান -- মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। তোমরাও নিরাকার, আমিও নিরাকার। মামেকম্ স্মরণ করতে হবে আর যেসকল দেহধারী আছে তাদের থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে। দেহ-সহ এই নেত্র দ্বারা যাকিছু দেখো, সে'সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। পুনরায় তোমাদের যেতে হবে -- সুখধাম ভায়া শান্তিধাম। সেই সুখধাম অথবা কৃষ্ণপুত্রীরই আকাশ্যা তোমরা রেখে থাকো। সে'জন্য বাবা বলেন -- শান্তিধাম সুখধামকে স্মরণ করো। যদিও সত্যযুগেও পবিত্রতা, সুখ, শান্তি থাকে কিন্তু তাকে শান্তিধাম বলা হবে না। কর্ম তো সকলকেই করতে হবে। রাজত্ব করতে হবে। সত্যযুগেও কর্ম করা হয় কিন্তু তা বিকর্ম হয় না কারণ সেখানে মায়াই নেই, এ তো সহজেই বোঝার মতন কথা। ব্রহ্মার হলো দিন, দিনে কখনো ধাক্কা খায় না। রাতের অন্ধকারে ধাক্কা খেতে হয়। তাহলে আধাকল্প হলো ভক্তি, ব্রহ্মার রাত। আধাকল্প হলো ব্রহ্মার দিন। বাবা বলেছেন -- একটি জায়গায় ৬ মাস দিন, ৬ মাস রাত হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো শাস্ত্রে এ'সমস্ত কথার গায়ন করা হয় না। এ হলো ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত যা শাস্ত্রে গায়ন করা হয়। এখন বিষ্ণুর রাত কেন বলা হয় না! ওখানে ঐনার এই

জ্ঞানই নেই। ব্রাহ্মণদের জানা রয়েছে -- ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের জন্য এ হলো অসীমের দিন আর রাত। শিববার দিন আর রাত বলা হবে না। বাচ্চারা জানে আমাদের অর্ধেক কল্প দিন তারপর অর্ধেক কল্প হলো রাত। খেলাও এমন, সন্ধ্যাসী প্রবৃত্তি মার্গের লোকেরা জানে না। তারা তো হলো নিবৃত্তিমার্গের। তারা স্বর্গ আর নরকের কথা জানে না। তারা বলে স্বর্গ কোথা থেকে এসেছে কারণ শাস্ত্রে তো সত্যযুগকেও নরক বানিয়ে দিয়েছে। এখন বাবা অতি মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে থাকেন। তিনি বলেন -- বৎস, আমি হলাম নিরাকার জ্ঞানের সাগর। আমার ভূমিকা জ্ঞান প্রদান করার যা এইসময়েই ইমার্জ হয়। বাবা নিজের পরিচয় দেন। ভক্তিমার্গে আমার জ্ঞান ইমার্জ হয় না। তা এখন ইমার্জ হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যেমন ৮৪ জন্মের রীল ভরা রয়েছে, তেমনই আমারও যে যে ভূমিকা ড্রামায় যখন নির্ধারিত রয়েছে, তা সেইসময়েই পালিত হয়। এতে সংশয়ের কথা নেই। যদি আমার মধ্যে জ্ঞান ইমার্জ থাকতো তাহলে ভক্তিমার্গেও কাউকে শোনাতাম! ওখানে লক্ষ্মী-নারায়ণেরও এই জ্ঞান নেই। ড্রামায় নির্ধারণ করাই নেই। মনুষ্যমাত্রেরই কেউ যদি বলে যে অমুক গুরু আমাদের সঙ্গতি দেন। কিন্তু গুরুরা কিভাবে সঙ্গতি দেবে? ওদেরও তো ভূমিকা রয়েছে, আর কেউ আবার বলে বরাবর দুনিয়া রিপীট হতে থাকে। এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। ওরা আবার চরকা রেখে দিয়েছে। এ হলো সৃষ্টির চক্র। আশ্চর্য দেখো, চরকা ঘোরালে পেট পূজা হয়। এখানে এই সৃষ্টি চক্রকে জানলে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়। বাবা যথার্থ রীতি অনুসারে বসে অর্থ শুনিয়ে থাকেন। বাকি সকলেই বৈঠক রীতি অনুসারে শুনিয়ে থাকে। তোমাদের বুদ্ধির তালা খোলা রয়েছে। সর্বোচ্চ হলেন ভগবান, তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন সুক্ষ্মলোক-নিবাসী। তারপর স্থূললোকে প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারপর হলেন জগদম্বা, জগৎ পিতা। ওঁনারা হলেন সঙ্গমের। তারা তো হলো মানুষই। ভূজ ইত্যাদি কিছুই নেই। ব্রহ্মারও দুটি ভূজ (হাত) রয়েছে। ভক্তিমার্গের চিত্রে কতগুলো করে ভূজ দিয়ে দিয়েছে। যদি কারো আটটি ভূজ হয় তবে তো আটটি পাও হওয়া উচিত। এরকম তো হয় না। দেখানো হয়, রাবণের দশটি মাথা, তবে তো পা কুড়িটি হওয়া উচিত। এ সমস্ত হলো পুতুল খেলা। কিছুই বোঝে না। রামায়ণ যখন শোনানো হয় তখন অত্যন্ত কান্নাকাটি করে। বাবা বোঝান -- এ'সব হলো ভক্তিমার্গ, যবে থেকে তোমরা বামমার্গে গিয়েছো তবে থেকে কাম-চিঁতায় বসে তোমরা কালো হয়ে গিয়েছো। এখন এক জন্ম জ্ঞান-চিতার হস্তবন্ধনে(জ্ঞানের সঙ্গে গাঁটবন্ধনে) ২১জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ওখানে আত্ম-অভিমानी হয়। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য নিয়ে নেয়। কান্নাকাটির কথাই থাকে না। এখানে সন্তানের জন্ম হলে অভিনন্দন জানাবে। ধুমধাম করে পালন করা হবে। কাল সন্তান মারা গেলে তখন হয়, ঈশ্বর! বলে শোরগোল করবে। এ হলো দুঃখধাম, তাই না! জানো যে সমগ্র এই খেলা ভারতের উপরেই। ভারত হলো অবিনাশী খন্ড। এরমধ্যেই সুখ-দুঃখ, নরক-স্বর্গের উত্তরাধিকার লাভ হয়। অবশ্যই হেভেনলী গডফাদারই হেভেন(স্বর্গ) স্থাপন করেছিলেন। লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা হলে তখন কারোর স্মরণে কিকরে আসবে! কারোর জানা নেই - স্বর্গ আবার কখন হবে! বলে যে কলিযুগের আয়ু এখন চল্লিশ হাজার বছর। তাহলে এখন চল্লিশ হাজার বছরে কত জন্ম নিতে হবে! যেমন পাঁচ হাজার বছরে হলো ৮৪ জন্ম। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো। তোমরা আলোয় রয়েছে। বাকি যাদের জ্ঞান নেই, তারা অজ্ঞান নিদ্রায় শায়িত রয়েছে। এ হলো অজ্ঞানতার অন্ধকার রাত অর্থাৎ সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান নেই। আমরা হলাম অ্যাক্টর, এই সৃষ্টি চক্রের চারটি ভাগ আছে। এই কথাগুলি মানুষই জানবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনেছো, বাবা হলেন নলেজফুল। ওঁনার মধ্যে যে যে গুণগুলি আছে, সে'সব তোমাদের দান করে দেন। জ্ঞানের সাগরের থেকে তোমরা উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। বাবা সর্বদাই বলেন -- দেহধারীকে স্মরণ কোরো না। যদিও আমিও দেহ দ্বারাই শুনিয়ে থাকি। কিন্তু স্মরণ তোমরা নিরাকার আমাকেই করবে। স্মরণ করতে থাকলে ধারণাও হবে, বুদ্ধির তালাও খুলবে। ১৫ মিনিট বা আধা ঘন্টা থেকে শুরু করো, তারপর বাড়তে থাকো। পরবর্তী সময়ে একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না থাকে, সেইজন্যই সন্ধ্যাসীরা সবকিছু ত্যাগ করে। তপস্যায় বসে, যখন শরীর ত্যাগ করে সেইসময় আশেপাশের বায়ুমন্ডলও শান্তির (শান্ত) হয়ে যায়। যেন কোনো শহরে কোনো মহাপুরুষ শরীর ত্যাগ করেছেন। তোমাদের তো এখন জ্ঞান আছে। আত্মা হলো অবিনাশী, সে বিলীন হতে পারে না। ওদের মধ্যে এই জ্ঞান নেই।

বাবা বোঝান যে আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। তার মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে তারও বিনাশ হয় না। এ হলো চিত্তাকর্ষক ড্রামা। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ..... এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। তোমরা পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে থাকো। তারপর নশ্বরের ক্রমানুযায়ী আর সব ধর্মাবলম্বীরা আসতে থাকে। গডফাদার হলেন একজনই। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতেই থাকে, অন্য বৃক্ষের উৎপত্তি হতে পারে না। চক্রও একটাই, স্মরণও একজনকেই করা হয়ে থাকে। গুরুনানক-কে স্মরণ করে কিন্তু ওনাকে আবার নিজের সময়ানুসারে আসতে হবে। জন্ম, মৃত্যুতে তো সকলকেই আসতে হবে। লোকেরা মনে করে -- কৃষ্ণ হলেন হাজিরা-হজুর(সেবায় উপস্থিত)। কেউ কাউকে মানে, কেউ কাউকে। বাবা বোঝান -- বাচ্চারা, যুক্তি সহকারে বোঝাও যে ঈশ্বর সকলের এক, তিনি হলেন নিরাকার। এখানে গীতা হলো সকলের

মাতা-পিতা কারণ তার দ্বারাই সকলের সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। বাবা হলেন সকলের দুঃখ-হরণকারী, সুখ-প্রদানকারী। ভারত হলো সকলের তীর্থস্থান। সঙ্গতি বাবার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। এটা হলো ওঁনার বার্থপ্লেস(জন্মস্থান), সকলেই ওঁনাকে স্মরণ করে। বাবা-ই এসে সকলকে রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করেন। এখন এই হলো অতি ভয়াবহ নরক।

বাবা এখন বলেন - হে দেহধারী আত্মারা, এখন ফিরে যেতে হবে, কেবল আমায় স্মরণ করো। কখনো দেহধারীতে আবদ্ধ হয়ে পড়লে ক্রন্দন করতে হবে। একজনকেই স্মরণ করতে হবে, ওখানে আসতে হবে। ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কান্নাকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কেউ মারা গেল আর তোমরা কান্নাকাটি করতে থাকবে তাহলে তো তোমরা ক্রন্দন-প্রফ হতে পারবে না। কারোর স্মরণে আঘাতপ্রাপ্ত হলে আর মারা গেলে তাহলে তো দুর্গতি হয়ে যাবে। তোমাদের তো শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে, তাই না! হার্টফেলও হয়ে যায়। তোমাদের তো উঠতে-বসতে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এও বুদ্ধিতে বসাতে হয় কারণ সারাদিনে স্মরণ না করলে তখন সংগঠনে বসাতে হয়। সকলের একত্রতায় ফোর্স(জোর) আসে। যদি আর কারোর স্মৃতি বুদ্ধিতে থাকে তবে পুনরায় জন্ম নিতে হবে। যাকিছুই হয়ে যাক, স্থির(স্থিরিয়াম) থাকতে হবে। দেহের অভিমান যেন না থাকে। যতখানি বাবাকে স্মরণ করো, সেই স্মরণ (স্মৃতির) রেকর্ডে নির্ধারিত হয়ে যায়। তোমাদের খুশিও হবে অনেক। আমরা দ্রুত চলে যাব। গিয়ে সিংহাসনে বসবো। বাবা সর্বদাই বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা কখনো কান্নাকাটি করবে না, কান্নাকাটি করে বিধবারা (পতিহীনা)। এখানেই তোমাদের সর্বগুণসম্পন্ন হতে হবে, যা পরে অবিনাশী হয়ে যায়। পরিশ্রম করা চাই। নিজের উপর নজর রাখতে হবে, কোনো ভূত থাকলে তাহলে উচ্চপদ পেতে পারবে না। নারদ ভক্ত ছিল - লক্ষ্মীকে বরণ করতে চাইত, কিন্তু চেহারা অর্থাৎ (আচরণ) দেখেছো তো বাঁদরের মতন...। তোমরা পুরুষার্থ করছো লক্ষ্মীকে বরণ করবার জন্য, যার মধ্যে পাঁচ ভূত থাকবে সে কীভাবে বরণ করবে! অনেক পরিশ্রম করা চাই। অতি মূল্যবান লটারী জেতো। আমরা রাজা অবশ্যই হবো, তাহলে প্রজাও হবে। হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ বৃদ্ধি হতে থাকবে। কেউ এলে সর্বপ্রথমে তাদের বাবার পরিচয় দাও। পতিত-পাবন, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কীসের সম্বন্ধ! তখন অবশ্যই বলবে যে তিনি হলেন পিতা। আচ্ছা লেখো, একজনই হলেন পতিত-পাবন, সকলকে পবিত্র করেন। লিখিয়ে নিলে কেউ তর্ক করবে না। বলো, তুমি এখানে শুনতে এসেছো, নাকি শোনাতে? সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন এক নিরাকার, তাই না! তিনি কখনো আকার-সাকারে আসেন না। আচ্ছা, তাহলে প্রজাপিতার সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ? ইনি হলেন সাকারী, উনি হলেন নিরাকারী। আমরা অদ্বিতীয় পিতাকেই স্মরণ করি। আমাদের এইম অবজেক্ট হলো এটা। এঁনার থেকে আমরা রাজত্ব পাবো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো দেহধারীর দিকে নিজের বুদ্ধি যেন আবদ্ধ না হয়ে পড়ে। স্মরণের রেকর্ড ঠিক রাখতে হবে। কখনো কান্নাকাটি (আক্ষেপ) করা উচিত নয়।

২) নিজের শান্তির স্বধর্মে স্থির থাকতে হবে। শান্তির জন্য এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করা উচিত নয়। সকলকে এই ঘোরাঘুরি করা থেকে মুক্ত করতে হবে। শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- নির্মাণতার (নম্রচিত্ত) দ্বারা নব নির্মাণকারী নিরাশা এবং অভিমান থেকে মুক্ত ভব কখনোই পুরুষার্থে নিরাশ হযো না। করতেই হবে, হতেই হবে, বিজয়মালা আমারই স্মারকচিহ্ন, এই স্মৃতিতেই বিজয়ী হও। এক সেকেন্ড বা মিনিটের জন্যও নিরাশাকে নিজের অন্তরে স্থান দিও না। অভিমান আর নিরাশা -- এই দুটিই মহাবলবান হতে দেয় না। অভিমানীদের অপমান বোধের ফিলিংস অতি প্রবল, সেইজন্য এই দুটি বিষয়ের থেকে মুক্ত হয়ে নির্মাণ (নিরহংকারী) হও তবেই নব নির্মাণের কার্য করতে পারবে।

স্লোগান:- বিশ্ব সেবায় আসনে আসীন থাকো তাহলে রাজ্য-সিংহাসনাধিকারী হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ-সহ যা কিছুর এই চক্ষু দ্বারা দেখে থাকে সেসব ভুলে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো, কারণ এ'সবকিছু এখন সমাপ্ত হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - সত্যযুগের রাজ্য পদের লটারী জয়ের জন্য পুরুষার্থ কী ?

*উত্তরঃ - সত্যযুগের রাজ্যপদ নিতে হলে নিজের উপর পুরোপুরি নজর দাও। ভিতরে কোনো ভূত যেন না থাকে। যদি ভূত থাকে তবে লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে না। রাজা হওয়ার জন্য প্রজা তৈরী করা প্রয়োজন। ২) এখানেই ক্রন্দন-প্রফু হতে হবে। কোনো দেহ-ধারীর প্রতি যদি আসক্তি জাগে, শরীর ছেড়ে দেয় তাহলে পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে। সেইজন্য বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

*গীতঃ- আজ নয়তো কাল....

ওম্ শান্তি । শিববাবা বলেন 'ওম্ শান্তি', তখন ঐনার আত্মাও বলবে -- 'ওম্ শান্তি'। উনি হলেন পরমাত্মা, ইনি হলেন প্রজাপিতা। ঐনার আত্মা বলে 'ওম্ শান্তি'। বাচ্চারাও বলে ওঁম শান্তি। আপন স্বধর্মকে জানতে হবে, তাই না! মানুষ তো নিজের স্বধর্মকেও জানে না। 'ওম্ শান্তি' অর্থাৎ অহম্ আত্মা শান্ত-স্বরূপ। আত্মা মন-বুদ্ধি সহ থাকে। তা ভুলে মনের নাম নিয়ে থাকে। যদি বলে আত্মা শান্তি কীভাবে পায় তাহলে বলো -- বাঃ! এও কি কোনো প্রশ্ন হলো ? আত্মা হলো স্বয়ং শান্ত-স্বরূপ, শান্তিধাম-নিবাসী। শান্তি তো ওখানে পাবে, তাই না! আত্মা শরীর ত্যাগ করে চলে যাবে, তখন শান্তিতে থাকবে। এ হলো সমগ্র দুনিয়া, এখানেই আত্মাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। শান্ত কীভাবে থাকবে। কাজ করতে হবে। মানুষ শান্তির জন্য কত এদিকে-ওদিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করে। ওদের এ'কথা জানাই নেই যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের স্বধর্ম হলো শান্ত। তোমরা এখন আত্মার ধর্মকে জেনেছো। আত্মা হলো বিন্দুর মতন। বাবা বুঝিয়েছেন যে সকলেই বলে নিরাকার পরমাত্মায় নমঃ। পরমপিতা ওঁনাকেই বলা হয়। তিনি হলেন নিরাকার। ওঁনাকে শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়ে থাকে। এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগ ওই দিকেই আছে। সব মানুষই হলো দেহ অভিমানী। তাদের বাবার সঙ্গে যোগ থাকে না। বাচ্চারা, তোমাদের প্রতিটি কথা বোঝান হয়ে থাকে। গানও করে -- 'ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ', ব্রহ্মার নাম নিয়ে কখনো এরকম বলবে না যে "ব্রহ্মা পরমাত্মায় নমঃ"। একজনকেই পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। তিনি হলেন রচয়িতা। তোমরা জানো যে আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। তিনি আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেছেন, আপন করে নিয়েছেন। ব্রহ্মার আত্মাকেও আপন করে নিয়েছেন, উত্তরাধিকার প্রদান করার জন্য। ব্রহ্মার আত্মাকেও বলেন -- আমায় স্মরণ করো। বি.কে.- দেবকেও বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। দেহ অভিমান ত্যাগ করো। এ হলো জ্ঞানের কথা। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এই শরীর জরাগ্রস্ত হয়ে গেছে। অসুস্থ রুগী হয়ে গেছে। বাচ্চারা, তোমরা কত নিরোগী ছিলে। সত্যযুগে কোনো রোগ ছিল না। এভারহেল্ডী ছিলে। কখনো দেউলিয়া হয়ে যাও নি। এখন থেকেই ২১ জন্মের জন্য নিজেদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নেয়, সেইজন্য দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে না। এখানে তো দেউলিয়া হয়ে যায়। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে -- গায়নও করা হয় "পরমপিতা পরমাত্মা শিবায় নমঃ", ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলবে না। ওঁনাকে প্রজাপিতা বলা হয়ে থাকে। দেবতারা সূক্ষ্মলোকে থাকে। এ'কথা কারোর জানা নেই যে প্রজাপিতাই গিয়ে পুনরায় ফরিষ্টায় পরিণত হন। সূক্ষ্মলোক-নিবাসী হন অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহধারী। বাবা এখন বাচ্চাদের বোঝান -- মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। তোমরাও নিরাকার, আমিও নিরাকার। মামেকম্ স্মরণ করতে হবে আর যেসকল দেহধারী আছে তাদের থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে। দেহ-সহ এই নেত্র দ্বারা যাকিছু দেখো, সে'সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। পুনরায় তোমাদের যেতে হবে -- সুখধাম ভায়া শান্তিধাম। সেই সুখধাম অথবা কৃষ্ণপুরীরই আকাশ্যা তোমরা রেখে থাকো। সে'জন্য বাবা বলেন -- শান্তিধাম সুখধামকে স্মরণ করো। যদিও সত্যযুগেও পবিত্রতা, সুখ, শান্তি থাকে কিন্তু তাকে শান্তিধাম বলা হবে না। কর্ম তো সকলকেই করতে হবে। রাজত্ব করতে হবে। সত্যযুগেও কর্ম করা হয় কিন্তু তা বিকর্ম হয় না কারণ সেখানে মায়াই নেই, এ তো সহজেই বোঝার মতন কথা। ব্রহ্মার হলো দিন, দিনে কখনো ধাক্কা খায় না। রাতের অন্ধকারে ধাক্কা খেতে হয়। তাহলে আধাকল্প হলো ভক্তি, ব্রহ্মার রাত। আধাকল্প হলো ব্রহ্মার দিন। বাবা বলেছেন -- একটি জায়গায় ৬ মাস দিন, ৬ মাস রাত হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো শাস্ত্রে এ'সমস্ত কথার গায়ন করা হয় না। এ হলো ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত যা শাস্ত্রে গায়ন করা হয়। এখন বিষ্ণুর রাত কেন বলা হয় না! ওখানে ওঁনার এই জ্ঞানই নেই। ব্রাহ্মণদের জানা রয়েছে -- ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের জন্য এ হলো অসীমের দিন আর রাত। শিববাবার দিন আর রাত বলা হবে না। বাচ্চারা জানে আমাদের অর্ধেক কল্প দিন তারপর অর্ধেক কল্প হলো রাত। খেলাও

এমন, সন্ন্যাসী প্রবৃত্তি মার্গের লোকেরা জানে না। তারা তো হলো নিবৃত্তিমার্গের। তারা স্বর্গ আর নরকের কথা জানে না। তারা বলে স্বর্গ কোথা থেকে এসেছে কারণ শাস্ত্রে তো সত্যযুগকেও নরক বানিয়ে দিয়েছে। এখন বাবা অতি মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে থাকেন। তিনি বলেন -- বৎস, আমি হলাম নিরাকার জ্ঞানের সাগর। আমার ভূমিকা জ্ঞান প্রদান করার যা এইসময়েই ইমার্জ হয়। বাবা নিজের পরিচয় দেন। ভক্তিমার্গে আমার জ্ঞান ইমার্জ হয় না। তা এখন ইমার্জ হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যেমন ৮৪ জন্মের রীল ভরা রয়েছে, তেমনই আমারও যে যে ভূমিকা ড্রামায় যখন নির্ধারিত রয়েছে, তা সেইসময়েই পালিত হয়। এতে সংশয়ের কথা নেই। যদি আমার মধ্যে জ্ঞান ইমার্জ থাকতো তাহলে ভক্তিমার্গেও কাউকে শোনাতাম! ওখানে লক্ষ্মী-নারায়ণেরও এই জ্ঞান নেই। ড্রামায় নির্ধারণ করাই নেই। মনুষ্যমাত্রের কেউ যদি বলে যে অমুক গুরু আমাদের সঙ্গতি দেন। কিন্তু গুরুরা কিভাবে সঙ্গতি দেবে? ওদেরও তো ভূমিকা রয়েছে, আর কেউ আবার বলে বরাবর দুনিয়া রিসীট হতে থাকে। এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। ওরা আবার চরকা রেখে দিয়েছে। এ হলো সৃষ্টির চক্র। আশ্চর্য দেখো, চরকা ঘোরালে পেট পূজা হয়। এখানে এই সৃষ্টি চক্রকে জানলে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়। বাবা যথার্থ রীতি অনুসারে বসে অর্থ শুনিয়ে থাকেন। বাকি সকলেই বৈঠক রীতি অনুসারে শুনিয়ে থাকে। তোমাদের বুদ্ধির তালা খোলা রয়েছে। সর্বোচ্চ হলেন ভগবান, তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্মলোক-নিবাসী। তারপর সূক্ষ্মলোকে প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারপর হলেন জগদম্বা, জগৎ পিতা। ওঁনারা হলেন সঙ্গমের। তারা তো হলো মানুষই। ভূজ ইত্যাদি কিছুই নেই। ব্রহ্মারও দুটি ভূজ (হাত) রয়েছে। ভক্তিমার্গের চিত্রে কতগুলো করে ভূজ দিয়ে দিয়েছে। যদি কারো আটটি ভূজ হয় তবে তো আটটি পাও হওয়া উচিত। এরকম তো হয় না। দেখানো হয়, রাবণের দশটি মাথা, তবে তো পা কুড়িটি হওয়া উচিত। এ সমস্ত হলো পুতুল খেলা। কিছুই বোঝে না। রামায়ণ যখন শোনানো হয় তখন অত্যন্ত কান্নাকাটি করে। বাবা বোঝান -- এ'সব হলো ভক্তিমার্গ, যবে থেকে তোমরা বামমার্গে গিয়েছো তবে থেকে কাম-চিতায় বসে তোমরা কালো হয়ে গিয়েছো। এখন এক জন্ম জ্ঞান-চিতার হস্তবন্ধনে(জ্ঞানের সঙ্গে গাঁটবন্ধনে) ২১জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ওখানে আত্ম-অভিমानी হয়। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য নিয়ে নেয়। কান্নাকাটির কথাই থাকে না। এখানে সন্তানের জন্ম হলে অভিনন্দন জানাবে। ধুমধাম করে পালন করা হবে। কাল সন্তান মারা গেলে তখন হয়, ঈশ্বর! বলে শোরগোল করবে। এ হলো দুঃখধাম, তাই না! জানো যে সমগ্র এই খেলা ভারতের উপরেই। ভারত হলো অবিনাশী খন্ড। এরমধ্যেই সুখ-দুঃখ, নরক-স্বর্গের উত্তরাধিকার লাভ হয়। অবশ্যই হেভেনলী গডফাদারই হেভেন(স্বর্গ) স্থাপন করেছিলেন। লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা হলে তখন কারোর স্মরণে কিকরে আসবে! কারোর জানা নেই - স্বর্গ আবার কখন হবে! বলে যে কলিযুগের আয়ু এখন চল্লিশ হাজার বছর। তাহলে এখন চল্লিশ হাজার বছরে কত জন্ম নিতে হবে! যেমন পাঁচ হাজার বছরে হলো ৮৪ জন্ম। বাম্ভারা, এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো। তোমরা আলোয় রয়েছে। বাকি যাদের জ্ঞান নেই, তারা অজ্ঞান নিদ্রায় শায়িত রয়েছে। এ হলো অজ্ঞানতার অন্ধকার রাত অর্থাৎ সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান নেই। আমরা হলাম অ্যাক্টর, এই সৃষ্টি চক্রের চারটি ভাগ আছে। এই কথাগুলি মানুষই জানবে। বাম্ভারা, এখন তোমরা জেনেছো, বাবা হলেন নলেজফুল। ওঁনার মধ্যে যে যে গুণগুলি আছে, সে'সব তোমাদের দান করে দেন। জ্ঞানের সাগরের থেকে তোমরা উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। বাবা সর্বদাই বলেন -- দেহধারীকে স্মরণ কোরো না। যদিও আমিও দেহ দ্বারাই শুনিয়ে থাকি। কিন্তু স্মরণ তোমরা নিরাকার আমাকেই করবে। স্মরণ করতে থাকলে ধারণাও হবে, বুদ্ধির তালাও খুলবে। ১৫ মিনিট বা আধা ঘন্টা থেকে শুরু করো, তারপর বাড়তে থাকো। পরবর্তী সময়ে একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না থাকে, সেইজন্যই সন্ন্যাসীরা সবকিছু ত্যাগ করে। তপস্যায় বসে, যখন শরীর ত্যাগ করে সেইসময় আশেপাশের বায়ুমন্ডলও শান্তির (শান্ত) হয়ে যায়। যেন কোনো শহরে কোনো মহাপুরুষ শরীর ত্যাগ করেছেন। তোমাদের তো এখন জ্ঞান আছে। আত্মা হলো অবিনাশী, সে বিলীন হতে পারে না। ওদের মধ্যে এই জ্ঞান নেই।

বাবা বোঝান যে আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। তার মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে তারও বিনাশ হয় না। এ হলো চিত্তাকর্ষক ড্রামা। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ..... এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। তোমরা পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে থাকো। তারপর নব্বয়ের ক্রমানুযায়ী আর সব ধর্মাবলম্বীরা আসতে থাকে। গডফাদার হলেন একজনই। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতেই থাকে, অন্য বৃক্ষের উৎপত্তি হতে পারে না। চক্রও একটাই, স্মরণও একজনকেই করা হয়ে থাকে। গুরুনানক-কে স্মরণ করে কিন্তু ওনাকে আবার নিজের সময়ানুসারে আসতে হবে। জন্ম, মৃত্যুতে তো সকলকেই আসতে হবে। লোকেরা মনে করে -- কৃষ্ণ হলেন হাজিরা-হজুর(সেবায় উপস্থিত)। কেউ কাউকে মানে, কেউ কাউকে। বাবা বোঝান -- বাম্ভারা, যুক্তি সহকারে বোঝাও যে ঈশ্বর সকলের এক, তিনি হলেন নিরাকার। এখানে গীতা হলো সকলের মাতা-পিতা কারণ তার দ্বারাই সকলের সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। বাবা হলেন সকলের দুঃখ-হরণকারী, সুখ-প্রদানকারী। ভারত হলো সকলের তীর্থস্থান। সঙ্গতি বাবার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। এটা হলো ওঁনার বার্থপ্লেস(জন্মস্থান), সকলেই ওঁনাকে স্মরণ

করে। বাবা-ই এসে সকলকে রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করেন। এখন এই হলো অতি ভয়াবহ নরক।

বাবা এখন বলেন - হে দেহধারী আত্মারা, এখন ফিরে যেতে হবে, কেবল আমায় স্মরণ করো। কখনো দেহধারীতে আবদ্ধ হয়ে পড়লে ক্রন্দন করতে হবে। একজনকেই স্মরণ করতে হবে, ওখানে আসতে হবে। ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কাল্মাকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কেউ মারা গেল আর তোমরা কাল্মাকাটি করতে থাকবে তাহলে তো তোমরা ক্রন্দন-শ্রুতিতে পারবে না। কারোর স্মরণে আঘাতপ্রাপ্ত হলে আর মারা গেলে তাহলে তো দুর্গতি হয়ে যাবে। তোমাদের তো শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে, তাই না! হার্টফেলও হয়ে যায়। তোমাদের তো উঠতে-বসতে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এও বুদ্ধিতে বসাতে হয় কারণ সারাদিনে স্মরণ না করলে তখন সংগঠনে বসাতে হয়। সকলের একত্রতায় ফোর্স(জোর) আসে। যদি আর কারোর স্মৃতি বুদ্ধিতে থাকে তবে পুনরায় জন্ম নিতে হবে। যাকিছুই হয়ে যাক, স্থির(স্থিরিয়াম) থাকতে হবে। দেহের অভিমান যেন না থাকে। যতখানি বাবাকে স্মরণ করো, সেই স্মরণ (স্মৃতির) রেকর্ডে নির্ধারিত হয়ে যায়। তোমাদের খুশিও হবে অনেক। আমরা দ্রুত চলে যাব। গিয়ে সিংহাসনে বসবো। বাবা সর্বদাই বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা কখনো কাল্মাকাটি করবে না, কাল্মাকাটি করে বিধবারা (পতিহীনা)। এখানেই তোমাদের সর্বগুণসম্পন্ন হতে হবে, যা পরে অবিনাশী হয়ে যায়। পরিশ্রম করা চাই। নিজের উপর নজর রাখতে হবে, কোনো ভূত থাকলে তাহলে উচ্চপদ পেতে পারবে না। নারদ ভক্ত ছিল - লক্ষ্মীকে বরণ করতে চাইত, কিন্তু চেহারা অর্থাৎ (আচরণ) দেখেছো তো বাঁদরের মতন...। তোমরা পুরুষার্থ করছো লক্ষ্মীকে বরণ করবার জন্য, যার মধ্যে পাঁচ ভূত থাকবে সে কীভাবে বরণ করবে! অনেক পরিশ্রম করা চাই। অতি মূল্যবান লটারী জেতো। আমরা রাজা অবশ্যই হবো, তাহলে প্রজাও হবে। হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ বৃদ্ধি হতে থাকবে। কেউ এলে সর্বপ্রথমে তাদের বাবার পরিচয় দাও। পতিত-পাবন, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কীসের সম্বন্ধ! তখন অবশ্যই বলবে যে তিনি হলেন পিতা। আচ্ছা লেখো, একজনই হলেন পতিত-পাবন, সকলকে পবিত্র করেন। লিখিয়ে নিলে কেউ তর্ক করবে না। বলো, তুমি এখানে শুনতে এসেছো, নাকি শোনাতে? সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন এক নিরাকার, তাই না! তিনি কখনো আকার-সাকারে আসেন না। আচ্ছা, তাহলে প্রজাপিতার সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ? ইনি হলেন সাকারী, উনি হলেন নিরাকারী। আমরা অদ্বিতীয় পিতাকেই স্মরণ করি। আমাদের এইম অবজেক্ট হলো এটা। এঁনার থেকে আমরা রাজত্ব পাবো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনো দেহধারীর দিকে নিজের বুদ্ধি যেন আবদ্ধ না হয়ে পড়ে। স্মরণের রেকর্ড ঠিক রাখতে হবে। কখনো কাল্মাকাটি (আক্ষেপ) করা উচিত নয়।

২) নিজের শান্তির স্বধর্মে স্থির থাকতে হবে। শান্তির জন্য এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করা উচিত নয়। সকলকে এই ঘোরাঘুরি করা থেকে মুক্ত করতে হবে। শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ:- নির্মাণতার (নম্রচিত্ত) দ্বারা নব নির্মাণকারী নিরাশা এবং অভিমান থেকে মুক্ত ভব কখনোই পুরুষার্থে নিরাশ হয়ো না। করতেই হবে, হতেই হবে, বিজয়মালা আমারই স্মারকচিহ্ন, এই স্মৃতিতেই বিজয়ী হও। এক সেকেন্ড বা মিনিটের জন্যও নিরাশাকে নিজের অন্তরে স্থান দিও না। অভিমান আর নিরাশা -- এই দুটিই মহাবলবান হতে দেয় না। অভিমানীদের অপমান বোধের ফিলিংস অতি প্রবল, সেইজন্য এই দুটি বিষয়ের থেকে মুক্ত হয়ে নির্মাণ (নিরহংকারী) হও তবেই নব নির্মাণের কার্য করতে পারবে।

স্নোগানঃ:- বিশ্ব সেবায় আসনে আসীন থাকো তাহলে রাজ্য-সিংহাসনাধিকারী হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেবতাদের থেকেও উচ্চ হলো তোমাদের এই ব্রাহ্মণ জীবন, কেননা এই সময় তোমরা তিন লোক আর তিন কালকে জানতে পারো, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা এখন কোন্ উচ্চ চড়াই চড়ো ?

*উত্তরঃ - মানুষ থেকে দেবতা হওয়া, এ হলো উচ্চ চড়াই, যে উত্তরণের পথে তোমরা চলেছো । এমন বলাও হয়ে থাকে যে -- 'চড়লে চেখে দেখবে প্রেম রস.....' এ হলো অনেক লম্বা উত্তরণ, কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো, তোমরা উত্তরণ করো এক সেকেন্ডে, আর নামতে সময় লাগে ।

*প্রশ্নঃ - পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে গেলেই জয়জয়াকার হয়, ভক্তিমার্গে এর কী নিদর্শন রয়েছে ?

*উত্তরঃ - ভক্তিমার্গে দেখানো হয় যে, ঘড়া থেকে সীতার জন্ম হয়েছিলো, অর্থাৎ যখন পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে যায়, তখনই সীতা আর রাধার জন্ম হয় ।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়ার থেকে....

ওম শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা ভক্তিমার্গের এই গীত শুনেছে । মানুষ ডাকতে থাকে যে -- এই পতিত দুনিয়ার থেকে পাবন দুনিয়াতে নিয়ে চলো । অশান্তির দুনিয়া থেকে শান্তির দুনিয়ায় নিয়ে চলো । বুদ্ধিতে থাকে যে, অন্য কোনো দুনিয়া আছে, যেখানে শান্তিও ছিলো, আবার সুখও ছিলো । সেখানে মহারাজা - মহারানী, লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো, যার চিত্রও এখানে আছে । মানুষ যে হিস্তি - জিওগ্রাফি পড়ে, সে তো কোয়ার্টার দুনিয়ার । অর্ধেক কল্পেরও নেই তাতে । সত্যযুগ আর ত্রেতার কথা তো কেউই জানে না । মানুষের তো চোখই বন্ধ । মানুষ যেন অন্ধ । এই ওয়ার্ল্ডের হিস্তি - জিওগ্রাফি কেউই জানে না । এই ওয়ার্ল্ড কতো বড় । কখন নতুন ওয়ার্ল্ড শুরু হয়েছে, তারপর তা আবার পুরানো হয়, আবার পুরানো থেকে কবে নতুন হয়, এসব কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো । তৈরী তো অবশ্যই হবে, তাই না । গোল্ডেন, সিলভার, কপার, আয়রনে আসতেই হবে । কলিযুগের পরে সত্যযুগ আবারও অবশ্যই হবে । সঙ্গম যুগে সত্যযুগ স্থাপনকারী আসবেন । একথা বোঝার জন্য অনেক সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন । কলিযুগকে সত্যযুগ তৈরী করেন বাবা-ই । এতো সহজ কথাও কারোর বুদ্ধিতে আসে না, কেননা বুদ্ধিতে মায়ার তালা লেগে গিয়েছে । মানুষ পরমপিতা পরমাত্মার মহিমাও করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমিই বুদ্ধিমানের বুদ্ধি । আর সকলেই আসুরী মত প্রদানকারী, শ্রেষ্ঠ মত একমাত্র বাবা-ই প্রদান করেন । মানুষ মহিমা করে থাকে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না ।

বাচ্চারা, তোমরা এখন তিন লোকের জ্ঞান পেয়েছো । এমন নয় যে, তোমাদের কেবল এই জগতের জ্ঞান আছে, তোমরা এখন অসীম জগৎকেও জানো । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন মূলবতন, সূক্ষ্মবতন এবং স্থূলবতন, এই তিন লোকের জ্ঞান আছে । যারা খুব ভালোভাবে পড়ে, তাদের বুদ্ধিতেই এই জ্ঞান থাকে । তোমরা যখন স্কুলে পড়াশোনা করো, তখন সেই পড়া তো সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিতে থাকা চাই । এই তিন কালের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে । তোমরা ত্রিকালদর্শী হও । তোমাদের ত্রিলোকীনাথ বলা হবে না । ত্রিলোকীনাথ কেউ হয় না । ত্রিকালদর্শী শব্দটা সঠিক । তিন লোক আর তিন কালকে তোমরাই জানো । বরাবর আমরা মূলবতনে থাকতাম । আমরা আত্মারা ওখানে নিবাস করি । এই জ্ঞান আর কারোর বুদ্ধিতেই নেই । একথা তোমরা জানো যে, পরমপিতা পরমাত্মা হলেন ত্রিকালদর্শী । তিনি আদি - মধ্য এবং অন্তকে, আর ত্রিলোককে জানেন । লক্ষ্মী - নারায়ণকে বৈকুণ্ঠনাথ বলা যেতে পারে, কিন্তু ত্রিলোকীনাথ নয় । তাঁরা হেভেন বা স্বর্গের মালিক । বাবাকে স্বর্গ বা প্যারাডাইসের মালিক বলা হবে না । তাই এও হলো বোঝার মতো কথা । পরমাত্মার মতো কোনো মানুষ হতে পারে না । এমন বলাও হয় যে, পরমাত্মা জানিজননহার অরিসর্বজ্ঞ । তিনি নলেজফুল, কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না । মানুষ মনে করে, তিনি জানিজননহার, তাই মানুষের মনের কথা জানতে পারবেন । সর্বব্যাপী বলেও মানুষ তাঁর গ্লানি করে দেয় ।

তোমরা তো এখন ঈশ্বরীয় বংশাবলী, এরপর দৈবী বংশাবলী হবে । ঈশ্বর বড়, নাকি সত্যযুগের দেবতারা বড় ? ওই দেবতাদের থেকে বড় হলো সূক্ষ্মবতনবাসী দেবতা । সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মাকে তো বড় বলা হবে, তাই না ! তিনি হলেন-ই অব্যক্ত । ইনি তো ব্যক্ত, তাই না । ইনি যখন পাবন - ফরিস্তা হন, তখনই মহিমা । ব্রাহ্মণদের যদি এখন অলংকার দেওয়া হয়, তাহলে সেই অস্ত্রশস্ত্র এখন শোভা দেবে না । তাই বিষ্ণুকে স্বদর্শন চক্রধারী দেখানো হয় । শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম - এর

অর্থও তোমরা এখন জেনে গেছো। সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণকে তো আর অস্ত্রশস্ত্র দেবে না। এ হলো এখনকার কথা। বাস্তবে এ হলো জ্ঞানের অস্ত্রশস্ত্র। এখানে স্থূল হাতিয়ারের কোনো কথা নেই। শাস্ত্রতে তো স্থূল হাতিয়ার ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। পাণ্ডব আর কৌরবদের দেখানো হয়েছে, কিন্তু ওখানে নারীদেরকে দেখানো হয়নি। পাণ্ডব সেনাতে পুরুষ দেখানো হয়েছে, বাকি শক্তি সেনারা কোথায় গেলো? এ হলো গুপ্ত। কেউই জানে না যে, এই শিব শক্তির কোথায় গেলো। এদের বৃত্তান্ত কিছুই দেখানো হয় না। শক্তির কিভাবে লড়াই করেছিলো। সেনা তো দেখানো হয়, তাই না। কেউই বুঝতে পারে নি, যে যা কিছুই বলেছে, সে সব লিখে দিয়েছে। যথার্থ ভাবে তোমরাই এখন জানো। আমরা সবাই হলাম অভিনেতা। প্রত্যেক আত্মাই তার নিজস্ব পার্ট পেয়েছে। বাবা, যাঁকে ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর এবং মুখ্য এক্টর বলা হয়, তাঁর কাছ থেকেই তোমরা সমস্ত ড্রামার রহস্য জানতে পারো। এখানে চার যুগ আছে, অথবা চার ভাগ আছে, যাকে যুগ বলা হয়। বাস্তবে হলো পাঁচ, পাঁচ নম্বর হলো এই কল্যাণকারী যুগ। সত্যযুগ আর ত্রেতার সঙ্গমকে কল্যাণকারী বলা হবে না, কেননা তখন অবতরণের কলা হতে থাকে। সত্যপ্রধান, সত্য, রজঃ, তমঃ - এই হলো সিঁড়ি। তাই এই সিঁড়ি দিয়ে নামতেই হয়। জ্ঞানে তোমরা একবারই লাফ দাও, তারপর উপরে চড়ে যাওয়া সিঁড়ি দিয়ে আবার নামতে থাকো। সিঁড়ি দিয়ে নামা খুবই সহজ হয়ে যায়। চড়া খুবই মুশকিল হয়। তোমরা কতো পরিশ্রম করো মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়া, এ তো উঁচু সিঁড়ি, তাই না। এমন তো বলা হয় যে - চড়লে প্রেম রস চাখবে...। তোমরা জানো যে, এখন আমরা উত্তরণের কলাতে আছি এরপর যখন নেমে যাও, তখন চুরমার হয়ে যাও। কতো সময় লাগে। এ অনেক লম্বা আরোহণ। তোমরা জানো যে, এখন আমরা আরোহণ করছি, এরপর নামতে থাকবো। এই আরোহণ করতে এক সেকেন্ড সময় লাগে, পরের দিকে যারা আসবে তারা এক সেকেন্ডে চড়তে পারবে। অবলা মাতাদের উপর কতো অত্যাচার হয়। বাচ্চারা ডাকতে থাকে -- বাবা, নল্ল হওয়া থেকে রক্ষা করো। অনেক বাচ্চা আছে। অবলাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়, মারধোর করে, তখন তাদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়, পূর্ণ হয়ে তা ফেটে যায়। এমন দেখানো হয় তো, ঘড়া থেকে সীতা নির্গত হয়েছিলো। এখন তোমরা বাচ্চারা প্রকৃত সীতা রূপে বের হচ্ছে। রাধাও যেমন নির্গত হয়েছিলো, সীতাও তেমন নির্গত হয়েছিলো। রঘুপতি রাঘব রাজা রাম এই গানে সীতার নাম দিয়ে দিয়েছে। জগদম্বা - জগৎ পিতাই আবার রাজ - রাজেশ্বর, রাজ - রাজেশ্বরী হন। এনারা লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন, তারপর অস্ত্রমে দেখো কি হয়ে যান। সত্যযুগে এতো ৩৩ কোটি মানুষ ছিলো না। ওখানে তো খুব অল্পসংখ্যক থাকে। পরে বৃদ্ধি পায়। দৈবী সম্প্রদায়ই পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে করতে আবার আসুরী সম্প্রদায় হয়ে যায়। এখন বাবা আবার আসুরী সম্প্রদায়কে দৈবী সম্প্রদায় তৈরী করছেন। তিনি কল্পে - কল্পে তৈরী করেন। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান এসে গেছে। তোমরাই ত্রিকালদর্শী হও। তোমরা তিন লোকের নলেজও প্রাপ্ত করেছো। তোমরা বলবে, আমরাই পূজ্য বৈকুণ্ঠ নাথ ছিলাম, এখন পূজারী নরকের নাথ হয়ে গেছি। 'আমিই সেই' - এই নামের যথার্থ অর্থ না জানার কারণেই 'আত্মাই পরমাত্মা' এমন বলে দেয়। কতো তফাৎ করে দিয়েছে। তোমাদের এখন বোঝানো হয়েছে, এ হলো ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি। তোমরা অসীম জগতের এই চক্রকেও জেনে গেছো। তিন লোক, তিন কালকেও তোমরাই জানো।

বাবা এই গুপ্ত বিষয় পড়ান। কেউই জানে না -- গীতাতে এমন কথাই নেই। এই জ্ঞান যাঁর কাছে আছে, তিনিই শেখাবেন। আবার নিজের পার্ট সেই একই সময় রিপিট করবেন। ক্রাইস্টও নিজের পার্ট নিজের সময়েই রিপিট করবেন। তোমরা জানো যে, আমরাই সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্য এবং শূদ্রবংশী হই। এই চক্র ঘুরতে থাকে। ইসলামীরা, বৌদ্ধরাও তাদের পার্ট রিপিট করবে। যখন এক দেবী - দেবতা ধর্ম থাকে, তখন অন্য সব ধর্ম থাকে না। ওয়ার্ল্ড তো একটাই। বাবা রচয়িতা আর রচনার রহস্য বুঝিয়ে বলেছেন, এই জগতের প্রত্যেক মানুষই ব্রহ্মা। বাচ্চাদের জন্ম দেয় এবং তাদের পালনা করে। রচনা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে তার রচয়িতা বাবার থেকে। ভাই, ভাইকে উত্তরাধিকার দেয়, এমন কথা কবে শুনেছো? বাচ্চারা জানে যে, এক তো হলো জাগতিক পিতা, এ তো সবাই জানে। জাগতিক পিতার কাছ থেকে এই জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। লৌকিক টিচারও শিক্ষা দেয়, তার পড়ানোতে কেউই সম্পূর্ণ সৃষ্টির মালিক হয় না, এ হলো অসীম জগতের কথা। জগতের সবাই ওই অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করে। তাঁকে বলা-ই হয় বাবা, শিব বাবা। রচয়িতাকে তো বাবা বলা হবে, তাই না। কেবল বাবা হলো হালকা নাম, তাই শিব বাবা বলা হয়। তিনি হলেন নিরাকার। তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় - শিব বাবার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ? মানুষ বলে থাকে - শিব বাবা, ঝুলি ভরে দাও। বাবার শিব নাম হলো যথার্থ। শঙ্করের চিত্র আলাদা। শিব আর শঙ্কর, এদের দুজনকে মিলিয়ে শিব - শঙ্কর বলা, এ তো অনেক বড় ভুল। মানুষ উঁচুর থেকেও উঁচু বাবাকে ভুলে গিয়েছে। শিব খুবই সুন্দর। ব্রহ্মার দ্বারা এখন স্থাপনা হচ্ছে। জ্ঞানও এখনই প্রাপ্ত হবে। তোমরা এখনই ব্রাহ্মণ হয়েছো। ব্রাহ্মণ কোথা থেকে এসেছে? আমিই তাদের দত্তক নিই। ব্রহ্মাকেও আমি দত্তক নিয়েছি। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়েছে। তোমরা জানো যে, এখন আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী। প্রজাপিতা অক্ষর অবশ্যই দিতে হবে। কেবল ব্রহ্মা বললে হবে না, ব্রহ্মা নাম তো অনেকেরই

আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা নাম তো কারোরই হবে না । ইনি তো মনুষ্য, তাই না । রুদ্র শিব বাবা এই যজ্ঞের রচনা করেছেন । তাহলে অবশ্যই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন । তোমরা জানো যে, কিভাবে ব্রাহ্মণ হয় । ব্রাহ্মণদের দ্বারাই যজ্ঞ রচনা করা হয় । তোমরা ব্রাহ্মণ, এরপর তোমাদের দেবতা হতে হবে । এই সৃষ্টিতেই আবার আসতে হবে, তাহলে এরা সবাই কোথায় যাবে ? এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে সবাই স্বাহা হয়ে যায় । এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে পুরানো দুনিয়ার আছতি হয়ে যায় । এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে । শঙ্করের দ্বারা বিনাশ, এমন গায়ন আছে । তোমরা এর নমুনাও বরাবর দেখতে পাও । এ হলো হুবহু সেই সময় । গায়ন আছে যে, ইউরোপবাসী যাদব, কৌরব আর পাণ্ডব । ভারতবাসী তার নিজের ধর্মকেই ভুলে গেছে । চিত্রও আছে, কিন্তু কেউই জানে না । দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছিলো, কিন্তু সেই রাজ্যকে এমন রাজ্য কে করে দিলো ? দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা কিভাবে হলো ? একথা কিছুই জানে না । যে ধর্ম স্থাপন করে, সেই বুঝিয়ে বলে । আর কেউই এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি বুঝিয়ে বলতে পারবে না । তিন লোকের জ্ঞানও কেউ দিতে পারবে না । তোমরা সকলের পার্টকেই বুঝে গেছো । এরা সবাই আবার নিজের সময়ে অভিনয় করতে আসবে । ভবিষ্যতে তোমাদের মহিমাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে । এই বৃদ্ধিও শীঘ্রই হবে । কতো বড় বাড়ি তৈরী করতে হবে । এও ড্রামাতেই আছে । তোমরা বুঝতে পারো যে, কতো বাচ্চা আসবে । বৃদ্ধি তো পেতেই থাকবে । এরা আসবেও শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য । বাকি তো এমনিতেই অনেকে ঘুরতে আসে । মনে করো যদি কোনো এডুকেশন মিনিস্টার আসে, তাকেও এই জ্ঞান বোঝাতে হবে । আমাদের হলো এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি । সম্পূর্ণ কল্পের চক্রকে কেউই জানে না । তোমরা এখন জ্ঞানের সাগরের দ্বারা মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়েছে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অসীম জগতের এই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি পড়তে এবং পড়াতে হবে । সর্ব অলংকার ধারণ করার জন্য পবিত্র ফরিস্তা হতে হবে ।

২) বুদ্ধিমানের বুদ্ধি হলেন এক বাবা, তাঁর শ্রীমতে চলেই বুদ্ধিমান হতে হবে । এই ব্রাহ্মণ জীবন হলো অমূল্য - এই নেশাতেই থাকতে হবে ।

বরদানঃ:- রং আর রূপের সাথে সাথে সম্পূর্ণ পবিত্রতার সুগন্ধ ধারণ করে আকর্ষণমূর্তি ভব ব্রাহ্মণ হওয়ার কারণে সকলের মধ্যেই রং এসে গেছে আর রূপও পরিবর্তন হয়ে গেছে, কিন্তু সুগন্ধ নম্বরের ক্রমানুসারে আছে । আকর্ষণমূর্তি হওয়ার জন্য রং আর রূপের সাথে সাথে সম্পূর্ণ পবিত্রতার সুগন্ধ প্রয়োজন । পবিত্রতা অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মচারী নয়, কিন্তু দেহের আকর্ষণ থেকেও মুক্ত । মন বাবা ছাড়া অন্য কারোর প্রতি আকর্ষণে যেন না যায় । তন থেকেও ব্রহ্মচারী, সম্বন্ধেও ব্রহ্মচারী আর সংস্কারেও ব্রহ্মচারী - এমন সুগন্ধ যুক্ত আধ্যাত্মিক গোলাপই আকর্ষণমূর্তি হয় ।

স্লোগানঃ:- যথার্থ সত্যকে পরখ করে নাও, তাহলে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করা সহজ হয়ে যাবে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা স্বর্গের ফাউন্ডেশন স্থাপন করছেন, তোমরা বাচ্চারা সহযোগী হয়ে নিজেদের অংশ জমা করো, ঈশ্বরীয় মতে চলে শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ বানাও"

*প্রশ্ন:- বাপদাদা খোঁজ কোন্ বাচ্চাদের জন্য সবসময় থাকে ?

*উত্তর:- যে বাচ্চারা অত্যন্ত মিষ্টি শীতল (ঠান্ডা) স্বভাবের সার্ভিসেবল হয়। এমন বাচ্চাদের খোঁজ বাবার সব সময় থাকে। সার্ভিসেবল বাচ্চারাই বাবার নাম প্রসিদ্ধ করবে। যত বেশি বাবার সহযোগী হবে, আঙুকারী, বিশ্বস্ত হবে, ততই সে উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবাযঃ...

ওম্ শান্তি । ওম্ শব্দের অর্থ কে বলেছেন ? বাবা বলেছেন। যখন বাবা বলা হচ্ছে নিশ্চয়ই তাঁর নাম থাকা উচিত। সাকার হোক বা নিরাকার, নাম অবশ্যই থাকবে। অন্যান্য আত্মা যারা আছে তাদের নাম রাখা হয় না। আত্মা যখন জীব আত্মা হয় তখনই শরীরের নাম রাখা হয়। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ বলা হয়, বিষ্ণুকেও দেবতা বলে কেননা আকারী যখন আকারী শরীরের নাম রাখা হয়। নাম সবসময় শরীরেরই রাখা হয়। একজনই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁর নাম শিব। ইনি একজনই যাঁর আত্মার নাম আছে, বাকি সবারই দেহের নাম রাখা হয়। শরীর ত্যাগ করার পর নামও বদলে যায়। পরমাত্মার একটাই নাম, কখনও সেই নামের পরিবর্তন হয়না। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে তিনি জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আসেন না। যদি স্বয়ং জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আসেন তবে অন্যদের জন্ম-মরণ থেকে মুক্ত করতে পারবেন না। অমরলোকে কখনও জন্ম-মৃত্যু বলা হয় না। ওখানে খুব সহজ রীতিতে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে থাকে। মৃত্যু তো এখানে হয়। সত্যযুগে এমনটা বলা হয় না যে অমুকে মারা গেছে। মৃত্যু শব্দটা দুঃখের। ওখানে তো পুরানো শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় কিশোর শরীর ধারণ করে থাকে। খুশি উদযাপন করে। পুরানো দুনিয়াতে এতো মানুষ, সব শেষ হয়ে যাবে। দেখানো হয়েছে যে যাদব আর কৌরব, লড়াইতে শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবে কি পান্ডবদের দুঃখ হয়েছিল ? না। পান্ডবদের রাজ্য স্থাপন হয়েছিল। এই সময় তোমরা হলে ব্রহ্মা বংশী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। ব্রহ্মার এতো অসংখ্য বাচ্চা, সুতরাং অবশ্যই তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা হবেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শঙ্করের পিতা হলেন শিব। ওঁনাকেই ভগবান বলা হয়। এই সময় তোমরা জানো যে আমরা ঈশ্বরীয় কুলের। আমরা বাবার সাথে, বাবার ঘর নির্বাণধামে যাব। বাবা এসেছেন, ওঁনাকে সাজনও বলা হয়। কিন্তু অ্যাকুরেট সম্বন্ধে উনি আমাদের পিতা কেননা উত্তরাধিকার সজনীরা পায় না। উত্তরাধিকার গ্রহণ করে বাচ্চারা সুতরাং বাবা বলাই সঠিক। বাবাকে ভুলে গিয়ে মানুষ নাস্তিক হয়ে গেছে। কৃষ্ণের কার্যকলাপের (চরিত্রের) গায়ন আছে। কিন্তু কৃষ্ণের তো কোনো কার্যকলাপ (বাবা যে কর্তব্য করেন) নেই। ভাগবতে কৃষ্ণের কার্যকলাপ আছে কিন্তু কার্যকলাপের কথা থাকা উচিত ছিল - শিববাবার। তিনিই বাবা, টিচার এবং সন্ধুর, এখানে কার্যকলাপের কোনো প্রশ্নই আসে না। কৃষ্ণেরও কার্যকলাপ নেই। সেও বাচ্চা, যেমন ছোট বাচ্চা হয়। বাচ্চারা সবসময় চঞ্চল হয়, সুতরাং সবারই ভালো লাগে। কৃষ্ণের জন্য যে দেখানো হয় যে মটকা ভেঙেছে, এইরকম কিছুই হয়নি। শিববাবার কার্যকলাপ কি ? তা তো তোমরা দেখছ যে তিনি ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের দ্বারা পতিতদের পবিত্র করে তোলেন। তিনি বলেন ভক্তি মার্গে আমিই তোমাদের ভাবনা (ইচ্ছা) পূর্ণ করি। এখানে এসে তো তোমাদের জ্ঞান প্রদান করে থাকি। এই সময় যারা আমার সন্তান, তারাই আমাকে স্মরণ করে। সবার স্মরণ ভুলে গিয়ে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করার প্রচেষ্টা করে চলে। এমন নয় যে আমি সর্বব্যাপী। আমাকে যে স্মরণ করে, আমিও তাকে স্মরণ করি। স্মরণ তো বাচ্চাদেরই করবেন। প্রধান বিষয় তো একটাই। বাহাদুর তো তাকেই বলা হবে যখন কোনো নামজাদা মানুষকে বুঝিয়ে দেখাবে। সব কিছু তো গীতাকে কেন্দ্র করেই। গীতা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার গায়ন, কোনো মানুষের নয়। ভগবানকে রুদ্রও বলা হয়। কৃষ্ণকে রুদ্র বলা হয় না। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারাই বিনাশের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।

কিছু মানুষ পরমাত্মাকে মালিক বলে স্মরণ করে। ওরা বলে ঐ মালিকের নাম নেই। আচ্ছা ঐ মালিক কোথায় আছেন ? উনি কি বিশ্বের, সম্পূর্ণ সৃষ্টির মালিক ? পরমপিতা পরমাত্মা সৃষ্টির মালিক হন না, সৃষ্টির মালিক হয় দেবী-দেবতারা। পরমপিতা পরমাত্মা তো ব্রহ্মান্ডের মালিক। ব্রহ্ম তত্ত্ব হল বাবার ঘর সুতরাং আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও ঘর। ব্রহ্মান্ড হল বাবার ঘর, যেখানে আত্মাদের ডিম্বাকৃত দেখানো হয়। এই রকম কিছু নেই। আমরা আত্মারা জ্যোতির্বিদ্যু, ওখানে থাকি। তারপর ব্রহ্মান্ড থেকে আমরা নীচে নামি ভূমিকা পালন করার জন্য, একের পর এক আসতে থাকি। ঝাড় বৃদ্ধি

পেতে থাকে। বাবা হলেন বীজরূপ, ফাউন্ডেশন তৈরী হচ্ছে দেবী-দেবতাদের বনো কিস্তি ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণ বীজ রোপণ করে। তারপর ব্রাহ্মণরাই দেবতা হয়ে রাজত্ব করে থাকে। এখন আমাদের দ্বারা শিববাবা ফাউন্ডেশন তৈরি করছেন। ডিটিজম অর্থাৎ স্বর্গের ফাউন্ডেশন তৈরী হচ্ছে। যে যত সহযোগী হবে ততই নিজের ভাগ প্রাপ্ত করবে। তা না হলে সূর্য বংশীয় কীভাবে হবে! এখন তোমরা ঐ উচ্চ প্রালঙ্ক তৈরি করছ। প্রতিটি মানুষ পুরুষার্থের দ্বারাই প্রালঙ্ক তৈরি করে থাকে। প্রালঙ্কের জন্য ভালো কাজ করতে হয়। দান-পুণ্য করা, ধর্মশালা ইত্যাদি তৈরী করা। সব ঈশ্বরার্থেই করা হয়, কেননা ফল তো দেবেন উনি। তোমরা এখন শ্রীমত অনুসারে পুরুষার্থ করছো। সম্পূর্ণ দুনিয়া মানুষের মতে পুরুষার্থ করছে, তাও আবার আসুরি মতে। ঈশ্বরীয় মতের পর দৈবী মত, তারপর হয়ে যায় আসুরি মত। এখন তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় মত পেয়ে থাকো। বাবা মাষ্টাও ওঁনার মতে চলে শ্রেষ্ঠ হন। কোনো মানুষ দেবতাদের মতো শ্রেষ্ঠ হতেই পারে না। দেবতাদের শ্রেষ্ঠ করে তোলেন কে ? এখানে তো শ্রেষ্ঠ কেউ-ই নেই। শ্রী শ্রী একজনই - সবচেয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবা, টিচার এবং সন্মুখ। তিনিই শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণকে রচনা করেন। রাম এবং সীতাকে বলা হয় শ্রী রাম, শ্রী সীতা। কিন্তু তাদের টাইটেল যুক্ত হয় ক্ষত্রিয়, চন্দ্রবংশীয় রূপে। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো ১৬ কলা সম্পূর্ণ সূর্য বংশীয় দেবতা কুলের আর রাম সীতা ১৪ কলা চন্দ্রবংশীয়। দুই কলা কমে গেল না ! এটা তো অবশ্যই হবে। মানুষ এটা জানে না যে সৃষ্টিতে পতনের কলাও হয়। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা হয়ে গেল সুতরাং ডিগ্রেড (পতন) হলো তাইনা। এই সময় তো সম্পূর্ণ রূপে অধঃপতিত হয়ে গেছে। এ'হলো রাবণ সম্প্রদায়। রাবণের রাজ্য না ! রাবণের মতকে বলা হয় আসুরি মত। সবকিছু পতিত হয়ে গেছে। পবিত্র কেউ এই পতিত দুনিয়াতে হতেই পারে না। ভারতবাসী যারা পবিত্র ছিল তারাই আবার পতিত হয়ে গেছে সুতরাং আমি এসে তাদের পবিত্র করে তুলি। পতিত-পাবন কৃষ্ণ গাওয়া হয় না। না চরিত্রের কোনো বিষয় আছে। পতিত-পাবন একমাত্র পরমাষ্টাকেই বলা হয়। শেষে গিয়ে সবাই বলবে হে প্রভু তোমার গতি মতি (লীলা) সবই অনুপম। তোমার রচনাকে কেউ-ই জানে না। তোমরা এখন জেনেছ। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে নতুন। নতুন জিনিস যখন বের হয় প্রথমে সেটা কম হয়, পরে সেটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তোমরাও প্রথমে এক কোণে পড়ে ছিলে। এখন দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হয়ে বৃদ্ধি পেতে চলেছে। রাজধানী অবশ্যই স্থাপন হবে। প্রধান বিষয় তো এটাই প্রমাণ করতে হবে যে গীতার ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নয়। উত্তরাধিকার বাবা দেবেন, কৃষ্ণ নয়। লক্ষ্মী-নারায়ণও নিজের সন্তানকে উত্তরাধিকার দেবেন। সেটাও এখানকার পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রালঙ্ক প্রাপ্তি হয়ে থাকে। সত্যযুগে, ত্রেতায় অসীমের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সেখানে গোল্ডেন, সিলভার জুবিলি উদযাপন করা হয়। এখানে তো একদিন পালন করা হয়। আমরা ১২৫০ বছর গোল্ডেন জুবিলি পালন করে থাকি। খুশি উদযাপন করা হয় তাইনা। ধন-ঐশ্বর্যে ভরপুর হয়ে যায়। সুতরাং অন্তরে খুব খুশি থাকে। এমন নয় যে আলো দিয়ে বাহ্যিক সাজসজ্জা করা হয়। স্বর্গে আমরা সম্প্রতিবান, এবং অতীব সুখী হই। দেবতা ধর্মের মতো সুখী আর কেউ হয়না। সিলভার জুবিলি ইত্যাদি কি সেটাও সম্পূর্ণ রূপে কেউ জানেনা। এখন তোমরা অর্ধকল্পের জুবিলি উদযাপন করার জন্য বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে চলেছ। সুতরাং মুখ্য বিষয় এটাই যে গীতার ভগবান হলেন শিব। উনিই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, আবারও শেখাচ্ছেন। রাজযোগ তখনই শেখান যখন সিংহাসন থাকে না। প্রজার উপর প্রজাই রাজত্ব করে। একে অপরের টুপি কেড়ে নিতেও দেরি করে না। তোমরা বাচ্চারা বাবার মতে চললে সুখধামের মালিক হতে পারবে। এমন অনেকেই আছে যারা জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে ধারণ করেনা,কিন্তু সেন্টারে আসে। অন্তর চায় একটা সন্তান হয় যেন। মায়ার প্রলোভনে মনে হয় বিবাহ করে একটা বাচ্চার সুখ অনুভব করতে। এর কোনো নিশ্চয়তা আছে যে বাচ্চা সুখ দেবে। দুই চার বছরের মধ্যে বাচ্চা মারা গেলে আরও দুঃখের মধ্যে পড়তে হবে। আজ বিবাহ করে কাল চিতায় উঠলে তখন কাল্মাকাটি শুরু হয়ে যায়। এটা হচ্ছে দুঃখধাম। দেখ, কীভাবে খাবার খায় ? সুতরাং বাবা বোঝান বাচ্চারা আশা রেখে না। মায়ী বড় তুফান নিয়ে আসবে। ঝট করে বিকারগ্রস্ত করে তুলবে। তারপর আসতেও লজ্জা বোধ হবে। সবাই বলবে কুলকে কলঙ্কিত করেছে সুতরাং উত্তরাধিকার কীভাবে নেবে। বাবা মাষ্টা বলছ যখন ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা নিজেদের মধ্যে হয়ে গেল ভাই-বোন। তারপর যদি বিকারগ্রস্ত হয়ে নীচে নেমে যাও তবে এমন কুল কলঙ্কিতকারী আরও শত গুণ কড়া সাজা ভোগ করবে আর পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কেউ-কেউ তো বিকারে যায় কিন্তু না বললে অনেক দন্ডের ভাগিদার হয়ে যাবে। ধর্মরাজ বাবা কাউকে ছাড়বেন না। ওরা (লৌকিকে) তো সাজা খেয়ে হাজতবাস করে থাকে। কিন্তু এখানে অনেক কড়া সাজা ভোগ করতে হবে। এমন অনেকেই সেন্টারে আসে। বাবা বোঝান এমন কাজ করবে না। তোমরা বলে থাকো আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান তারপরও বিকারে যাওয়া, এটা তো নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। কোনো ভুল হলে সাথে-সাথে বাবাকে বলে দাও। বিকার ছাড়া থাকতে না পারলে এখানে না আসাই ভালো। তা না হলে বায়ুমণ্ডল খারাপ হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বক বা অশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণকারী কেউ বসে কেমন খারাপ লাগবে। বাবা বলেন এমন কাউকে নিয়ে আসলে যে আনে তার উপর দোষ এসে পড়ে। দুনিয়াতে এমন অনেক সংসঙ্গ আছে, সেখানে গিয়ে ভক্তি করুক। ভক্তি করার জন্য আমি নিষেধ করিনা। ভগবান আসেন পবিত্র করে তোলার জন্য, পবিত্র বৈকুণ্ঠের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। বাবা বলেন শুধু বাবা আর

উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। খাদ্য-পানীয়ের ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার অনেক যুক্তি বলে দেন। সংযমী হওয়ার জন্য অনেক রকম যুক্তি রাখতে পারো। শরীর ঠিক নেই, ডাক্তার বারণ করেছে। আচ্ছা তুমি যখন বলছ আমি ফল খেয়ে নিচ্ছি। নিজেকে রক্ষা করার জন্য এমন বলাটা কোনো মিথ্যা নয়। বাবা মানা করেন না। বাবা এমন বাচ্চাদের খোঁজ করেন, যারা খুব মিষ্টি। কোনো পুরানো স্বভাব থাকা উচিত নয়। এমনই সার্ভিসেবল, বিশ্বস্ত, আশ্বেকাারী হতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আশ্বাদের পিতা ঔনার আশ্বা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই মায়াবী দুনিয়াতে সব বিষয়েই দুঃখ, সেইজন্যই এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি কোনো আশা রাখা উচিত নয়। যতই মায়ার তুফান আসুক না কেন, কখনও কুল কলঙ্কিত করা উচিত নয়।

২) খাদ্য-পানীয়ের প্রতি অত্যধিক সতর্ক হতে হবে, পাটি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গেলে যুক্তি সহকারে চলতে হবে।

বরদান:- মন্দের মধ্যেও মন্দকে না দেখে ভালো পাঠকে গ্রহণ করে অনুভবী মূর্তি ভব সব কিছু যত মন্দই হোক, তার মধ্যেও একটি দুটি জিনিস অবশ্যই ভালো থাকবে। সবকিছুর মধ্যেই পাঠ শেখানোর মতো কল্যাণ রয়েছে। কেননা প্রতিটি বিষয় অভিজ্ঞ করে তোলার সহায়ক করে তোলে। এই পাঠ তোমাদের ধৈর্য শেখায়। যখন কেউ অন্য রকম ব্যবহার করছে তোমরা কিন্তু সেই সময়ে ধৈর্য বা সহনশীলতার পাঠ পড়ছো, সেইজন্যই বলা হয় যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে এবং যা হবে আরও ভালো হবে। ভালোকে গ্রহণ করার মতো কেবল বুদ্ধিটুকু থাকা চাই। মন্দ না দেখে শুধুমাত্র ভালোকে গ্রহণ করো তবেই প্রথম নম্বরে স্থান পাবে।

স্লোগান:- সবসময় প্রসন্নচিত্তে থাকতে হলে সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা মন্দকেও ভালোতে পরিবর্তন করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের যতই কোটি কোটি টাকা বা সম্পত্তি থাকুক না কেন কোনো কাজেই লাগবে না, সব মাটিতে মিশে যাবে, সেইজন্য তোমরা এখন সত্যখন্ডের জন্য প্রকৃত উপার্জন করো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ একটি কারণের জন্য তোমরা ব্রাহ্মণরা দেবতাদের থেকেও উচ্চ মান্যতা প্রাপ্ত করো?

*উত্তরঃ - আমরা ব্রাহ্মণরা এখন সকলের আত্মিক (রুহানী) সেবা করে থাকি। আমরা প্রত্যেক আত্মাদের মিলন পরমাত্মা বাবার সাথে করিয়ে থাকি। এই পাবলিক সেবা দেবতারা করেন না। ওখানে তো রাজা-রানী তথা প্রজারাও থাকে, যা কিছু এখানে পুরুষার্থ করেছে তার প্রালঙ্ ভোগ করে। সেবা করে না সেইজন্যই তোমরা সেবাধারী ব্রাহ্মণরা হলে দেবতাদের থেকেও উচ্চ।

ওম্ শান্তি । এটা কার সভা বসেছে ? জীব আত্মাদের আর পরমাত্মার। যাদের শরীর থাকে তাদের বলা হয় জীব আত্মা, তারা হল মানুষ আর ওঁনাকে বলা হয় পরমাত্মা। জীবাত্মা আর পরমাত্মা পৃথক ছিল বহু কাল..... একে বলা হয় মঙ্গল মিলন। বাচ্চারা জানে যে পরম পিতা পরমাত্মাকে জীবাত্মা বলা যায় না, কারণ তিনি লোন নেন। শরীরের আধার নেন। স্বয়ং এসে বলেন যে বাচ্চারা আমাকেও এই প্রকৃতির আধার নিতে হয়। আমি গর্ভে তো প্রবেশ করি না। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদেরকে বোঝাই। তোমাদের জীব আত্মাদের তো নিজের নিজের শরীর থাকে। আমার নিজস্ব কোনো শরীর নেই। তাহলে তো হল না এইটা একটা সম্পূর্ণ পৃথক সভা ! এরকম নয় যে এখানে কোনো গুরু চ্যালা বা শিষ্যেরা বসে আছে। না, এটি হল স্কুল। এইরকম নয় যে গুরুর পরবর্তীকালে সিংহাসন প্রাপ্ত করা যাবে। এখানে সিংহাসনের কোনো কথাই নেই। বাচ্চাদের নিশ্চয় আছে যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন। নিশ্চয় ব্যতীত কেউ আসতে পারে না। জীব আত্মাদের বর্ণ হল ব্রাহ্মণ বর্ণ কারণ ব্রহ্মার দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা রচনার সৃষ্টি করেন। তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম সবথেকে সর্বোত্তম, দেবতাদের থেকেও উত্তম। দেবতারা কোনো পাবলিক সেবা করে না। ওখানে তো যথা রাজা রানী তথা প্রজা, যারা যেমন পুরুষার্থ করেছে সেই অনুসারে নিজেরা প্রালঙ্ ভোগ করে। সেবা কেউ করে না। ব্রাহ্মণরা সেবা করে। বাচ্চারা জানে যে আমরা অসীমের পিতার সাথে হুবহু ৫ হাজার বর্ষ পূর্বের মতোই রাজযোগ শিখছি। তোমরা হলে বাচ্চা। এখানে শিষ্য ইত্যাদির কোনো কথা নেই। বাবা মুহূর্মুহু বাচ্চারা-বাচ্চারা বলে বোঝান। তোমরা এখন আত্ম-অভিমানী হয়েছো। আত্মা হল অবিনাশী, শরীর হল বিনাশী। শরীরকে কাপড় বলা হয়। এটি হল পুতিগন্ধময় কাপড় কারণ আত্মা আসুরী মতের আধারে বিকারে যায়। অপবিত্র হয়। পবিত্র আর অপবিত্র শব্দটির উৎপত্তি হয় বিকার থেকেই। বাবা বলেন যে এখন আর অপবিত্র হয়ো না। এখন সকলে রাবণের শিকলে আবদ্ধ কারণ এটি হল রাবণ রাজ্য। তাই বাবা তোমাদের রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করে রাম রাজ্যে নিয়ে যান। গডফাদার হলেন মুক্তিদাতা বলেন আমি সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যাই শান্তিধামে। ওখানে গিয়ে আবার নতুন করে বাচ্চাদের নিজ-নিজ পার্ট পুনরাবৃত্তি করতে হবে। সর্বপ্রথমে দেবতাদের পার্ট পুনরাবৃত্তি করতে হবে। ওরাই প্রথমে ছিল। যদিও এখন ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। কলিযুগের বিনাশ সামনে দন্ডায়মান। কতো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। যদিও পদমপতি কোটিপতি হয়ে গেছে। রাবণের হল এটি বিশাল বড় জৌলুস (পাম্প), এর দ্বারাই লোভপ্রবণ হয়ে গেছে। বাবা বোঝান যে এট'সব হল মিথ্যা উপার্জন, যা সবকিছুই মাটিতে মিশে যাবে। ওরা কোনো কিছুই প্রাপ্ত করতে পারবে না। তোমরা তো ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছো। এটা হল সত্যখন্ডের জন্য প্রকৃত উপার্জন। সকলকে ফিরে যেতেই হবে। এখন সকলের হল বাণপ্রস্থ অবস্থা। বাবা বলেন সকলের সঙ্গতি দাতা সঙ্গুর হলাম আমি। সাধুদের, অপবিত্রদের সকলকে উদ্ধার করি আমি। ছোট বাচ্চাদেরও শেখানো হয় যে শিববাবাকে স্মরণ করো। বাকি আর সবকিছুর চিত্র ইত্যাদিকে পরিত্যাগ করো। এক শিব বাবা দ্বিতীয় না কেউ।

তোমরা জানো যে আমরা বাবার থেকে আবারও অসীম সুখের উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। সীমিত জগতের পিতার থেকে সীমিত জগতের উত্তরাধিকার তো জন্ম-জন্মান্তরে নিয়েছি, রাবণের আসুরী মতের আধারে অপবিত্র হতে থেকেছি। মানুষ এইসব কথা বোঝে না। রাবণকে জ্বালায় তাহলে জ্বলে শেষ হয়ে যাবে তাই না! মানুষকে যখন জ্বালায় তখন তার নাম রূপ সবকিছু শেষ হয়ে যায়। রাবণের নাম রূপ তো শেষ-ই হয় না, আবারও আবার জ্বালাতেই থাকে। বাবা বলেন এই ৫ বিকার রূপী রাবণ হল তোমাদের ৬৩ জন্মের শত্রু। ভারতের শত্রু তাহলে আমাদেরও শত্রু। যখন বাম মার্গে এসেছিল তখন থেকেই রাবণের জেলে আবদ্ধ ছিল। অবশ্যই অর্ধকল্প থেকে রাবণ রাজ্য ছিল। রাবণ জ্বলেও না, মরেও না। এখন

তোমরা জানো যে রাবণের রাজ্যে আমরা অনেক দুঃখী ছিলাম। এটা হল দুঃখ আর সুখের খেলা। গায়নেও আছে মায়ার কাছে হারলে হার, মায়ার থেকে জিততে পারলে জিত.... এখন মায়াকে জিতে আমরা আবারও রাম রাজ্যে প্রাপ্ত করি। রাম সীতার রাজ্য তো এতোতে আছে। সত্যযুগে ছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য। ওখানে তো হলই আদি সনাতন দেব-দেবতা ধর্ম, সেটিকে বলা হবে ঈশ্বরীয় রাজ্য, যেটি বাবা স্থাপন করেছেন। বাবাকে কখনোই সর্বব্যাপী বলা যাবে না। এটা হল ব্রাদারহুড। বাবা হলেন এক আর তোমাদের সকলের পারস্পরিক সম্পর্ক হল ভাই ভাই। বাবা বসে আছে আত্মাদেরকে পড়ান। বাবার আঙা হল আমাদের স্মরণ করো। আমি এসেছি ভক্তির ফল দিতে। কাকে ? যারা শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত ভক্তি করে এসেছে। প্রথমে তোমরা এক শিববাবার ভক্তি করত। সোমনাথের মন্দির হল কত সুন্দর। বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে আমরা কতো ধনবান ছিলাম। এখন গরিব কড়ি তুল্য হয়ে গেছে। এখন তোমরা ৮৪ জন্মের স্মৃতি ফিরে পেয়েছো। এখন তোমরা জানো যে আমরা কি থেকে কি হয়েছি।

এখন তোমাদের স্মৃতি এসেছে। স্মৃতিলব্ধ শব্দটিও হল এখনকারই - এর অর্থ এটা ভেবো না যে ভগবান এসে সংস্কৃত গীতা শুনিয়েছেন। সংস্কৃত হলে তো তোমরা কিছুই বুঝতে পারতে না। হিন্দি ভাষাই হল মুখ্য। যা হল এই ব্রহ্মার ভাষা, সেই ভাষাতেই বোঝাচ্ছেন। প্রতি কল্পে এই ভাষাতেই বোঝান। তোমরা জানো যে আমরা বাপদাদার সামনে বসে আছি। এটা হল ঘর - মাম্মা বাবা, বোন আর ভাই। ব্যস্ আর কোনো সম্বন্ধ নেই। ভাই বোনের সম্বন্ধ তখন হল যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার হয়েছো। নাহলে আত্মার সম্বন্ধে তো তোমরা হলে ভাই-ভাই। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। আত্মা জানে যে আমাদের বাবা এসেছেন। তোমরা ব্রহ্মান্ডের মালিক ছিলে। বাবাও তো ব্রহ্মান্ডের মালিক ! যেমন আত্মা হল নিরাকার, তেমনই পরমাত্মাও হলেন নিরাকার। নামই হল পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্ব থাকা আত্মা। পরম আত্মার অর্থই হল পরমাত্মা। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখানে কোনও সাধু সন্ত মহাত্মার ব্যাপার নেই। বাচ্চারা রয়েছে, বাবার কাছ থেকে অসীমের বর্ষা নিচ্ছে আর কেউই এই বর্ষা দিতে পারে না। বাবাই সত্যযুগের স্থাপনকারী। বাবা সর্বদা সুখই প্রদান করেন। এমন নয় যে সুখ দুঃখ বাবা'ই দেন। এমন ল' নেই। বাবা স্বয়ং বলেন আমি তোমাদেরকে পুরুষার্থ করাই, ২১ জন্মের জন্য তো তোমরা দেবতা হও। তাহলে তো তিনি সুখদাতা হলেন, তাই না ? দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। এখন তোমরা জানো যে দুঃখ কে দেয় ? রাবণ। একে বলা হয় বিকারী দুনিয়া। স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বিকারী। সত্যযুগে উভয়ই নির্বিকারী ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল যে। সেখানে সঠিক নিয়মে রাজত্ব চলে। প্রকৃতি তোমাদের অর্ডারে চলে। ওখানে কোনো উপদ্রব হতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা স্থাপনার সাক্ষাৎকার করেছো। বিনাশও অবশ্যই হতে হবে। হালিকার (দহনের) সময় সঙ সাজে। জিজ্ঞাসা করা হয় - এর পেট থেকে কি বেরোবে ? তখন বলে মুসল। রাইট কথাটা তো তোমরা জানো। তাদের সায়েন্স কতো উন্নত! বুদ্ধির ব্যাপার, তাই না ? সায়েন্সের কতো অহংকার এখন। কতো কতো জিনিস, সুখের জন্য এরোপ্লেন ইত্যাদি বানাতে থাকে। তারপর সেই সব জিনিসের সাহায্যে বিনাশও করবে। পরবর্তীকালে নিজেদের কুলেরই বিনাশ করবে। তোমরা তো হলে গুপ্ত। তোমরা কারো সাথেই যুদ্ধ বা সংঘর্ষ করবে না, কাউকে দুঃখও দাও না। বাবা বলেন মম্মা - বাচা - কর্মণার দ্বারা কাউকেই দুঃখ দেবে না। বাবা কী কাউকে কখনো দুঃখ দেন ? সুখধামের মালিক বানান তিনি। তোমরাও সকলকে সুখ দাও। বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন - যে যাই বলুক না কেন, শান্তিতে হর্ষিতমুখ থাকতে হবে। যোগে থেকে হাসিমুখে থাকা উচিত। তোমাদের যোগবলের দ্বারা তারাও শান্ত হয়ে যাবে। বিশেষ করে টিচারদের আচরণ খুব ভালো হওয়া চাই। কারো প্রতিই যেন ঘৃণা না থাকে। বাবা বলেন আমি কি কখনো কাউকে ঘৃণা করব নাকি। জানি যে এরা সবাই হল পতিত, এই ড্রামা পূর্ব রচিত। আমি জানি যে এর আচার-আচরণই এই রকম। খাদ্যাভ্যাস স্লেচ্ছের, যা পারে তাই খেতে থাকে। লাইফ সকলের কাছেই প্রিয়। আমার কাছেও খুব প্রিয়। আমরা জানি যে বাবার কাছ থেকে বর্ষা নিতে হবে। যোগে থাকলে তোমাদের আয়ু বাড়বে, বিকর্ম কম হবে। ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য আয়ু বৃদ্ধি পাবে। পুরুষার্থ হল এখনকার, যার দ্বারা প্রালব্ধ তৈরী হয়। যোগবলের দ্বারা আমরা হেল্দি হয়ে যাই, জ্ঞানের দ্বারা ওয়েল্দি। হেল্থ, ওয়েল্থ আছে তো সুখ রয়েছে। কেবল ওয়েল্থ আছে কিন্তু হেল্থ নেই, তবে সুখও থাকতে পারে না। এই রকম অনেক রাজা, বড় বড় সাহকার আছেন কিন্তু থঞ্জ, অসুস্থ। বলে যে তারা এমন বিকর্ম করেছিল যে যার ফল এখন পাচ্ছে। বাবা তোমাদেরকে অনেক কিছু বলেন, এমন যেন না হয় যে বাইরে যাওয়ার সাথে সাথেই এখানেরটা এখানেই রয়ে গেল ! এটা তো হওয়া উচিত নয় তাই না। ধারণা করতে হবে যাতে আর কিছু যেন স্মরণে না আসে। আচ্ছা শিব বাবাকে স্মরণ করো মনে মনে অনেক গুপ্ত মহিমা করতে হবে। বাবা এই মন - চিত্তেও ছিল না যে তুমি এসে পড়াবে ! এ'কথা কোনো শাস্ত্রেও নেই যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এসে পড়ান। বাবা এখন আমরা জেনে গেছি। বাবার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়ায় গীতা খন্ডন হয়ে গেছে। কৃষ্ণের তো এই রকম চরিত্র হতে পারে না। গীতা হল এই সঙ্গমের শাস্ত্র। মানুষ দ্বাপরে দেখিয়ে দিয়েছে। তো বাবা বলেন যে, বাচ্চারা - আর সব বিষয়কে ছেড়ে পড়াশোনার প্রতি মনোনিবেশ করো। বাবার স্মরণ না থাকলে, পড়াশোনাতে মজে না থাকলে

তবে টাইম ওয়েস্ট হয়ে যাবে। তোমাদের টাইম হল মোস্ট ভ্যালুয়েবল। সেইজন্য ওয়েস্ট করা উচিত নয়। শরীর নির্বাহের জন্য কাজকর্ম যা করার করো, কিন্তু আজো চিন্তা ভাবনা করে টাইম কাটানো উচিত নয়। তোমাদের প্রত্যেকটি সেকেন্ডে হল হীরের মতো ভ্যালুয়েবল। বাবা বলেন, মন্মনাভব। কেবল সেই সময়টুকুই হল লাভবান, বাকি সময় গুলো ওয়েস্ট হয়ে যায়। চার্ট রাখো যে আমাদের কতটা সময় ওয়েস্ট হয়ে যায়। শব্দ হল একটাই - মন্মনাভব। অর্ধ কল্প জীবনমুক্তি ছিল, অর্ধকল্প জীবনবন্ধনে এসেছে। সতোপ্রধান, সতো, রজঃ, তমঃতে এসে আবার আমরা জীবনমুক্ত হচ্ছি। বানাচ্ছেন বাবা। সকলের জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। নিজের নিজের ধর্ম অনুসারে সবার আগে সুখ দেখবে, তারপর দুঃখ। নতুন আত্মারা যখন প্রথমে আসে, তারা সুখ ভোগ করে। কারো কারো অনেক মহিমা হতে থাকে। কেননা নতুন সোল হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে শক্তি থাকে। তোমাদের মনে খুশীর বাদ্য বাজতে থাকা উচিত। আমরা বাপদাদার সামনে বসে আছি। এখন নতুন রচনা রচিত হচ্ছে। সত্যযুগের থেকেও অনেক বেশী মহিমা এখন তোমাদের হয়। জগৎ অস্বা, দেবীরা সবাই সঙ্গমেই ছিল। তারা ব্রাহ্মণ ছিল। তোমরা জানো যে, এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, তারপর দেবতা পূজণীয় যোগ্য হবো। তখন তোমাদের স্মারক রূপে মন্দির তৈরী হয়। তোমরা চৈতন্য দেবী হয়ে ওঠো। সেগুলো হল জড়। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে ইনি দেবী কীভাবে হলেন। কেউ যদি তোমাদের সাথে কথা বলতে চাও তাদেরকে বোঝানো যে, আমরাই সেই ব্রাহ্মণ ছিলাম তারপর আমরাই সেই দেবতা হই। তোমরা চৈতন্যে রয়েছো। তোমরা মানুষকে বুঝিয়ে থাকো যে, এই নলেজ কতো ফার্স্ট ক্লাস। তোমরা তো স্থাপনা করছো। বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের থেকে কম পদ নেব না। আমরা তো সম্পূর্ণ বর্সা নেবো। এই স্কুল তো হল এই রকম। সবাই বলবে আমরা এসেছি প্রাচীন রাজযোগ শেখার জন্য। যোগের দ্বারা দেবী দেবতা হয়ে ওঠে। এখন তো শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো। তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। মূল কথাই হল স্মরণের। স্মরণের সময়ই মায়া বিল্ব সৃষ্টি করে। তোমরা অনেক চেষ্টা করতে থাকবে, তাও বুদ্ধি কোথায় না কোথায় চলে যাবে। এতেই হল সমস্ত পরিশ্রম। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান সুখদাতা হতে হবে। মন্মা-বাচা-কর্মগাতেও কাউকেউ দুঃখ দিলে চলবে না। সর্বদা শান্তচিত্ত আর হর্ষিতমুখ থাকতে হবে।

২) ব্যর্থ চিন্তা ভাবনায় সময় নষ্ট করলে চলবে না। বাবার মহিমা হৃদয় থেকে করতে হবে।

বরদানঃ:- শ্রেষ্ঠ মত অনুসারে প্রতিটি কর্ম কর্মযোগী হয়ে করতে থাকা কর্মবন্ধন মুক্ত ভব যে সমস্ত বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ মত অনুসারে প্রতিটি কর্মে রত থেকেও অসীমের আত্মিক নেশায় থাকে, তারা কর্মে রত থেকেও কর্মের বন্ধনে আসে না, পৃথক এবং প্রিয় হয়। কর্মযোগী হয়ে কর্মে রত থাকায় তাদের কাছে দুঃখের ঢেউ আসতে পারে না, তারা সর্বদা পৃথক আর প্রিয় হয়। কোনো প্রকারের কর্ম বন্ধন তাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে না। সর্বদা মালিক হয়ে কর্ম করায়। সেইজন্য বন্ধনমুক্ত স্থিতির অনুভব হয়। এইরূপ আত্মারা নিজেও সর্বদা খুশিতে থাকে আর অন্যদেরকেও খুশি প্রদান করে।

স্লোগানঃ:- অনুভবের অথরিটি হও, তাহলে কখনোই প্রতারণিত হবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

(মাস্কার পুণ্য স্মৃতি দিবসে প্রাতঃ ক্লাসে শোনানোর জন্য মাতেশ্বরীজীর মধুর মহাবাক্য)

“কর্মই হল সুখ আর দুঃখের কারণ”

এটা তো সকল মানুষ জানে যে জীবনে দুঃখ আর সুখ কর্মের আধারে প্রালব্ধ রূপে চলতে থাকে। অবশ্যই পূর্বে এমন কোনো কর্ম করেছে যার প্রালব্ধ (ফল স্বরূপ) দুঃখ বা সুখের রূপে ভুগতে হয়। তো সুখ আর দুঃখের সম্বন্ধ হয়ে গেল কর্মের সাথে। কর্মকে ভাগ্য বলা যায়না। কেউ কেউ এমন মনে করে যে, যা ভাগ্যে আছে... এইজন্য দুঃখ আর সুখকে ভাগ্য মনে করে, এটা তো এমন হয়ে গেল যেন এই ভাগ্য ভগবান বানিয়েছেন বা অন্য কেউ বানিয়েছে, এইজন্য বলে দেয় যে যেটা ভাগ্যে আছে... কিন্তু এটা বোঝাও অত্যন্ত জরুরী যে ভাগ্যও কে বানিয়েছে ? ভাগ্য পরমাত্মা বানায়নি। এমনও নয় যে ভাগ্য পূর্বে থেকেই তৈরী হয়েছিল, না। এই দুঃখ বা সুখ যেটা মানুষ ভোগ করে, এই দুঃখ-সুখের নির্মাণকর্তাও হল মানুষ নিজেই, কেননা কর্ম মানুষই করে, এই জন্য এই দায়িত্ব নিজেরই হয়ে গেল। যেমন বীজ বপন করে সেই রকমই বৃক্ষ জন্ম নেয়, এটা তো হল প্রচলিত প্রবাদ আর যে করবে, সেই পাবে। গীতাতেও বর্ণনা আছে যে জীবাত্মা নিজেরই মিত্র হয় আবার নিজের শত্রু হয়। এমন বলা নেই যে আমিই তোমার শত্রু আবার আমিই তোমার মিত্র। না জীবাত্মা নিজের শত্রু আবার নিজের মিত্র হয়। এইজন্য নিজের সাথেই মিত্রতা আর নিজের সাথেই শত্রুতা, দুঃখ আর সুখের কারণ হল মানুষ নিজেই। তো এই কথা এতটাই স্পষ্ট যে দুঃখ আর সুখের কারণ মানুষ নিজেই এইজন্য যখন কোনও রূপে দুঃখ আসে তো তাকে বিদূরিত করার জন্য প্রচেষ্টা করতে থাকে। কোনো লড়াই ঝগড়া হচ্ছে দেখতে পেলে মানুষ তাকে থামিয়ে বা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কারো যদি অকালে মৃত্যু হয় তখনও দুঃখ হতেই থাকে। তখন বুঝতে পারে যে, জানা নেই আমার সাথেই এমন কেন হয় ? তখন ক্ষোভের বশে (জোশে এসে) ভগবানকে গালি দিতে থাকে। এখন তোমাদের সামনে এই যে পরিস্থিতি আসছে এটা কে করেছে ? এই যে অকাল মৃত্যু হয় বা এই যে রোগ ইত্যাদির রূপে দুঃখ আসে, এসব কি ভগবান করছেন ? এই যে লড়াই ঝগড়া অশান্তি সংসারের যত দুঃখের কারণ, এইসব কি ভগবান করছেন ? আরে! ভগবান, যাকে তোমরা বলো দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী, এইজন্য যখন কোনও দুঃখ আসে তখন তাঁকে স্মরণ করতে থাকো। শরীর রোগাগ্রস্ত হলে তখনও বলে থাকো যে - হে ভগবান! দুঃখে তাঁকেই স্মরণ করতে থাকো, যদি তিনিই দুঃখ দিয়ে থাকেন তাহলে যে দুঃখ দিয়েছে তার কি করা উচিত বলা ? এটাও তো ভেবে দেখতে হবে যে দুঃখের সময় যার কথা স্মরণে আসে, তার বিষয়ে তো এটা বলতে পারি না যে - ইনি দুঃখ দিয়েছেন। এটাও তো বোঝার মতো বিষয়। যখন স্মরণ করে, তখন অবশ্যই তাঁর সাথে আমাদের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণের জন্য, নাকি দুঃখ দেওয়ার জন্য ! এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দুঃখের কারণ অথবা এর জন্য রেস্পন্সিবল (দায়ী) অন্য কেউ। এর মধ্যে আবার তৃতীয় তো কেউ নেই। এক হলো আমি, দ্বিতীয় হলো আমার রচয়িতা, ব্যস্। এই দুটোই জিনিস আছে তাই না। এক আমি হলাম তার রচনা বা তার সন্তান... যেটাই বলা আর দ্বিতীয় হলেন বাবা। তো, বাবা এই দুঃখের জন্য রেস্পন্সিবল নাকি আমি রেস্পন্সিবল ! কিন্তু যখন আমার কাছে দুঃখ আসে তখন এমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেন এই রচয়িতাই আমাকে দুঃখ দিয়েছেন। এদিকে আবার অন্তর থেকে এটাও মনে হয় যে তিনি হলেন আমার সুখ দাতা। যেরকম সুখের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করে যে হে ভগবান এই দুঃখ দূর করো, ভগবান আমার আয়ু বৃদ্ধি করো। দেখো, আয়ুর জন্যও প্রার্থনা করতে থাকে। তো আয়ুরও, দুঃখেরও, শরীরের রোগ ইত্যাদিরও আর যা কিছু লড়াই ঝগড়া বা এইরকম কোনও অশান্তির কারণ আসে, তখন ভগবানের কাছেই প্রার্থনা করে। কোনো কোনো বাচ্চা এমনও হয় যে বলে, ভগবান, একে সুমতি দাও, তো মতিও তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে। কোনও কথাতে যখন দুঃখ বা কষ্ট হয়, তখন কষ্টতে স্মরণও তাঁকেই করে আর মনের কামনা তাঁর কাছেই রাখে। যখন তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে তখন অবশ্যই তিনি হলেন তার মনোবাঞ্ছা পূরণকারী আর তিনিই আমাদেরকে সুখ প্রদান করেন, মানে এইসব সমস্যার সমাধান কেবল তাঁর কাছেই আছে। এইজন্য শুধু শুধু তাঁকে স্মরণ করেনা, তাঁর কাছে সব সমাধানও আছে। তো এই সবই আমাদের যা কিছু ব্যবহারিক কার্য চলে, জেনেই হোক কিম্বা না-জেনে, কিন্তু ভগবানকে দুঃখের সময় স্মরণ অবশ্যই করে। কোনও পরিস্থিতি এলে তো মুখ থেকে বেরিয়ে আসে - “ও মাই গড”! যদিও কেউ জানুক কিম্বা নাও জানুক যে সেই গড কে, তিনি কিরকম, তবুও মুখ থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসে। তো এটাও বোঝার কথা যে, আমরা যাঁকে স্মরণ করি, তাঁর সাথে আমাদের সকল দুঃখের কি কোনও কানেকশন আছে! উনিই কি আমাদের দুঃখ দাতা নাকি ওঁনার কানেকশন সুখ দেওয়ার সাথে আছে! এটা তো আমাদের স্মরণের দ্বারাই প্রমাণিত হয়ে যায় যে তাঁর কোনও দুঃখ দেওয়ার কাজই নেই। যদি দিতেন তাহলে স্মরণ কেন করতে ? দুঃখ দাতার জন্য তো অন্তরে রাগ আসে,

চিন্তা করে এর জন্য জানিনা কি করবো... কিন্তু ভগবানের প্রতি তো সর্বদা আর বিশেষ করে দুঃখের সময়ে প্রেম উৎপন্ন হয়। অন্তরে মনে হয় যে, যেন তিনি হলেন আমাদের সবচেয়ে বড় मित्र। অন্তরে সেই খুশি আসে। তো অবশ্যই তাঁর সাথে আমাদের সুখের সম্বন্ধে আছে। তো দুঃখের কারণ অবশ্যই অন্য কেউ! এখন অন্য কেউ তৃতীয় তো নেই, এক আমি, দ্বিতীয় তিনি, তো অবশ্যই আমিই এর জন্য দায়ী হলাম।

তো যে জিনিসের জন্য আমি নিমিত্ত হয়েছি আর আমিই দুঃখে দুঃখী হই, আর দুঃখের জন্মও আমি নিজের মধ্যে নিজেই করে থাকি, তবে দেখো কতখানি অবুঝের মতো কথা। যে জিনিসের থেকে মুক্তি পেতে চাইছি, সেই জিনিস আমি নিজের জন্য নিজেই তৈরী করছি, আশ্চর্যের কথা না? মানুষ চায় না তবুও দুঃখ তৈরী হয়ে যায়, তো অবশ্যই সে কোনও কথাতে অস্ত্রানী বা অবুঝ। তো যে কথার বিষয়ে জানা নেই সেই বিষয়ে আগে জেনে নেওয়া উচিত তাইনা। অবশ্যই আমার সেই বিষয়ের কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। তো এই বোধগম্যতার বিষয়ে আগে খোঁজ করা দরকার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে বর্তমানে এই সব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতেও দেখো বেচারারা কত অজুহাত দেখায়। বলে, সময় নেই। কি করবো ঘর গৃহস্থ, কাজকর্ম ইত্যাদি করবো নাকি এই সব করবো, ওই সব করবো, কি করবো...। সেইজন্যই তারা ঘর গৃহস্থ আলী কাজকর্ম দেখাশোনা করা সত্ত্বেও দুঃখী হয়ে পড়েছে। এখন যখন আমিই 'আমার-আমার' বলে এই দুঃখের রূপকে তৈরী করে ফেলেছি, তাকে দুঃখের রূপে নিয়ে এসেছি তো প্রথমে সেই বিষয়ের খোঁজ হওয়া দরকার। তৈরি করার পূর্বে সেই বিষয়ে জানতে হবে, এই যেটা তৈরি করে আমি দুঃখী হচ্ছি তার কারণ কি! প্রথমে আমাকে এই বিষয়ে জ্ঞাত হতে হবে যে আমি দুঃখী কেন হয়েছি? আমার জন্য কি সুখ নেই? এই বিষয়েও তো জ্ঞাত হতে হবে।

এই বিষয়ে জানার জন্য এখানে বলা হয় যে, যে জিনিসকে তোমরা 'আমার' মনে করো, এটাই হলো দুঃখের কারণ। দুঃখকে দূর করার সমাধান কি, সেটাও জীবনের জন্য জানা অত্যন্ত আবশ্যিক। কিন্তু জানার পরেও বলে যে কি করব, কীভাবে করব, আমি কি আমার গৃহস্থ ব্যবহার ছেড়ে দেবো! তো আশ্চর্য লাগে যে, দেখো মানুষের বুদ্ধি, বোধ বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাকে ধারণ করতে অক্ষম। আমি অনুভবের দ্বারা সেই কথাগুলিকে বুঝে আর ধারণ করে বলছি যে এটা হল অনুভবের জিনিস। অনুভব অবশ্যই হয়েছে তবেই তো বলছি যে প্রাণিক্যালে কীভাবে সুখ প্রাপ্ত হতে পারে। অনেক জন্ম ধরে যে আশা করে এসেছে, এখন সেই সুখদাতা যিনি স্বয়ং আমাদেরকে নিজের এই পরিচয় দিচ্ছেন যে হে বাচ্চারা, তোমরা দুঃখী কেন? কারণ তো তোমরাই, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কি কথা আছে যেটা তোমরা নিজেরাই জানো না, যার জন্য দুঃখী হচ্ছে। তোমাদের কর্মই কি তোমাদের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে না! সেটা এসে বোঝো, দেখো, আমি এতখানি অক্ষর করছি। তবুও আশ্চর্যের কথা দেখো, এটা শুনেও বেচারারা বলে, হয়ত এরকমই চলতে হবে। একেই বলা যায় অহো মম মায়া! একদম মায়া চেপে ধরে বসে আছে। আর যাকে পাওয়ার জন্য সারাদিন মাথা খারাপ করতে থাকে, সেই ঈশ্বর বাবা সামনে থেকে বলছেন যে তোমাদের সুখের কারণ আর দুঃখের কারণ কি।

বাবা স্বয়ং বলেন যে, আমি তোমাদের সকল দুঃখ হরণ করতে আর তোমাদেরকে সুখ প্রদান করতে এসেছি, তবেই তো গাইতে থাকো তোমরা যে দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। কখনো এইরকম বলে না যে আজ দুঃখ প্রদানকারী সুখ হরণকারী। না। তো প্রতিটি দুঃখের তিনিই হলেন হরণকারী। বাবা বলেন যে, বাচ্চারা আমি এসেছি তোমাদের দুঃখ হরণ করতে। কিন্তু তার জন্য তোমাদেরকে এমন কর্ম করতে শেখাবো যার দ্বারা তোমাদের দুঃখ নষ্ট হয়ে যাবে। কেবল আমি যা শেখাই, বোঝাই, সেগুলিকে বুঝে সেই মতো পুরুষার্থ করো, যার দ্বারা দুঃখ নষ্ট হয়ে যাবে। তোমাদের দুঃখ নষ্ট করার জন্যই আমি শিক্ষা দিয়ে থাকি, এটাকে ধারণ করে নাও। কেননা এটা যে তোমাদের জন্যই। কিন্তু বেচারারা এমন কারণ দেখায় তারাই যেন ভগবানের উপরে দয়া করছে। কেউ আবার বলে দেয় যে সময় হলে করে নেব! আরে ভাই! এই যে খাওয়ানো দাওয়ানো সব যে ব্যাপার, সেই কর্মের দ্বারা তৈরি হওয়া কর্মের খাতাতেই তো তোমরা নাজেহাল হয়ে পড়েছো, সে কারণেই তো তোমরা দুঃখী হয়েছো। যখন একদিকে বলছো যে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে চাই আবার অন্য দিকে এইসব দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার রাস্তা যখন বাবা নিজেই বোঝাচ্ছেন তখন দেখো কারোর বুদ্ধিতে খুব কমই ধারণা হচ্ছে। এইভাবে মায়া এই ৫ বিকারকে বলা হয়, কিন্তু মানুষ বেচারী পুনরায় ধন-সম্পত্তিকে মায়া মনে করে। কেউ আবার শরীরকেও মায়া বলে দেয়। তার থেকে বাঁচার উপায় বের করতে থাকে, কিন্তু বাবা বলেন তোমাদের দুঃখের কারণ হল অন্য কিছু। এই প্রকৃতি তো হল আমার রচনা, যেটা অনাদি সেটা কখনো দুঃখের কারণ হতে পারে না। তোমাদের মধ্যে এক্সট্রা আলাদা ভাবে কোনও জিনিস এসেছে, যেটা দুঃখের কারণ হয়েছে, তাকেই ৫ বিকার (মায়া) বলা হয়। শরীর কখনো বিকার নয়, সংসারও কখনো বিকার নয়, ধন-সম্পত্তিও বিকার নয়। বিকার হল এক আলাদা জিনিস, যেটা আসার ফলে এইসব কিছুই দুঃখের কারণ হয়ে গেছে। না হলে তো এইসকল পদার্থ হল আত্মার সুখে জন্য। তার জন্য এই

সম্পত্তি, ধন ইত্যাদি যা কিছু আছে, সেইসব সুখের কারণ ছিল। কিন্তু এই সকল কথার পূর্ণ জ্ঞান না হওয়ার কারণে এইসব জিনিস দুঃখের কারণ হয়ে গেছে। এমনও নয় যে আমি এই যে অনাদি রচনা রচিত করেছি, সেসব কোনও দুঃখের কারণ, না। দুঃখের কারণ তোমরাই, তোমাদের মধ্যে কোনো আলাদা জিনিস এসেছে। সেই আলাদা জিনিস হল এই পাঁচ বিকারের মায়া, এখন সেগুলিকে তোমাদেরকেই বের করতে হবে। মানুষ পুনরায় বলে দেয় যে, এইসব ভগবান দিয়েছেন, যদি ভগবান দিয়ে থাকেন তবে তিনি সুখের জিনিসই দেবেন তাই না। এতে তোমরা বিকার মিশিয়ে এইসব জিনিস গুলিকে খারাপ করে দিয়েছো, এই জন্য বাবা বলেন যে তোমরা এই বিকার গুলিকে বের করে দাও তাহলে সদাকালের জন্য সুখী হয়ে যাবে। এই সমস্ত কথাগুলিকে বুঝতে হবে। এর জন্য অল্প একটু সময় তো দিতেই হবে। দুঃখকে বিনাশ করার বিধি শিখতে হবে। এর জন্য বলা হয় বারংবার এখানে আসো, কিছু তো অন্তত বোঝো। কিন্তু এমন নয় যে এখানে এসে শুনে আর বাইরে গেলে ব্যস কথ্য শেষ। কেউ কেউ আবার বলে দেয় যে এসব তো বয়স্ক বা বৃদ্ধদের কাজ। সুখময় জীবন বানানো কেবল বৃদ্ধদের জন্যই জরুরী? বৃদ্ধ তো সে, যে উল্টো সিঁড়ি চড়ে পুনরায় দেখে নেমে আসে, তার থেকে তো ভালো যে সিঁড়ি চড়ার পূর্বেই সাবধান হয়ে যাওয়া, আমাকে আমার জীবন কীভাবে পরিচালনা করতে হবে। এর জন্য তাদেরকে রায় দিতে হবে যে এই কথাগুলোকে বুঝে নিজের জীবনে দুঃখের যে মূল আছে, দুঃখের যা কিছু কারণ আছে, সেগুলিকে নির্মূল করার সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা (পুরুষার্থ) করতে হবে।

ভগবান বাবা যিনি হলেন সকলের পিতা, তাঁর উপর আমাদের যে অধিকার আছে, তাঁকেও বুঝতে হবে আর সেই অধিকার নিতে হবে। কেবল এইরকম খোড়াই তাঁকে বাবা বলবে ? তাঁর দ্বারা আমাদেরকে কি কি প্রাপ্ত করতে হবে, সেটাও তো কেউ এসে বুঝবে আর শুনবে। আমি সবাইকে অফার তো দিতেই থাকি। পরবর্তীকালেও নিমন্ত্রণ আর সন্দেশ দিতেই থাকব। তথাপি কোটির মধ্যে কয়েকজন জাগবে। আগেও এইরকম হয়েছে তবেই তো ভগবান নিজে বলেছেন যে কোটির মধ্যে কয়েকজনই আমাকে জানে। তো এখানে এসে এই জিনিস গুলিকে বুঝে আর কিছু ধারণা করার কথা বলো। একই দিনে এইসব কথা বোঝানো সম্ভব নয়। আচ্ছা। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের প্রতি স্নহের স্নেহ সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- নিজের পূজ্য স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা সর্বদা আত্মিক নেশায় থেকে জীবন্মুক্ত ভব ব্রাহ্মণ জীবনের মজা হল জীবন্মুক্ত স্থিতিতে । যার নিজের পূজ্য স্বরূপ সদা স্মৃতিতে থাকে তার চোখ কেবল বাবাকে ছাড়া অন্য কোথাও ডুবতে পারে না। পূজ্য আত্মাদের সামনে আপনা থেকেই সকল ব্যক্তি আর বৈভব মাথা নত করে। পূজ্য আত্মা কারো প্রতি আকৃষ্ট হয় না। দেহ, সম্বন্ধ, পদার্থ বা সংস্কার গুলিতেও তার মন বুদ্ধি আসক্ত হয় না। সে কখনো কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। সর্বদা জীবন্মুক্ত স্থিতির অনুভব করতে থাকে।

স্নোগান:- সত্যিকারের সেবাধারী সে যে নিমিত্ত আর নির্মাণ হয় ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light

Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য পিতাকে নিজের কর্মের সত্য চার্ট (পোতা মেল) দাও, প্রতিটি বিষয়ে শ্রীমৎ নিত থাকো, এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত আছে”

*প্রশ্নঃ - এখন তোমরা কোন্ সওদা কোন্ বিধির দ্বারা করো ?

*উত্তরঃ - স্যারেন্ডার (সমর্পিত) বুদ্ধি হয়ে বলে বাবা আমি তোমার, এই তন-মন-ধন সবই তোমার। বাবা তখন বলেন বাচ্চারা স্বর্গের বাদশাহী তোমাদের। এই হল সওদা (লেন দেন)। কিন্তু এর জন্য সং হৃদয়ের হতে হবে। নিশ্চয়ও দূঢ় থাকা চাই। নিজের কর্মের সত্য চার্ট (পোতামেল) বাবাকে দিতে হবে।

*গীতঃ- তুমিই মাতা পিতা...

ওম শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান - বাচ্চারা জানে এখন আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা শ্রীমতের অর্থ তো জেনেছি। শিববাবার মতানুসারে আমরা পুনরায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। এই কথা তোমরা প্রত্যেকে জানো - অবশ্যই প্রত্যেক কল্পে পরম পিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদেরকে অ্যাডপ্ট করেন। তোমরা হলে অ্যাডপ্টেড ব্রাহ্মণ। দওক নেওয়া হয়েছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম যা লুপ্ত প্রায় হয়েছে, আমরা শ্রীমৎ অনুসারে পুনরায় সেই ধর্মের স্থাপনা করছি এবং হুবহু পূর্ব কল্পের মতন। যে অ্যাক্ট গুলি চলে, শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, কল্প পূর্বের মতন ড্রামা অনুসারে আমরা অ্যাক্ট করছি। আমরা জানি শ্রীমৎ অনুসারে আমরা নিজেদের দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করছি। যারা যতখানি পুরুষার্থ করবে, কারণ সৈন্য বাহিনীতে কেউ সতোপ্রধান পুরুষার্থী, কেউ সতঃ, রজঃ পুরুষার্থী আছে। কেউ মহারথী, কেউ অশ্বারোহী, কেউ পদাতিক এইরূপ নাম দেওয়া রয়েছে। বাচ্চাদের খুশীর অনুভূতি হয় যে আমরা হলম গুপ্ত সেনা। স্থূল অস্ত্র ইত্যাদি কিছুই ব্যবহার করতে হয় না আমাদেরকে। দেবীদের হাতে যে অস্ত্র গুলি দেখানো হয়েছে সেসব হল জ্ঞানের অস্ত্র শস্ত্র। অস্ত্রের অর্থ তো দৈহিক বাহু বল হয়ে যায়। মানুষ জানেনা যে স্থূল তলোয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় না, এগুলিকে জ্ঞানের বাণ বলা হয়। চতুর্ভুজের চিত্রে যে অলঙ্কার দেখানো হয়েছে, তাতেও জ্ঞানের শঙ্খ আছে। জ্ঞানের চক্র, জ্ঞানের গদা। সবই জ্ঞানের কথা। বোঝানোও হয়েছে, গৃহস্থ কমল ফুলের মতন থাকো, তাই পদ্ম ফুলও দেওয়া হয়েছে। এখন তোমরা প্রাক্টিক্যাল অ্যাক্টে আছো। পদ্ম ফুলের মতন গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান রয়েছে যে আমরা এক পিতাকে স্মরণ করি। এ হল কর্মযোগ সন্ন্যাস। নিজের রচনার প্রতিপালনও করতে হবে। এখন তোমরা বুঝেছো যে, পূর্বে দুঃখের কর্ম ব্যবহারই ছিল। একে অপরকে দুঃখই প্রদান করা হয়েছে। এই দুনিয়ার সুখ তো কাক বিষ্ঠার সমান, ছিঃ ছিঃ নোংরা। বিষ্ঠার কীট সম হয়েছে মানুষ। বাচ্চারা বুঝেছে রাত দিনের তফাৎ আছে। বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করেন। এখন আমরা নরকের মালিক। নরকে কি বা সুখ থাকবে! তোমরা বাচ্চারা এখন শুনছো এবং বুঝতে পারছো। বাবা বাচ্চাদের এই নলেজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বাচ্চাদের জন্যই স্বর্গ। বাচ্চারাই ভালো ভাবে বুঝবে নস্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। সর্ব প্রথমে তো দূঢ় বিশ্বাস বা নিশ্চয় থাকা উচিত। নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্ত্রী। নিশ্চয় দূঢ় থাকলে সেই জ্ঞান নিশ্চয়ের মধ্যেই পরিলক্ষিত হবে। এক তো শিববাবার স্মরণ থাকবে এবং খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকবে। স্যারেন্ডার বুদ্ধি হবে। বলে বাবা আমি তো তোমার। এই দেহ মন ধন সবই তোমার। বাবাও বলেন এই স্বর্গের বাদশাহী তোমাদের। দেখো, সওদাটি কেমন। সত্য প্রকৃত সন্তান হতে হবে। বাবা সব জানবেন যে বাচ্চাদের কাছে কি আছে ? আমরা কি দিয়েছি ! তোমাদের কাছে কি আছে ? বাবা ভালো ভাবে বোঝান। আমি হলম দীনের নাথ। ধনী বিত্তবান মানুষের স্যারেন্ডার হতে হৃদয় বিদীর্ণ হবে। গরিব মানুষ শীঘ্র জানিয়ে দেয়। ব্যবসা যারা করে, চাকরি বাকরি যারা করে তারাও নিজের উপার্জন থেকে এই দুচার পয়সা বের করে। যারা দান করতে ভালোবাসে তারা বেশি দান করে। যা কিছু কর্তব্য করে, বলে ঈশ্বর অর্পণম্, তাই অল্পকালের জন্য সুখ পরের জন্মে প্রাপ্ত করে। কেউ কলেজ, ধর্মশালা, হাসপিটাল ইত্যাদি নির্মাণ করেছে তো পরের জন্মে তার ফল প্রাপ্ত করে। পুণ্য আত্মা হয়। তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। কলেজে ভালো ভাবে পড়াশোনা করবে। সেসব কিছু আমিই প্রদান করি। সাক্ষাৎকারও আমি করাই। প্রত্যেকের হিসাবপত্র আমার কাছে আছে। ড্রামা অনুসারে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত রয়েছে। ধন বেশি থাকলে মন্দির ইত্যাদিও নির্মাণ করে, তা হল পরমার্থের উদ্দেশ্যে ধন ব্যয় করা। নিজের কারখানা ইত্যাদি থেকে কিছু উপার্জন নিয়ে মন্দির নির্মাণ করে, কেউ কলেজ ইত্যাদি বানায়। বলবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করলে ঈশ্বর রিটার্ন দেবেন। অনেক মানুষ বলে আমরা নিষ্কাম রূপে সেবা করি। কিন্তু নিষ্কাম তো হয় না। নিষ্কাম শব্দটি কোথা থেকে এসেছে ? বাবা বুঝিয়েছেন - নিষ্কাম সেবা হতে পারে না। ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। এখন তোমাদেরকে গৃহস্থ ব্যবহারে তো থাকতেই হবে। চাকরীও করতে হবে, পরিবার

প্রতিপালনও করতে হবে। বাচ্চাদের তো বাবাকে কর্মের চার্ট ইত্যাদি দিতে হবে। কতটা বেঁচেছে। বাবা বলেন তোমরা গরিব, আমদানি ইত্যাদি হয় না। নিজের রচনার দেখভালও ঠিক করে করতে পারো না। আচ্ছা, তোমরা এক পয়সা দিও। এ হল তোমাদের ২১ জন্মের অবিনাশী উপার্জন। ওই উপার্জন ছিল অল্পকালের সুখের জন্য আর এ হল ২১ জন্মের জন্য। এই হল ডাইরেক্ট। বাবা বলেন, তোমাদের বীজ বপন তো করতেই হবে। সুদামা এক মুঠো চাল দিয়ে ২১ জন্মের জন্য মহল প্রাপ্ত করেছিল কারণ গরিব ছিল। ধনী এক মুঠো হীরে দিলে কথাটি এক সমানই হবে। বাবা কিছু বলেন না। প্রত্যেককে তাদের নিজের নিজের মতো ডাইরেকশন দেন। তোমরা এটাকরো। জিজ্ঞাসাও করেন খরচ চলে কীভাবে? স্বল্প আয় থাকলে সেই অনুসারে পরামর্শ দেন। অসময়ের জন্য রাখা উচিত। ডাইরেকশন দেন যে এতটা করো, বাকিটার জন্য আমি রেম্পমিবল (দায়ী)। আচ্ছা বাড়িতে একটি হলঘর বানাও, যেখানে কন্যারা গিয়ে সেবা করতে পারে। হাসপাতাল বিশাল তৈরি কর, সেবাকেন্দ্রও বিরাট তৈরি করতে হবে। অনেকে আসবে। যদি অত্যধিক ধন আছে তো এই হাসপাতাল, কলেজ খোলো। তাতে গ্রাম গঞ্জের কল্যাণ হবে। অনেক বাচ্চারা এসে বর্সা নেবে - হেলথ ওয়েলথের। এখন তোমরা এইরূপ কর্তব্য করলে রাজস্ব প্রাপ্ত হবে, অনেকের কল্যাণ হবে। ২১ জন্মের জন্য তোমরা এই রকম হবে। বাচ্চাদের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সাধু সন্ন্যাসীদের এই চিন্তা থাকে না। তাদের যা দেবে তারা নিজেদের কাজে লাগাবে। নিজেদের সন্ন্যাস কুলের বৃদ্ধি করবে, আখড়া ইত্যাদি বানাবে। এখানে যে যতখানি পরিশ্রম করবে সে ততই উঁচু গদিতে বসার মালিক হবে। এই বর্সা প্রাপ্ত হয়। যত বাচ্চা আছে সব বাচ্চার বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়। বাবা কেবল এটুকু বলেন যে, বাচ্চারা তোমরা আমাকে ভুলে গেছো তাই না! তোমরা অনেক পথভ্রান্ত হয়েছো। নুড়ি পাথরে খুঁজে খুঁজে নিজের পা দুটিকেই ক্লান্ত করেছে। এইসবই ড্রামাতে ফিঞ্চড রয়েছে, এমন হতেই হবে হবে। সূর্যবংশী এলো, চন্দ্রবংশী এলো তারপরে কীভাবে বৃদ্ধি হতে থাকেছে। জন্ম নিতে থাকেছে। এইসব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। ভক্তিমার্গেও ফল প্রদান করি আমি। পাথরের জড় মূর্তি কি দেবে। এখন তোমরা শূদ্র বর্ণ থেকে ব্রাহ্মণ বর্ণে পরিণত হয়েছো।

তোমরা জানো আমরা শ্রীমৎ অনুসারে পুনরায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। কল্প পূর্বেও এমন করেছিলাম। আমরা ৮৪ জন্মের চক্রে এসেছি। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি সবই হল বাই প্লটস। সম্পূর্ণ নাটকটি ভারতকে কেন্দ্র করে। তোমরাই দেবতা ছিলে, তোমরাই অসুর হয়েছো। রাবণের প্রবেশ হওয়ার কারণে বাম মার্গে গিয়ে তোমরা বিকারী হয়েছো। ব্রষ্টাচারী কর্ম আরম্ভ হয়ে যায়। ব্রষ্টাচারও প্রথমে সতোগ্রহান পরে সতঃ, রজঃ তমো হয়। বাবা বোঝান এই সময় সম্পূর্ণ বৃষ্টি জরাজীর্ণ অবস্থায়। এখন এই বৃষ্টির বিনাশ হবে। যে দেবতা ধর্ম এখন নেই, তা পুনরায় স্থাপন হবে। কল্প কল্প স্থাপন হয়েছে। কিন্তু এর বর্ণনা কোনোখানেই নেই। নম্বর ওয়ান কথা হল ভগবানুবাচ। ভগবান তো হলেন এক তাইনা। সর্বব্যাপীর জ্ঞানের দ্বারা ভক্তিও চলতে পারে না। ও গড কাকে বলা হয়, সর্বব্যাপী যদি হয় তবে 'ও গড' বলা যাবে না। সতোগ্রহান থেকে সতঃ, রজঃ, তমোতে আসতেই হবে, তাই সবাই পতিত হয়েছে। গানও করে পতিত-পাবন এসো। বাবা আসেন পবিত্র করতে। তোমরা পবিত্র হচ্ছে। দুঃখে স্মরণ সবাই করে। যখন বিপদ আসে তখন স্মরণ করে, হে ভগবান, কিন্তু জানেনা। তোমরা নলেজ প্রাপ্ত করছো। বাচ্চারা, তোমাদের দেবী দেবতা হতে হবে। এখন হল কয়ামতের (বিনাশের) সময়, সকলের হিসেব নিকেশ পরিশোধ হবে। এখন সকলে কবরে রয়েছে, বাবা এসে কবর থেকে জাগান। এই জ্ঞান অন্য কারো কাছে নেই। আসতে থাকবে, বাবার হতে থাকবে, বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো আমি এই অবস্থায় কোন্ পদ প্রাপ্ত করবো! যদিও নিজের অবস্থা দেখে বুঝতে পারবে। এখন মার্জিন অনেক আছে। বাবাকে স্মরণ করার ব্যাপারে তোমরা সবাই হলে পুরুষার্থী। পরিপূর্ণ (সম্পূর্ণ) শেষ সময়ে হবে। পরীক্ষা শেষ হলে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যখন তোমরা সম্পূর্ণতার সমীপে থাকবে, তখন সব সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। একে অপরকে দেখে বুঝতে পারবে যে সে কোন্ পদ প্রাপ্ত করবে! বোঝার মতো বিষয়, তাইনা। আত্মা অবুঝ হয়ে গেছে। এখন পুনরায় বাবা কড়ি থেকে হীরে সম বানানোর জন্য বুদ্ধিমান সমঝদার বানাচ্ছেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এ হল যুদ্ধের ময়দান, ঝড় ঝঞ্ঝা তো অনেক আসবে। সব রোগ ইত্যাদি বাইরে বেরিয়ে আসবে। নিজের নিজের দক্ষতাকে আরও বাড়ান।

ওস্তাদ (বাবা) সাহায্য করবেন না। হার বা জিত তোমাদের হাতে। ওস্তাদ (বাবা) বলেন এ হল মায়ার যুদ্ধ। মায়ী অনেক আচ্ছাড় মারবে। না চাইলেও ৫-৬ বছর ভালো ভাবে চলতে চলতে তারপর এমন জোরে ঝড় তুফান আসবে যে চোখের ঘুম উড়ে যাবে। বীর বাহাদুর কখনও ক্লান্ত হবে না। ফেল হবে না। এই বিষয়ে অনেক ছোট ছোট নাটকও দেখানো হয়েছে যে কীভাবে ভগবান নিজের দিকে, রাবণ নিজের দিকে টানছে। তোমরা স্মরণে থাকতে চাও তবুও মায়ী ঝড়ের কবলে এনে দেয়, এইসব তো হতেই থাকবে। যুদ্ধ করতে থাকতে হবে। তোমরা হলে কর্ম যোগী। সকালে উঠে প্র্যাক্টিস করো, বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের সবই হল গুপ্ত। গুপ্ত সেনারও গায়ন আছে আননোন ওয়ারিয়ার্স, বাট ভেরি ওয়েল নোন। তোমাদের স্মরণিক হল এই দিলওয়ারা মন্দির, আননোন ওয়ারিয়ার্সদের স্মরণিক মন্দির। লক্ষ্মী-নারায়ণের নয়। এরাই

পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। তোমাদের সবকিছুই হল গুপ্ত। স্থূল তলোয়ার ইত্যাদি তোমাদের কিছুই নেই, এতে শুধুমাত্র বুদ্ধির কাজ আছে। গানও করে আত্মা পরমাত্মা আলাদা থেকেছে বহুকাল..... মানুষ তো গুরু হয়। সদগুরু তো হলেন একমাত্র নিরাকার। তাঁকে পতিত-পাবন বলে তো, তিনি হলেন সদগুরু, তাইনা। বাকি সব হল কলিযুগী কর্মকান্ডের। সবাই আহবান করে করতালি দেয় পতিত-পাবন... সব সীতাদের রাম একজনই। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সব নলেজ এসেছে। নিজের অবস্থাকে দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কোনো অবগুণ তো নেই। ক্রোধের ভূত বা কাম বিকারের ভূত থাকা উচিত নয়। বাচ্চারা লেখে, জানিনা কি হয় ! অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা আসে। বাবা বলেন সেসব তো আসবেই, অনেক পরিশ্রান্ত করবে। কিন্তু তোমাদের সাবধান হয়ে থাকতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা তোমারই কামাল। কেউ জানেনা বাবা কীভাবে রাজধানী স্থাপন করছেন। আমরা ভারতের খোদাই খিদমতগার (ঐশ্বরীয় সেবধারী) । নিরাকার শিবের জয়ন্তী পালন করে। কিন্তু কবে এবং কীভাবে এলেন তিনি, তা জানেনা। তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বর্ষা প্রদান করছেন। এ হল দাদুর সম্পত্তি। তাঁকেই বাবা বাবা বলা হয়। দাদা এবং বাবা। বাবা হলেন আত্মিক, দাদা হলেন দৈহিক। উনি সুপ্রিম রুহ অর্থাৎ পরম আত্মা ব্রহ্মার দ্বারা অবিনাশী উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, এই কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে হবে। মন্মানাভব এবং চক্রের রহস্যও খুব সহজ। স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী কিন্তু অলঙ্কার ইত্যাদি বিষ্ণুকে প্রদান করা হয়েছে কারণ এখন তোমরা সম্পূর্ণ হওনি। প্রথমে তো এই নিশ্চয় চাই যে উনি হলেন আমাদের পিতা, টিচার, উনি আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। সন্মুখ সপ্তে করে নিয়ে যাবেন। তাঁর পিতা টিচার গুরু কেউ নেই। কতখানি ক্রিয়ার করে বোঝানো হয়, তবুও বুদ্ধিতে বসে না। গৃহস্থ থেকে নির্মোহী (মোহ হীন) হতে হবে। আমরা তো এক বাবার আপন হয়েছি, এই কথাই বুদ্ধিতে থাকা উচিত। তোমাদেরকে অঙ্কের লাঠি হতে হবে। নিজের আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জিজ্ঞাসা করো যে পতিতপাবন পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তোমাদের লৌকিক পিতা তো আছেন, তাই না। তাহলে পরম পিতা পরমাত্মা কাদের পিতা ? অবশ্যই উত্তর দেবে আমাদের। আত্মা, বাবা তো হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নেই। পুনরায় অসীম জগতের পিতার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করো, এ হল তোমাদের অধিকার। স্মরণ করলে তোমরা সেখানে পৌঁছে যাবে। অনেক পয়েন্টস আছে যা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। আত্মা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অন্তরে কোনো কাম বা ক্রোধের বিকার যুক্ত অবগুণ থাকলে তা দূর করে প্রকৃত সত্য ঐশ্বরীয় সেবধারী হতে হবে। ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। পরাজিত হবে না।

২) বাবার নির্দেশ অনুসারে সুদামার মতন এক মুঠো চালের পরিবর্তে ২১ জন্মের বাদশাহী নিতে হবে।

বরদানঃ:- সংগঠনে ডিট্যাচ ও প্রিয় হওয়ার ব্যালান্সের দ্বারা অচল থাকা নির্বিঘ্ন ভব
যেমন বাবার হল বিশাল বড় পরিবার কিন্তু যত বিশাল পরিবার, ততই ডিট্যাচ এবং সকলের প্রিয়, এমনভাবে ফলো ফাদার করো। সংগঠনে থেকে সদা নির্বিঘ্ন ও সন্তুষ্ট থাকার জন্য যতখানি সেবায় লিপ্ত ততখানি পৃথক স্থিতিও যেন থাকে। যে যতই অশান্ত করার চেষ্টা করুক এক দিকে একজন ডিস্টার্ব করবে, অন্য দিকে আরেকজন। কোনো ভাবেই স্যালভেশন পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ ইনসাল্টও করুক, কিন্তু সঙ্কল্পেও যেন স্থিতি অচল থাকে, তবেই বলা হবে নির্বিঘ্ন আত্মা।

স্নোগানঃ:- দেহী-অভিমানী স্থিতির দ্বারা শরীর ও মনের অস্থিরতাকে সমাপ্তকারীই অচল অটল থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"তপস্যার প্রত্যক্ষ ফল - খুশী"

আজ বাপদাদা তাঁর সকল তপস্বীরাজ বাচ্চাদেরকে দেখছেন। তোমরা তপস্বীও আবার রাজ্য অধিকারীও, সেই কারণেই তোমরা হলে তপস্বীরাজ। তপস্যা অর্থাৎ রাজ্য অধিকারী হওয়া। তপস্যা রাজা বানিয়ে দেয়। সুতরাং তোমরা সবাই রাজা হয়ে গেছ তো তাই না ? তপস্যার বল কোন বল প্রদান করে ? অধীন থেকে অধিকারী অর্থাৎ রাজা বানিয়ে দেয়, সেইজন্য এই কথা প্রসিদ্ধও রয়েছে যে, তপস্যার দ্বারা রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। তাহলে ভাগ্য কতখানি শ্রেষ্ঠ ! এমন ভাগ্য সমগ্র কল্পে কারোরই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। এত বড় ভাগ্য যে ভাগ্য বিধাতাকে নিজের বানিয়ে দিয়েছে। এক এক ভাগ্যকে আলাদা আলাদা করে চাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভাগ্য বিধাতার থেকে সকল ভাগ্য উত্তরাধিকার রূপে নিয়ে নিয়েছো। উত্তরাধিকার কখনো চাইতে হয় না। সকল ভাগ্য, ভাগ্য বিধাতা স্বয়ং দিয়ে দিয়েছেন। তপস্যা অর্থাৎ আত্মা বলে আমি তোমার আর তুমি আমার, একেই তপস্যা বলা হয়। এই তপস্যার বলের দ্বারা ভাগ্য বিধাতাকে তোমার নিজের বানিয়ে দিয়েছে। ভাগ্য বিধাতা বাবাও বলেন - আমি তোমার। তাহলে কতখানি শ্রেষ্ঠ ভাগ্য হয়ে গেল ! ভাগ্যের সাথে সাথে স্বরাজ্যও এখন প্রাপ্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতের বিশ্ব রাজ্য হল স্বরাজ্যেরই আধারে, সেই কারণে তোমরা হলে তপস্বীরাজ। বাপদাদারও তাঁর প্রত্যেক রাজ্য অধিকারী বাচ্চাদেরকে দেখে আনন্দ হয়। ভক্তিতে অনেক জন্ম ধরে বাপদাদার কাছে কী বলেছো ? মনে আছে নাকি ভুলে গেছো ? বার বার নিজেকে আমি গোলাম, আমি গোলামই বলেছো। আমি তোমার গোলাম। বাবা বলেন আমার বাচ্চা আর গোলাম ! সর্ব শক্তিবানের সন্তান কিনা গোলাম ! এটা শোভা পায় ? সেইজন্য বাবা, আমি তোমার গোলাম - এর বদলে কি অনুভব করালেন ? আমি তোমার। তাহলে গোলাম থেকে রাজা হয়ে গেলে ! এখনও কখনো গোলাম হয়ে যাও না তো ? গোলাম ভাবার পুরানো সংস্কার কখনো ইমার্জ তো হয়ে যায় না ? মায়ার গোলাম হয়ে যাও ? রাজা কখনো গোলাম হতে পারে না। গোলামী ঘুচে গেছে নাকি কখনো কখনো ভালো লাগে ? তো তপস্যার বল হল অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ আর তোমরা কী তপস্যা করো ? তপস্যাতে পরিশ্রম করো ? বাপদাদা তো আগেই বলেছেন যে তপস্যা মানে কী ? আনন্দ উদযাপন করা। তপস্যা অর্থাৎ খুবই সহজ নাচা আর গান গাওয়া ব্যস্। নাচা গাওয়া তো সহজই, কঠিন কী ? মনোরঞ্জন হয় নাকি পরিশ্রমের ? তো তপস্যাতে তোমরা কী করো ? তপস্যার প্রত্যক্ষ ফল হল খুশী। তাহলে খুশীতে তোমরা কী হয়ে থাকে ? নাচা। তপস্যা অর্থাৎ খুশীতে নাচা এবং বাবা আর নিজের আদি অনাদি স্বরূপের গুণ গাওয়া। তো এই গীত কতো বড় আর কত সহজ। এর জন্য গলা ঠিক আছে কি ঠিক নেই এরই দরকার নেই। নিরন্তর এই গীত গাইতে পারো। নিরন্তর খুশীতে নাচতে থাকো। তাহলে তপস্যার অর্থ কী দাঁড়াল ? নাচা আর গাওয়া কত সহজ হয়ে গেল। মাথা ভারী তারই হবে যে ছোটখাটো ভুল করতে থাকে। ব্রাহ্মণ জীবনে কখনোই মাথা ভারী হতে পারে না। যারা হাসপিটাল বানাতে তাদের মাথা ভারী হল ? ট্রাস্টি তো সামনেই বসে আছেন। মাথা ভারী ? যখন করনকরাবনহার বাবা রয়েছে তবে তোমার মাথায় বোঝা রয়েছে ? এ তো নিজেকে নিমিত্ত বানিয়ে ভাগ্য বানানোর সাধন তৈরী করছো। তোমাদের দায়িত্ব কী ? বাবার পরিবর্তে নিজের দায়িত্ব মনে করে নিছো, তাই মাথা ভারী হয়ে যাচ্ছে। বাবা সর্ব শক্তিমান হলেন আমার সাথী, তবে ভারী ভাব থাকবে কী ? ছোট্ট একটা ভুল করে ফেলো তোমরা, আমার দায়িত্ব মনে করলেই মাথা ভারী হয়ে যায়। তো ব্রাহ্মণ জীবনই হল নাচো গাও আর আনন্দ করো। সেবা, তা সে বাচাই হোক কিম্বা কর্মণা - এই সেবাও হল একটা খেলা। সেবা আর অন্য কিছুই নয়। কোনোটা বুদ্ধির খেলা, কোনোটা হাঙ্কা খেলা হয়ে থাকে। কিন্তু খেলাই তো হল। বুদ্ধির খেলাতেও মাথা ভারী হয়ে যায় কি ? তো এই সব খেলা করে থাকো তোমরা। সুতরাং যত বড়ই চিন্তা ভাবনা করার মতো কাজ হোক, অ্যাটেনশন দেওয়ার মতো কাজ হোক কিন্তু মাস্টার সর্বশক্তিবান আত্মার কাছে সবই হল খেলা, এই রকম হয়েছে ? নাকি একটু একটু করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়ো ? মেজরিটি সময় অক্লান্ত, কিন্তু কখনো কখনো একটু ক্লান্ত হয়ে যাও। এই যোগের প্রয়োগ সকল খাজানাকে, তা সেটা সময়েরই হোক অথবা সংকল্পের অথবা জ্ঞানের খাজানা কিম্বা স্থূল ধনও যদি যোগের প্রয়োগের রীতিতে প্রয়োগ করো, তবে প্রতিটি খাজানার বৃদ্ধি হতে থাকবে। এই তপস্যা বর্ষে তোমরা যোগের প্রয়োগ করেছো, তাই না ? কী প্রয়োগ করেছো ? এই এক একটি ঐশ্বর্যকে প্রয়োগ করো। কীভাবে প্রয়োগ করবে ? যে কোনো খাজানাকে কম খরচ করে প্রাপ্তি অধিক। পরিশ্রম কম অধিক সফলতা - এই বিধিতে প্রয়োগ করো। যেমন সময়কে বা সংকল্পকেই ধরো - এগুলি হল শ্রেষ্ঠ খাজানা। তো সংকল্পের খরচ কম হবে কিন্তু প্রাপ্তি বেশী যেন হয়। সাধারণ ব্যক্তি দুই চার মিনিট সংকল্প চালানোর পরে, চিন্তা ভাবনা করার পরে সফলতা কিম্বা প্রাপ্তি লাভ করতে পারে, সেটাই তোমরা এক দুই সেকেন্ডেই করতে পারো। যাকে সাকার বাবা বলতেন - কম খরচা বালা নশীন (কম খরচে অধিক লাভ)। খরচ কম করো কিন্তু প্রাপ্তি হবে ১০০ গুণ। এর ফলে কী হবে ? সঞ্চয় যেটা হবে, সময়ই হোক বা

সংকল্পের, তাহলে সেই সঞ্চয়কে সেবাতে আরও বেশী নিয়োজিত করতে পারবে। দান পুণ্য কে করতে পারে ? যার ধনের সঞ্চয় হয়ে থাকে। যদি নিজের জন্য খরচ করা আর খাওয়ার মতোই রোজগার করলে, তবে দান পুণ্য করতে পারবে না। যোগের প্রয়োগ হল এটাই। কম সময়ে বেশী রেজাল্ট, কম সংকল্পে অনুভূতি বেশী, তবেই প্রতিটি খাজানাকে অন্যদের জন্য ইউজ করতে পারবে। সেই রকমই বাণী আর কর্ম, কম খরচ আর অধিক সফলতা, তবেই বিস্ময়কর বলা হবে। বাপদাদা বিস্ময়কর কী করেছিলেন ? কত অল্প সময়ে কী থেকে কী বানিয়ে দিয়েছেন ! তারজন্যই তো তোমরা বলে থাকো যে বাবার কামাল ! এক এর পদ্ম গুণ প্রাপ্তির অনুভব করে থাকো। কেবল এই গীত নয় যে "বাবা আপনি কামাল করে দিলেন.. (বাবা আপনেকে কামাল কর দিয়া)"। তোমরাও তো বিস্ময় সৃষ্টি করতে চলেছো। করেও চলেছো। কিন্তু তপস্যা চলাকালীন সময়ে মেজরিটির রেজাল্ট কী দেখলেন ?

তপস্যার উৎসাহ উদ্দীপনা ভালো। অ্যাটেনশনও রয়েছে, সফলতাও রয়েছে কিন্তু নিজের প্রতি সকল ঐশ্বর্যকে তোমরা ইউজ বেশী করছো। নিজে অনুভূতি করা সেটা তো খুব ভালো কথা। কিন্তু তপস্যা বর্ষ নিজের জন্য আর বিশ্ব সেবার জন্যই দেওয়া হয়েছে। তপস্যার ভাইব্রেশন বিশ্বে আরও তীব্রগতিতে ছড়িয়ে দাও। আগেও যেটা বলেছিলাম যে, যোগের প্রয়োগকে আর অনুভবের প্রয়োগশালাতে প্রয়োগের গতিকে বৃদ্ধি করো। বর্তমান সময়ে তোমাদের শক্তিশালী ভাইব্রেশনের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের দ্বারা সকল আত্মাদের পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন। সেইজন্য প্রয়োগকে আরও বাড়াও। অনেক সহযোগী বাচ্চাও রয়েছে। এই সহযোগিতাই যোগে বদলে যাবে। এক হল স্নেহী সহযোগী দ্বিতীয় হল সহযোগী যোগী। আর তৃতীয় হল নিরন্তর যোগী প্রয়োগী। এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি কে। কিন্তু বাপদাদার তিন প্রকারের বাচ্চারাই হল প্রিয়। অনেক বাচ্চাদেরই ভাইব্রেশন বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায়। নানান রকমের ভাইব্রেশন। তোমরা কি জানো যে বাবার কাছে কোন্ কথাটা পৌঁছে যায় ? ইশারাতেই তো তোমরা বুঝে যাও তাই না ? এই তপস্যা বর্ষে যা কিছু হচ্ছে এর কারণ কী ? বড় বড় প্রোজেক্টের সাহায্যে সেবা করছো এর কারণ কী ? কেউ মনে করে এটাই হল তপস্যার ফল। কেউ মনে করে তপস্যা বর্ষে এসব কেন ? উভয় ভাইব্রেশনই আসে। কিন্তু এই সময়ের তীব্রগতি আর তপস্যার ভাইব্রেশনের দ্বারা আবশ্যিকতার পূর্তি হওয়া, এ হল তপস্যারই ফল। ফল তো খেতে হবে তাই না ! এই ড্রামা দেখায় যে তপস্যা সকল আবশ্যিকতাকে সময় মতো সহজেই পূর্তি করতে পারে। বুঝেঝে ? এই কোশ্চেন উঠতে পারে না যে, এটা কেন হচ্ছে। তপস্যা অর্থাৎ সফলতা সহজে অনুভূত যেন হয়। যত দিন যাবে অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হয়ে যায় সেটাই বেশী বেশী করে অনুভব করতে পারবে। বিঘ্নের আসা এও ড্রামাতে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। এই বিঘ্নও অসম্ভব থেকে সম্ভবের অনুভূতি করায়। আর তোমাদের সকলের তো অনুভব হয়েই গেছে, সেইজন্য বিঘ্নকেও খেলা বলে মনে হয়। যেমন তোমরা ফুটবল খেলে থাকো। তো কী করো ? বল আসে আর ঠুকরে পাঠিয়ে দাও। বলই যদি না আসে তবে কিক লাগাবে কী করে ? খেলাটা কীকরে হবে ? এও হল ফুটবল খেলা। খেলা খেলতে মজা লাগে নাকি বিভ্রান্তিতে পড়ে যাও ? এই চেষ্টাই তো করো তাই না যে বল আমার পায়ে আসুক আর আমি কিক মারবো। এই খেলা তো হতেই থাকবে। নাথিং নিউ। ড্রামাও খেলা দেখায় আর সম্পন্ন সফলতাও দেখায়। এটাই হল ব্রাহ্মণ কুলের রীতি বা আচার। আচ্ছা।

এই গ্রুপ অনেক চান্স পেয়েছে। কোনো কার্যের জন্য নিমিত্ত হওয়া, কোনো প্রকারের বিধির দ্বারা নিমিত্ত হওয়া অর্থাৎ চান্স নিয়ে নেওয়া চ্যান্সেলর হওয়া। আজকের বিশ্বে অগাধ সম্পত্তি আছে এমন তো অনেকেই আছে, কিন্তু তোমাদের কাছে সব থেকে বড়'র থেকেও বড় কোন্ সম্পত্তি রয়েছে যা কিনা বিশ্বের কারো কাছেই নেই ? আর তা ধনীরাও যেমন প্রয়োজন তেমনি গরীবেরও প্রয়োজন ? কোন্ সম্পত্তি সেটি ? সব থেকে বড়'র থেকেও বড় আবশ্যিক সম্পত্তি হল সিম্প্যাথি। গরীব হোক কিম্বা ধনী, কারো জন্যই কারো সিম্প্যাথি নেই। সিম্প্যাথির সম্পত্তি হল সব থেকে বড়'র চেয়েও বড় সম্পত্তি। আর কিছু যদি না ও দাও, কিন্তু সিম্প্যাথির দ্বারা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারো। আর তোমাদের সিম্প্যাথি হল প্রকৃত সিম্প্যাথি, ঐশ্বরীয় পরিবারের সাথে সম্পর্কিত। অল্পকালের সিম্প্যাথি নয়। পারিবারিক সিম্প্যাথি হল সব থেকে বড়'র থেকেও বড় সিম্প্যাথি। আর এটা সকলের প্রয়োজন। তোমরা তা সকলকে দিতে পারো। আত্মিক সিম্প্যাথি তন মন এবং ধনেরও পরিপূর্তি করতে পারে। আচ্ছা এই বিষয়ের উপরে পরে আবার বলবো।

চতুর্দিকের তপস্বীরাজ শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সদা যোগকে প্রয়োগের দ্বারা কম খরচে শ্রেষ্ঠ সফলতা অনুভবকারী, সদা আমি তোমার তুমি আমার এই তপস্যাতে মগ্ন থাকা, সদা সকল সময়ে তপস্যার দ্বারা খুশীতে নাচতে আর বাবা আর নিজের গুণ গাইতে থাকে, এই রকম দেশ বিদেশের সকল স্মৃতি স্বরূপ বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ নিজের আচরণ আর চেহারার দ্বারা ভাগ্যের রেখাকে ফুটিয়ে তুলতে পারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে ডাইরেক্ট অনাদি পিতা আর আদি পিতার দ্বারা অলৌকিক জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে।

যার জন্মই ভাগ্যবিধাতার দ্বারা হয়েছে, সে নিজে কতখানি ভাগ্যবান হয়ে গেল ! নিজের এর শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে সদা স্মৃতিতে রেখে উৎফুল্ল থাকো। প্রতিটি আচরণ আর চেহারাতে এই স্মৃতি স্বরূপ প্রত্যক্ষ রূপে নিজেরই অনুভব যাতে হয় আর অন্যরাও যেন সেটা দেখতে পায়। তোমাদের কপালের মাঝখানে ভাগ্যের এই রেখাকে ঝলমল করতে দেখা গেলে - তখনই বলা যাবে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আছা।

স্লোগান:-

যোগী স্বরূপ আছা সে, যে অন্তর্মুখী হয়ে লাইট-মাইট রূপের অনুভব করায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীর-রূপী রথের উপর বিরাজমান আত্মাই হলো রথী (সারথী= রথের সঙ্গে যে রয়েছে), রথী মনে করে কার্য করে তাই দেহ-অভিমান থেকে মুক্ত হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- বাবার কথা বলার ধরন মানুষের কথা বলার ধরনের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কীভাবে ?

*উত্তর:- বাবা এই রথে রথী হয়ে কথা বলেন এবং আত্মাদের সাথেই কথা বলেন। শরীরগুলিকে দেখেন না। মানুষ তো না স্বয়ং-কে আত্মা মনে করে আর না তো আত্মার সঙ্গে বার্তালাপ করে থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের এই অভ্যাস করতে হবে। কোনও আকারী বা সাকারী চিত্রকে দেখেও দেখো না। আত্মাকে দেখো আর একমাত্র বিদেহীকেই (নিরাকার ঈশ্বর) স্মরণ করো।

*গীত:- তুমিই হলে মাতা-পিতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের ওম্ শান্তির অর্থ তো সম্পূর্ণ সহজভাবে বোঝানো হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি কথাই সহজ। সহজেই রাজস্ব প্রাপ্ত করতে হবে, কোথাকার জন্য ? সত্যযুগের জন্য। একেই জীবনমুক্তি বলা হয়ে থাকে। ওখানে রাবণের এই ভূত থাকে না। কারোর ক্রোধ এলে তখন বলা হয় যে তোমার মধ্যে এই ভূত আছে। যোগের অর্থ হলো - নিজেকে আত্মা মনে করে পরমাত্মাকে স্মরণ করা। আমি হলাম আত্মা, এই হলো আমার শরীর। প্রত্যেকের শরীররূপী রথে আত্মা রথী বসে রয়েছে। আত্মার শক্তিতেই এই রথ (শরীর) চলছে। আত্মাকে এই শরীর বারংবার ধারণ করতে হয় আর ত্যাগ করতে হয়। এ তো বাচ্চারা জানে যে ভারত এখন হলো দুঃখধাম। কিছু সময় পূর্বে সুখধাম ছিল। অলমাইটি গভর্নমেন্ট (সর্বকর্তৃত্বময় সরকার) ছিল, কারণ অলমাইটি অথরিটি (সর্বকর্তৃত্বসম্পন্ন ঈশ্বর) ভারতে দেবতাদের রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সেখানে একটিই ধর্ম ছিল। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। অবশ্যই সেই রাজ্য স্থাপনকারী বাবাই হবেন। বাবার থেকেই তাঁদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। ঈনাদের আত্মারা ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করেছে। ভারতবাসীরাই এই বর্ণে আসে। শূদ্র বর্ণের পর সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ বর্ণ আসে। ব্রাহ্মণ বর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ-বংশজাত। ওই ব্রাহ্মণেরা হলো গর্ভজাত। তারা বলতে পারে না যে আমরা হলাম ব্রহ্মার মুখ-বংশজাত। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দণ্ডক নেওয়া সন্তানও অবশ্যই থাকবে। বাচ্চারা জানে যে এই ভারত পূজ্য ছিল, এখন পূজারী হয়েছে। বাবা হলেন সদা পূজ্য, পতিতকে পাবন করার জন্য তিনি অবশ্যই আসেন। সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া। সত্যযুগে পতিত-পাবনী গঙ্গা এই নামই থাকবে না কারণ ও'টি হলোই পবিত্র দুনিয়া। সকলেই পবিত্র আত্মা। পাপাত্মা নেই। কলিযুগে আবার পুণ্য আত্মা নেই। সকলেই পাপাত্মা। পুণ্যাত্মা পবিত্রকে বলা হয়ে থাকে। ভারতেই অনেক দান-পুণ্য করা হয়ে থাকে। এইসময় যখন বাবা আসেন তখন ওঁনার উপর বলিপ্রদত্ত হয়ে যায়। সন্ন্যাসী তো ঘর-পরিবার পরিত্যাগ করে। এখানে তো বলে যে বাবা এই সবকিছুই তোমার। তুমি সত্যযুগে অগাধ ধন-সম্পদ দিয়েছিলে, পরে মায়া কড়িভুল্য বানিয়ে দিয়েছে। এখন এই আত্মাও অপবিত্র হয়ে গেছে। তন-মন-ধন সব অপবিত্র হয়ে গেছে। আত্মা সর্বপ্রথমে পবিত্র থাকে, তারপর পরিক্রমা করে শেষে এসে তমোপ্রধান নকল গয়নায় পরিণত হয়। ভূমিকা পালন করতে করতে পতিত হয়ে যায়। গোন্ডেন, সিলভার.....এই স্টেজগুলিতে মানুষকে আসতেই হবে। গায়নও করে, তুমি মাতা-পিতা..... লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্মুখে গিয়েও এই মহিমা করে। কিন্তু তাঁদের নিজেদের তো এক পুত্র-এক কন্যা রয়েছে। যেমন সুখ রাজা-রাণীর থাকে তেমনই বাচ্চারও থাকে। সকলেরই গভীর সুখ রয়েছে। আর এখন অস্তিমের ৮৪-তম জন্মে গভীর দুঃখ আছে। বাবা বলেন -- এখন পুনরায় আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে এই রথে রথী আত্মা বসে রয়েছে। এই রথী প্রথমে ১৬ কলা-সম্পন্ন ছিলেন। এখন কলাহীন হয়ে পড়েছেন। বলাও হয়ে থাকে যে আমি নিগুণী, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। তুমিই তরস থাও অর্থাৎ কৃপা করো। কারোর মধ্যেই গুণ নেই। অপবিত্র বলেই তো গঙ্গায় পাপ ধুয়ে ফেলতে যায়। সত্যযুগে যায় না। নদী তো সেই একই রয়েছে। তাছাড়া হ্যাঁ, এ'রকম বলা হবে যে ওইসময় সব বস্তুই সতোপ্রধান থাকে। সত্যযুগে নদীগুলিও অত্যন্ত নির্মল, স্বচ্ছ হবে। নদীতে আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই থাকে না। দেখো, এখানে তো কত আবর্জনা পড়তেই থাকে। সমস্ত নোংরা সাগরে যায়। সত্যযুগে এ'রকম হতে পারে না। কাউকে অপবিত্র করে দেওয়ার নিয়ম নেই। সব বস্তুই পবিত্র থাকে। সেইজন্য বাবা বোঝাতে থাকেন যে এখন এ হলো সকলের অন্তিম জন্ম। খেলা সম্পূর্ণ হয়। এই জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। রাজযোগ তো কেউ শেখাতে পারে না। কেবল তাদের স্মারক-চিহ্ন হিসাবে পুস্তক রচনা করতে থাকে। তারা স্বয়ং তো ধর্ম স্থাপন করে পুনর্জন্মে আসতে থাকে। তাদের স্মরণিকাই পুস্তকে থাকে। দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় এখন সঙ্গমে। বাবা এসে এই রথে বিরাজমান হন। ঘোড়ার গাড়ির(রথ) কোনো কথাই নেই। এই

সাধারণ বুড়ো রথে প্রবেশ করেন। তিনি হলেন রথী। গাওয়াও হয় যে ব্রহ্মা মুখ-বংশজাত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। এই ব্রহ্মাকেও তো অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। বাবা স্বয়ং বলেন -- আমি এই রথে এসে রথী হই, এঁনাকে জ্ঞান প্রদান করি। শুরু এঁনার থেকেই করে থাকি। কলস দিয়ে থাকি মাতাদের। মাতা তো অবশ্যই ইনিও। সর্বপ্রথমে ইনি শোনে, তারপর তোমরা। এঁনার মধ্যে তো বিরাজমান, কিন্তু সামনে কাদেরকে শোনাবেন! তখন বসে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আর কোনো বিদ্বানাদি হবে না, যিনি আত্মাদের সঙ্গে বসে কথা বলবেন। আমি হলাম তোমাদের বাবা। তোমরা আত্মারা হলে নিরাকার, আমিও নিরাকার। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, স্বর্গের রচয়িতা। আমি নরকের রচনা করি না। এ তো মায়া, যে নরক রচনা করে থাকে। আমি তো হলামই রচয়িতা, তাই স্বর্গই তৈরি করবো! তোমরা ভারতবাসীরা স্বর্গবাসী ছিলে। এখন নরকবাসী হয়েছে। নরকবাসী বানিয়েছে রাবণ, কারণ আত্মা রাবণের মতে চলতে থাকে। এইসময় তোমরা আত্মারা রাম শিববাবার শ্রী শ্রী মতানুসারে চলে। বাবা বোঝান - এখন সকলের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে। যখন সমস্ত আত্মারা একত্রিত হবে, উপর থেকে সকলেই চলে আসবে, তখন যাওয়া শুরু হবে। তারপর বিনাশ শুরু হয়ে যাবে। ভারতে এখন অনেক ধর্ম রয়েছে। কেবলমাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই নেই। কেউ নিজেদের দেবতা বলে না। দেবতাদের মহিমা কীর্তন করে সর্বগুণসম্পন্ন..... তারপর নিজেদের বলবে আমরা পাপী, নীচ..... দ্বাপর থেকে রাবণের রাজ্য শুরু হয়। রামরাজ্য হলো ব্রহ্মার দিন, রাবণরাজ্য হলো ব্রহ্মার রাত। এখন বাবা কবে আসবেন? যখন ব্রহ্মার রাত পূর্ণ হবে তখন তো আসবেন, তাই না ! আর এই ব্রহ্মার শরীরে আসবেন তবেই তো ব্রহ্মার মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণদের জন্ম হবে। সেই ব্রাহ্মণদেরকেই রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন -- যে সমস্ত আকারী, সাকারী বা নিরাকারী চিত্র রয়েছে সেগুলিকে তোমাদের স্মরণ করতে হবে না। তোমাদেরকে লক্ষ্য তো দিয়ে দেওয়া হয়। মানুষ তো চিত্র দেখে স্মরণ করে। বাবা বলেন চিত্রকে দেখা এখন বন্ধ করো। এ হলো ভক্তিমার্গ। এখন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। পাপের বোঝা মাথার উপর রয়েছে। পাপাত্মা তো হতেই হবে। এমন নয় যে প্রতিটি জন্মের পাপ গর্ভজলেই সমাপ্ত হয়ে যায়। কিছু সমাপ্ত হয়ে যায়, কিছু রয়ে যায়। এখন আমি পান্ডা হয়ে এসেছি। এইসময় সব আত্মারাই মায়ার মতে চলে। বাবা বলেন -- আমিই তো হলাম পতিত-পাবন, স্বর্গের রচয়িতা। আমার কার্যই হলো নরককে স্বর্গে পরিণত করা। স্বর্গে তো থাকেই এক ধর্ম, এক রাজ্য। ওখানে কোনো পার্টিশন ছিল না। বাবা বলেন -- আমি বিশ্বের মালিক হই না। তোমাদের করে থাকি তারপর রাবণ এসে তোমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নেয়। এখন তো সকলেই হলো তমোপ্রধান, প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন। সঙ্গমযুগে তোমরা পারশবুদ্ধিসম্পন্ন হও। বাবা বলেন - মামেকম স্মরণ করো, বুদ্ধিযোগ উপরে যুক্ত করো। যেখানেই যাও তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। একমাত্র বাবা, অন্য কাউকে নয়। তিনিই হলেন সত্যিকারের মহারাজা (সেছে পাতশাহ), তিনিই সত্য শোভান। সেইজন্য কোনও চিত্রকে স্মরণ করা উচিত নয়। এই যে শিবের চিত্র রয়েছে, তাঁরও ধ্যান করা উচিত নয় কারণ শিব তো এ'রকম নয়। যেমন আমরা আত্মারা ভ্রুকুটির মধ্যস্থলে থাকি তেমনই বাবাও বলেন -- আমি অল্প স্থান গ্রহণ করে এই আত্মার পাশে বসে পড়ি। রথী হয়ে এঁনাকে জ্ঞান প্রদান করে থাকি। এঁনার আত্মার(ব্রহ্মা) মধ্যেও জ্ঞান ছিল না। যেমন এঁনার আত্মা রথী শরীরের দ্বারা বলে, তেমনই আমি এই কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বলে থাকি। নাহলে কীভাবে বোঝাব! ব্রাহ্মণ রচনার জন্য ব্রহ্মাকে তো অবশ্যই চাই। যে ব্রহ্মাই পুনরায় নারায়ণ হবে। এখন তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান, তারপর সূর্যবংশীয় শ্রী নারায়ণের কূলে আসবে। এখন তো সম্পূর্ণ কাঙ্গাল হয়ে পড়েছে। লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। বাঁদরের থেকেও খারাপ। বাঁদরের মধ্যে ৫ বিকার অতি প্রবল মাত্রায় থাকে। কাম, ক্রোধ..... সমস্ত বিকার বাঁদরের মধ্যে এমনভাবে থাকে, সে'কথা আর জিজ্ঞাসা করো না। বাচ্চা মারা গেলে তার হাড়গুলোকেও ছাড়বে না (অর্থাৎ বাচ্চা পচে-গলে গেলেও ছাড়ে না)। মানুষও আজকাল এমনই হয়ে গেছে। বাচ্চা মারা গেলে ৬-৮ মাস ধরে কাঁদতেই থাকবে। সত্যযুগে তো অকালে মৃত্যু হয় না। না কেউ কাল্লাকাটি করে। ওখানে কোনো শয়তান থাকে না। বাচ্চারা, বাবা এইসময় তোমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। ঘর-পরিবারের দেখাশোনা অবশ্যই করো। তারমধ্যে থেকেও এমন চমৎকার করে দেখাও যা সন্ত্যাসীরা করতে পারে না। এই সতোপ্রধান সন্ত্যাস পরমাত্মাই শিথিয়ে থাকেন। তিনি বলেন -- এই পুরোনো দুনিয়া এখন শেষ হয়ে যাবে সেইজন্য এর থেকে মমত্ব (মোহ) দূর করে দাও। সকলকেই ফিরে যেতে হবে। দেহ-সহ যাকিছু পুরোনো বস্তু আছে, সেগুলিকে ভুলে যাও। ৫ বিকার আমাকে দিয়ে দাও। যদি অপবিত্র হয়ে যাও তাহলে পবিত্র দুনিয়ায় আসতে পারবে না। এই অন্তিম জন্মের জন্য বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো। তারপর তো পবিত্রতা স্থায়ী হয়েই যাবে। ৬৩ জন্ম ধরে তো বিশ্বের মধ্যে হাবুডুবু খেয়েছো, একদম নষ্ট হয়ে গেছো। নিজের ধর্ম-কর্মকে ভুলে গেছো। বলতে থাকো হিন্দু ধর্ম। বাবা বলেন -- কেন বোঝ না যে ভারত স্বর্গ ছিল, আমরাই দেবতা ছিলাম। আমিই তোমাদের রাজযোগ শিথিয়েছি। তোমরা আবার বলো কৃষ্ণ শিথিয়েছেন। কৃষ্ণ কি সকলের বাবা স্বর্গের রচয়িতা? বাবা হলেন নিরাকার, সমস্ত আত্মাদের পিতা। আবার ওঁনার উদ্দেশ্যে বলে থাকো সর্বব্যাপী। শিব-শঙ্করকেও মিলিয়ে ফেলো। শিব হলেন পরমাত্মা। পরমাত্মা বলেন -- আমি আসিই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে। যা এখন স্থাপন করা হয়ে থাকে, তারপর বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজ্য করবেন। বিষ্ণুর থেকেই বৈষ্ণব শব্দটি এসেছে। আজকাল সকলেই তো হলো পাপাত্মা। ওখানে এই

কাম-কাটারীর দ্বারা একে-অপরকে আঘাত করে না। সত্যখন্ড স্থাপনকারী হলেন অদ্বিতীয় সদ্ধুরু। বাকি সকলেই হলো লোকসানকারী (ডুবিয়ে দেয়)। সঙ্গম এবং স্বর্গ একে-অপরের নিকটে হওয়ার কারণে নরকের কথা স্বর্গে নিয়ে গিয়েছে। বাস্তবে কংস, রাবণ প্রভৃতির সকলেই এখন রয়েছে। ওখানে এরা থাকতে পারে না। তাই রথে যে রথী দেখানো হয় -- বাস্তবে রথ হলেন ইনি, যাঁকে নন্দীগণ, ভগীরথ ও বলা হয়ে থাকে। তোমরা সকলেই হলে অর্জুন। তোমাদের বলেন -- এই রথে এসেছি, যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করাতে। সত্যযুগে না রাবণ থাকে, না তাকে জ্বালানো হয়। এখন তো রাবণকে জ্বালাতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিনাশ না হবে। কত বিপর্যয় আসবে, দশেরায় (দশমীতে) অবশ্যই রাবণকে জ্বালাবে। তারপর শেষে এই রাবণ সম্প্রদায় সমাপ্ত হয়ে যাবে। সন্নতিদাতা তো একজনই। মানুষ মানুষকে সন্নতি দিতে পারে না। যখন এই দেবতাদের রাজ্য ছিল তখন সমগ্র বিশ্বে এঁাদেরই রাজ্য ছিল, অন্য ধর্ম ছিলই না। এখন আর সব ধর্ম রয়েছে, দেবতাদের ধর্মই নেই। যার স্থাপনা এখন হচ্ছে। দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সতোপ্রধান সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। এই পুরোনো দুনিয়ায় থেকেও এর থেকে মমত্ব (মোহ) মিটিয়ে ফেলতে হবে। দেহ-সহ যাকিছু পুরোনো বস্তু আছে সেগুলিকে ভুলে যেতে হবে।

২) নিজের বুদ্ধি যোগ উপরে সংযুক্ত করে রাখতে হবে। কোনো চিত্র বা দেহধারীকে স্মরণ করা উচিত নয়। অদ্বিতীয় পিতাকেই স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ:- পরমাত্ম শ্রীমতের আধারে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণকারী অবিনাশী পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী ভব সঙ্গমযুগে তোমাদের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের যে পরমাত্ম শ্রীমত প্রাপ্ত হচ্ছে -- এই শ্রীমতই হলো শ্রেষ্ঠ পালনা (প্রতিপালন)। শ্রীমত বিনা অর্থাৎ পরমাত্ম পালনার একটি পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে না। এইরকম লালন-পালন সত্যযুগেও পারে না। এখন প্রত্যক্ষ অনুভব করো যে আমাদের প্রতিপালক হলেন স্বয়ং ভগবান! এই নেশা সদা ইমার্জ থাকলে তখন নিজেকে অসীমের খাজানায় পরিপূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকারে ভরপুর অনুভব করবে।

স্লোগানঃ:- সুসন্তান সে-ই, যে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং যোগী হয়ে স্নেহের রিটার্ন দেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, তোমাদের অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য অবশ্যই শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা কীসের প্রস্তুতি নিচ্ছে ? তোমাদের প্ল্যান কি ?

*উত্তর:- তোমরা অমরলোকে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তোমাদের পরিকল্পনা হলো ভারতকে স্বর্গ বানানোর। তোমরা নিজেদের তন - মন এবং ধনের দ্বারা এই ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবাতে নিয়োজিত রয়েছ। তোমরা বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সাহায্যকারী। অহিংসার বলেই তোমাদের এই নতুন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। মানুষ তো বিনাশের জন্য পরিকল্পনা করতে থাকে।

*গীত:- মাতা ও মাতা....

ওম শান্তি। এ কার মহিমা শুনলে ? দুই মাতার। এক তো বাবার মহিমা হয়ে থাকে, তুমিই মাতা - পিতা... নিরাকারেরই এমন মহিমা হয়, তুমিই মাতা - পিতা... কেননা পিতা যখন আছে, মাতাও অবশ্যই থাকবে। তোমরা জানো যে, পরমপিতা পরমাত্মার যখন এই সৃষ্টি রচনা করার প্রয়োজন হয়, তখন অবশ্যই মাতারও প্রয়োজন। বাবাকে তো কোনো সাধারণ তনেই আসতে হবে। শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রির মহিমা আছে। তাহলে অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মা অবতার গ্রহণ করেন। কীসের জন্য ? নতুন রচনা রচিত করার জন্য, আর পুরানো রচনার বিনাশ করার জন্য। ব্রহ্মার দ্বারাই এই রচনা রচিত হবে। লৌকিক বাবাও হলেন জাগতিক ব্রহ্মা। তিনি তার স্ত্রীর দ্বারা এই জগতে সন্তানের জন্ম দেন। তাদের সন্তানরাই তাদেরকে মাতা - পিতা বলবে। সবাই তো আর বলবে না --- তুমি মাতা - পিতা, আমি তোমার বালক, কেননা এ হলো অনেক বাচ্চার প্রশ্ন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার হলো অনেক সন্তান। তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা অসীম জগতের পিতা ব্রাহ্মণ কুল বা ব্রাহ্মণ বর্ণের রচনা করেছিলেন। তাঁর হলো মুখের দ্বারা জন্ম। জাগতিক মা - বাবার হয় উদরের দ্বারা জন্ম। তারা এই মহিমা করতে পারবে না। এই মহিমা হলো অসীম জগতের মাতা - পিতার। তুমিই আমাদের মাতা - পিতা, তুমি এসে আমাদের আপন করে নিয়েছো। ব্যস, তোমার থেকে আমরা ২১ জন্ম স্বর্গের গহন সুখ পাই। তাই ব্রহ্মা মুখের দ্বারা তোমরা শিব বাবার পৌত্র - পৌত্রী হয়ে গেলে। ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী জগদম্বা - সরস্বতী হয়। ভারতে গায়ন হয় -- তুমি মাতা - পিতা তাহলে অবশ্যই জগদম্বা, জগৎ পিতা প্রয়োজন। তাঁর মুখ দ্বারাই তোমরা ধর্মের সন্তান হয়েছো। উত্তরাধিকার তোমরা শিব বাবার কাছ থেকে পাও, এই ব্রহ্মার থেকে নয়, যার মধ্যে প্রবেশ হয়েছিলো, যাকে মা বলা হয়। মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। উত্তরাধিকার সর্বদা বাবার থেকেই পাওয়া যায়। তোমরাও অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। ভক্তিমার্গে যে মহিমা হয়ে এসেছে, তাহলে অবশ্যই তাঁকে আবারও আসতেই হবে। বাচ্চারা এখন খুবই দুঃখী। দুঃখধামের পরে সুখধামকে আসতে হবে। সত্যযুগে থাকে সতোপ্রধান সুখ, তারপর ত্রেতাতে কিছু কম। ত্রেতাতে দুই কলা কম বলা হবে। দ্বাপর আর কলিযুগে তার থেকেও কম হয়ে যায়। এখন এই চক্রকে তো ঘুরতেই হবে। বাচ্চারা জানে যে, অসীম জগতের বাবাই স্বর্গের রচনা করেন। তাঁকে প্রথমে অবশ্যই সুক্ষ্ম বতন রচনা করতে হবে, কেননা ব্রহ্মাকে তো অবশ্যই প্রয়োজন। ব্রহ্মাকেও শিব বাবা দত্তক নেন। তিনি বলেন, তুমি আমার। ইনিও বলেন, বাবা আমি তোমার, তাহলে ব্রহ্মার জন্ম শিবের থেকে হয়ে গেলো। শিব বাবার তিন সন্তান, তিনি এই তিন সন্তানের বায়োগ্রাফি বলে দেন। এই ব্যক্ত ব্রহ্মা পরে অব্যক্ত হন। তোমরাও ব্যক্ত ব্রহ্মার সন্তান, তারপরে অব্যক্ত সন্তান হও। এ হলো অনেক গুহ্য কথা। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন এই বিশ্বের রচয়িতা। সর্বপ্রথমে তিনি স্বর্গের রচনা করেন। বাবার থেকে তো স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া চাই, তাই না। এখন আমরা নরকে আছি। উত্তরাধিকার তো অবশ্যই তিনি তখনই দিয়েছিলেন -- যখন আমাদের রচনা করেছিলেন। বাবা বলেন - এখন আমি রচনা করছি। পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও আমি এইভাবেই এসে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলকে রচনা করেছিলাম। এই যে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্রাহ্মণই করতে পারে। তাই এরা হলো ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। ওই ব্রাহ্মণদের বলা হবে কুলজাত বংশাবলী। এমন বলা হবে না যে, তারাও ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তাই এখন তোমরা বাচ্চারা হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ কোথা থেকে কনভার্ট করেছিলেন ? শূদ্র বর্ণ এখানেই আছে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন তিনি ব্রাহ্মণ বর্ণে এনেছেন। পা থেকে একদম উপরে শিখা হলো ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে হবে। এই বর্ণ ইত্যাদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের মানুষের জন্য, অন্য ধর্মের জন্য এমন বর্ণ নেই। ২১ জন্ম তোমরা দেবতা বর্ণে থাকো। ব্রাহ্মণ ধর্মের এই এক জন্ম অথবা দেড় জন্মও হতে পারে, কেননা যে বাচ্চারা

সংস্কার নিয়ে শরীর ত্যাগ করে যায়, তারা আবার জন্মগ্রহণ করে জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে। তাই বাবা বোঝান - বাচ্চারা, যদি স্বর্গের মালিক হতে হয় তাহলে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। ৬৩ জন্ম তোমরা হাবুডুবু খেয়ে এসেছো, এখন তোমরা মহা দুঃখে আছো। সম্পূর্ণ ভারতের প্রশ্ন তো, তাই না। এমন তো নয় যে, এখন সারা ভারত সুখী। হ্যাঁ, ভারতে ধনবান প্রচুর আছে। দেখো, একজন এসেছিলো, যদিও সে কোটিপতি ছিলো, কিন্তু হাত - পা চলতো না, তাহলে তো দুঃখই হলো, তাই না। দুনিয়াতে যদি একজনও দুঃখী থাকে, তাহলে অবশ্যই তাকে দুঃখধাম বলা হবে। সত্যযুগে একজনও দুঃখী থাকে না। ভারত সুখধাম ছিলো। কে এই স্বর্গের রচনা করেছিলেন? বাবা। আমরা বাচ্চারা হলাম অধিকারী। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমরা অবশ্যই এই স্বর্গে ছিলাম। এমন বলা হয়ে থাকে - ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে গীতা শোনাতে এসেছিলেন। তাহলে পাঁচ হাজার বছরের সময় তো হলো, তাই না। দুই হাজার বছর ক্রাইস্টের আর তাঁর পূর্বে তিন হাজার বছর। তাই এখন গীতা শোনাতে তো এসেছেন, তাই না। অবশ্যই দেবতা ধর্মও প্রায় লোপ হয়ে গেছে।

তোমরা বাচ্চারা হলে পাণ্ডব, যাদের সহায়ক হলেন গীতার ভগবান। তিনি হলেন নিরাকার। শাস্ত্রেও আছে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, বাস্তুবে হলো শিবরাত্রি বা শিব জয়ন্তী। রুদ্র জয়ন্তী বা রুদ্র রাত্রি বলা হয় না। শিব রাত্রি কেন বলা হয়? এখন তো অসীম জগতের রাত্রি, ঘোর অন্ধকার, তাই না। বাবা বলেন, আমি আসি অসীম জগতের রাতের সময়ে। এখন দিন বা প্রভাত শুরু হবে। আমার জন্ম প্রাকৃতিক মনুষ্য সমান হয় না। কৃষ্ণ তো মায়ে গর্ভ মহলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো, আমরা ওই মাতা - পিতার কাছ থেকে স্বর্গের গহন সুখ প্রাপ্ত করছি। দুনিয়া তো জানেই না যে, স্বর্গ আর নরক কোন পাখির নাম। তোমরা এখন এখানে পড়তে এসেছো, তোমরা এখন শ্রীমৎ অনুসারে চলো। শ্রীমতে চললে তোমরা স্বর্গের শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়ে যাও। তিনি সত্যযুগের মালিক যখন, তখন অবশ্যই কলিযুগের অন্তে তাঁর ৮৪ জন্ম বা অন্তিম জন্ম হবে, তবেই তো তিনি রাজযোগ শিখেছিলেন। কেবল একজন মাত্র তো নয়, সম্পূর্ণ সূর্যবংশী ঘরানা রাজযোগ শেখে, যারা এখন এসে অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছে। বাবা বলেন, তোমরা এখন আমার কাছে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করো, কেননা আমি পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা করি। ৬৩ জন্ম তোমরা পতিত হয়ে এসেছো, তাই দুঃখী হয়ে গেছো। স্বর্গে তো তোমরা অনেক সুখী ছিলে। এই ভারত, যা কড়ি তুল্য হয়ে গেছে, তা আবার হীরের তুল্য হবে। এই একমাত্র বাবা, যিনি বলেন, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি। অসীম জগতের পিতা বলেন - তোমরা এই অন্তিম জন্ম পবিত্র হও। এই মা - বাবার কাছে তোমাদের অমৃত পান করতে হবে, বিষ ছাড়তে হবে। তোমরা কাম চিতা থেকে নেমে এখন জ্ঞান চিতায় বসো। তোমরা শ্রীমৎ পাও। যার এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার নিশ্চয়তা নেই, সে বলে - বাবা, এই বিষ ত্যাগ করা তো খুবই সমস্যা। আরে, তোমরা ২১ জন্ম সুখের প্রাপ্তি করো, তারজন্য তোমরা এই বিষ ত্যাগ করতে পারো না কি? ভক্তি, জপ, তপ ইত্যাদি করলে জাগতিক সুখ প্রাপ্ত হয়। অসীম জগতের সুখ অসীম জগতের পিতার কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন - আমি সাধুদেরও উদ্ধার করি, কেননা শিব বাবাকে না জানার কারণে কেউই সদগতি প্রাপ্ত করতে পারে না, কেউ ঘরেও ফিরে যেতে পারে না। বাবার ঘরের রাস্তা যদি তারা জানতো, তাহলে তো সেখানে আসা - যাওয়া করতো। সবাইকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে। সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসতেই হবে। এখন তো হলো মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া। যারা ধর্ম স্থাপন করেছেন, তাদের নামেই শাস্ত্র লিখিত হয়, যাকে ধর্মশাস্ত্র বলা হয়। ক্রাইস্ট এসে কি করেছিলেন? তিনি নিজে আগে আসেন, তাঁর পিছনে তাঁর ঘরানার আত্মাদের আসতে হবে। বুদ্ধি তো হতেই হবে। এখন দেখো, খ্রিস্টান তৈরী করতে থাকে। অনেক হিন্দু ধর্মের মানুষদের কনভার্ট করতে থাকে। তারা তো নিজের ধর্মকে জানেই না। তোমরা এখন জানো যে, আমরা দেবতা বর্ণে যাবো। কৃষ্ণের আত্মাও এখন এই পড়া পড়ছে, কিন্তু সঙ্গম হওয়ার কারণে মিশ্র করে দিয়েছে। এই চিত্র ইত্যাদি যা কিছুই আছে, এ সবই হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। জ্ঞান সাগর তো পরমপিতা পরমাত্মা, তাঁর দ্বারা সকলেরই সদগতি হবে। সত্যযুগে তো অল্প মানুষ থাকবে। বাকি সবাই হিসেব - নিকেশ শোধ করে মুক্তিধামে চলে যাবে। ওরা শান্তি পাবে আর তোমরা সুখ পাবে। তোমরা এখন গহন সুখ প্রাপ্তির জন্য পড়ছো। যাদের এখানে পাট আছে তারাই কল্প - কল্প পুরুষার্থ করে। যারা ব্রাহ্মণ হবে তারাই স্বর্গের মালিক হবে -- কিন্তু পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে। এখন দেবী - দেবতা ধর্মের কলম লাগছে। যারা পূর্ব কল্পে এসেছিলো, তারাই আসবে। ডামা তোমাদের দিয়ে অবশ্যই পুরুষার্থ করিয়ে নেবে। এই সময় সকলেই পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন। সত্যযুগে হয় পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি। ওখানে যথা রানী তথা প্রজা সকলেই পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি সম্পন্ন।

তোমরা এখন পাণ্ডব সেনা। তোমরা বাবার সাহায্যে স্বর্গের ফাউন্ডেশন তৈরী করছো। তোমরা স্বর্গের প্ল্যান তৈরী করছো। তোমরা অমরলোকে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। বাকি যারা সব পরিকল্পনা করছে, তারা নিজেদের বিনাশের জন্য পরিকল্পনা করছে। তোমরা হলে অহিংসক। ওরা সব হিংসক। হিংসকরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে শেষ হয়ে

যাবে, তারপর জয়জয়াকার হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, ড্রামা অনুসারে যারা পূর্ব কল্পে এসেছিলো, তারাই আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেউ তো আবার বাবার হয়েও তালুক দিয়ে দেয়। বাবা বলেন - তোমরা যদি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো, তাহলে সূর্যবংশীয় মহারাজা - মহারানী হতে পারবে। এখানে তো পরিশ্রমের কথা। যদিও ওরা খুব সুন্দর করে শাস্ত্র কথা শোনায়। তা তো এতকাল শুনেই এসেছো। শুনতে - শুনতে নরকবাসী হয়ে গিয়েছো, কলাও কম হয়ে গিয়েছে। যদিও ওরা বলে, পতিই ঈশ্বর, তবুও গুরু করে। কলা তো কম হয়ে যায়, তাই না। এই সৃষ্টিকে তমোপ্রধান হতেই হবে। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন দেহী - অভিমানী ভব। মামেকম (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়ে এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞকে রক্ষাও করতে হবে, আর এর সাথে সাথে যেভাবে ব্যক্ত ব্রহ্মা অব্যক্ত হন, তেমনই অব্যক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) ২১ জন্ম পর্যন্ত সুখী হওয়ার জন্য এই এক জন্মে বাবার কাছে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। কাম চিতা ত্যাগ করে জ্ঞান চিতায় বসতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে অবশ্যই চলতে হবে।

বরদানঃ- সদ্ধরুর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া মহামন্ত্রের চাবির দ্বারা সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব
সদ্ধরুর দ্বারা জন্ম মাত্রই সর্ব প্রথম মহামন্ত্র প্রাপ্তি -- "পবিত্র হও, যোগী হও।" এই মহামন্ত্রই হলো সর্ব প্রাপ্তির চাবি। পবিত্রতা যদি না থাকে, যোগী জীবন যদি না থাকে, তাহলে অধিকারী হওয়া সম্বন্ধে অধিকারের অনুভব করতে পারবে না। তাই এই মহামন্ত্র হলো সর্ব সম্পদ অনুভবের চাবি। এমন চাবির মহামন্ত্র সদ্ধরুর দ্বারা যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের কারণে প্রাপ্ত হয়েছে, তাকে স্মৃতিতে রেখে সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হও।

স্নোগানঃ- সংগঠনেই নিজের সুরক্ষা, সংগঠনের গুরুত্বকে জেনে মহান হও।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

মানুষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে, সৃষ্টির শুরু কীভাবে হয়েছিলো? এই সম্বন্ধে মানুষ অনেক গল্প শুনেছিলো, কিন্তু ভগবান নিজেই আমাদের বলেন, সৃষ্টির শুরু আমাদের ধর্ম থেকেই হয়েছিলো। ইব্রাহিম পন্থী ইসলামীরা বলে, সৃষ্টির শুরু আমাদের ধর্ম থেকে হয়েছিলো। খ্রিস্টানরা আবার তাদের সময়কে আদি বলে মনে করে। বৌদ্ধরা আবার তাদের ধর্মের সময়কে আদি বলে মনে করে। মুসলিমরা বলবে, আমাদের ধর্ম থেকে আদি শুরু হয়েছিলো, ভারতবাসী হিন্দুরা আবার নিজের ধর্মের সময়কে আদি বলে মনে করে। এরপর দেখানো হয়, সৃষ্টির আদিতে কীভাবে মানুষ তৈরী হয়েছিলো? বলা হয়, শুরুতে সর্বপ্রথমে অস্থির দ্বারা মানুষ নির্মাণ হয়, তারপর এমনও দেখানো হয় যে, প্রথমে হাওয়া ছিলো, তার থেকে শ্বাস তৈরী হয়েছিলো, তারপর ফুসফুস তৈরী হয়, তারপর মানুষ। এইভাবে প্রথম মানুষ তৈরী হয়েছিলো, তারপর সম্পূর্ণ সৃষ্টির জন্ম হয়েছিলো। এখন এ হলো মানুষের শোনা গল্পকথা, এখন স্বয়ং পরমাত্মা আমাদের বলছেন যে, কীভাবে সৃষ্টি তৈরী হয়েছিলো? প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা তো অনাদি বা চিরন্তন সত্য, তাই এই সৃষ্টিও অনাদি, চিরন্তন সত্য। শাস্ত্রত এই সৃষ্টি ভগবানের দ্বারাই শুরু হয়েছিলো। দেখো, ভগবানের এই কথা গীতায় উল্লেখিত আছে যে, ভগবান উবাচঃ - আমি যখন আসি, তখন আমি আসুরী দুনিয়ার বিনাশ করি, এবং দৈবী দুনিয়ার স্থাপনা করি। আমিই এই কলিযুগী, তমোগুণী, অপবিত্র আত্মাদের পবিত্রতা প্রদান করি। তাই প্রথমতঃ সৃষ্টির শুরুতে ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের তিন আকারী স্বরূপ তৈরী করেন, তারপর তিনি ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর মাধ্যমে দৈবী দুনিয়ার স্থাপনা করেন। এর অর্থ হলো, সৃষ্টির শুরু ব্রহ্মার দ্বারা হয়েছিলো এবং খ্রিস্টানরা ব্রহ্মাকে আদম আর সরস্বতীকে ইভ বলে তাদের শাস্ত্রে উল্লেখ করেন। আবার মুসলিম ধর্মে ডাডা আদম বিবি বলে থাকে। বাস্তবে যথার্থ কথা হলো এটাই। প্রকৃত জ্ঞান না জানার কারণে তারা এক ব্রহ্মার বিভিন্ন নাম দিয়ে দিয়েছে। কেউ পরমাত্মাকে সুপ্রীম সোল বলে, কেউ আবার তাঁকে আল্লাহ বলে ডাকে, কিন্তু এই সুপ্রীম সোল একজনই। কেবলমাত্র ভাষার বিভিন্নতা। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কারো সাথে তোমাদের বেশি তর্ক বিতর্ক করা উচিত নয়, শুধুমাত্র সবাইকে বাবার পরিচয় দাও"

- *প্রশ্ন:- অসীম জগতের বাবার প্রকৃত সন্তান (মাতলে) এবং সৎ সন্তান উভয়ই আছে, কিন্তু প্রকৃত বা মাতলে সন্তান কারা ?
- *উত্তর:- যারা বাবার শ্রীমতে চলে, পবিত্রতার রাখি প্রকৃত অর্থেই বেঁধেছে। দূততা আছে যে নিশ্চিত রূপেই অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করব। এমনই নিশ্চয় বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চারা মাতলে সন্তান। আর যারা মনমত অনুযায়ী চলে, কখনও নিশ্চয়, কখনও সংশয়, প্রতিজ্ঞা করেও ভঙ্গ করে দেয় তারা হচ্ছে সৎ সন্তান (সৌতেলে)। সুসন্তানদের কাজ হল বাবার প্রতিটি কথাকে মান্য করা। বাবা প্রথম মত দেন যে মিষ্টি বাচ্চারা, এখন প্রতিজ্ঞার সত্য রাখি বাঁধো, বিকারী বৃত্তি সমাপ্ত করো।
- *গীত:- জাগো সজনীরা জাগো....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গানের অর্থ তো বুঝতে পেরেছে। নতুন সৃষ্টি, নতুন যুগ আর পুরানো সৃষ্টি, পুরানো যুগ। পুরানো সৃষ্টির পর নতুন সৃষ্টি হয়। নতুন সৃষ্টি রচনা করেন পরমপিতা পরমাত্মা তারপর তাঁকে ঈশ্বর বলা বা প্রভু বলা। ওঁনার নাম অবশ্যই করতে হবে। শুধু প্রভু বললে কার সাথে যোগযুক্ত হবে, কাকে স্মরণ করবে ? মানুষ তো বলে ওঁনার নাম রূপ দেশ কাল কিছুই নেই। ওঁনার শিব নাম ভারতে প্রসিদ্ধ, যাঁর শিবরাত্রি পালন করা হয়, ওঁনাকেই বাবা বলা হয়। বাবার পরিচয় পেলেই তাঁর সাথে বুদ্ধি যুক্ত হবে। কারো সাথে বেশি তর্ক বিতর্ক করা বেকার হবে। প্রথমে অসীম জগতের বাবার পরিচয় দিতে হবে। তিনি মনুষ্য সৃষ্টি কীভাবে, কখন আর কেমন রচনা করেন। লৌকিক বাবা তো সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত পাওয়াই যাবে। কিন্তু স্মরণ পারলৌকিক বাবাকেই করা হয়। তিনি পরমধাম নিবাসী পিতা। পরমধামকে কখনও স্বর্গ মনে করে না। সত্যযুগ তো হল এখানকার ধাম। পরমধাম হল যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা আর আত্মারা নিবাস করে। যখন সমস্ত আত্মাদের পিতা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে বাচ্চাদের স্বর্গের রাজত্ব নেই কেন ? হ্যাঁ, স্বর্গের বাদশাহী একসময় অবশ্যই ছিল। নতুন দুনিয়া নতুন যুগ ছিল। এখন দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে, যুগও পুরানো হয়ে গেছে। বাবা এসে স্বর্গ রচনা করেছিলেন, এখন সেটা নরকে পরিণত হয়েছে। কে নরক তৈরি করেছে আর কবে বানিয়েছে? মায়া রাবণ নরক করে তুলেছে ? ভারতবাসীদের তো এই জ্ঞান দেওয়া খুব সহজ কেননা ভারতবাসীরাই রাবণ দহন করে, শুধু এর অর্থ জানে না। কিন্তু সবাই ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু ওঁনার সম্পর্কে কিছু না জানার কারণে বলে থাকে তিনি সর্বব্যাপী। নাম রূপহীন, অন্তহীন তিনি। ওঁনার অন্ত পাওয়া যায় না, সেইজন্যই মানুষ আশাহীন আর নিরুৎসাহী হয়ে গেছে। নিরুৎসাহী তো হতেই হবে। ওঁনার আসার, স্বর্গ রচনা করার একটা সময় আছে। এখন বাবা বলছেন আমি আবার এসেছি। ভক্তরা ভগবানের কাছ থেকে ফল তো অবশ্যই পেয়ে থাকে। ভগবানকে এখানে এসেই ফল দিতে হয় কেননা সবাই পতিত হয়ে গেছে। ওখানে তো পতিত যেতে পারবে না সেইজন্যই আমাকে আসতে হয়। আমাকে আহ্বান করে থাকে। ভক্তদের ভগবান চাই। ভগবানের কাছে কি পাবে ? মুক্তি জীবনমুক্তি। সবাইকে দেবেন না, যারা পুরুষার্থ করবে তাদেরকেই দেবেন। এতো কোটি কোটি আত্মা সবাই কি উত্তরাধিকার পাবে ? যখন কেউ আসবে তাকে বলা বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, আমরা অনুভবী। আমরা ভগবানকে এখানে খুঁজলেও পাবো না। ওঁনাকে নিজের সময়ানুসারে আসতে হবে। আমরাও প্রথমে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। জপ-তপ, তীর্থ ইত্যাদি অনেক করেছি, অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। ওঁনাকে নিজের সময়ানুসারে পরমধাম থেকে আসতে হয়। আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের ৮৪ জন্ম নিতে হয়। ৫ বর্গও প্রসিদ্ধ। এখন হল শূদ্র বর্গ, এরপর ব্রাহ্মণ বর্গ। বর্গ সম্পর্কেও ভালোভাবে বোঝাতে হবে। বিরাট রূপেও বর্গ থাকে। ব্রাহ্মণদেরও বর্গ আছে, মানুষের সেটাজানা নেই। সুতরাং সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে যে বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা আর আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার কুমারী। বাবা এসে ব্রাহ্মণ রচনা করেন তবেই আমরা দেবতা হয়ে উঠি। প্রজাপিতা ব্রহ্মা নাম, ওনার মুখের দ্বারাই ব্রাহ্মণ রচনা করেন। ব্রহ্মার পিতা হলেন শিববাবা। এ হল ঈশ্বরীয় কুল। যেমন কৃপালনি কুল, বাসবানি কুল হয়, ঠিক তেমনই তোমাদের এখন ঈশ্বরীয় কুল। তোমরা হলে তাঁর সন্তান, যারা প্রকৃত অর্থেই ব্রাহ্মণ, যারা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছে। যদিও বাচ্চা তো সবাই কিন্তু তার মধ্যে কেউ মাতলে, কেউবা সৌতেলে সন্তান। যারা মাতলে অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে বাবার সন্তান, তাদের তো পবিত্রতার রাখি বাঁধাই আছে। রাখি বন্ধনের উৎসব আছে না, সব এই সঙ্গম যুগের ঘটনা, দশহরাও সঙ্গম যুগের। বিনাশের পরেই দীপাবলি আসে, সবার জ্যোতি

প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। কলিযুগে সবার জ্যোতি নিভে গেছে।

বাবাকে মাঝিও বলা হয়, মালিও বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে মাঝি বা মালি বলা হয় না। বাবা এসে নিজের বাগানের বাগ্‌চাদের দেখেন। এর মধ্যে কেউ গোলাপ, কেউ চাঁপা, কেউবা লিলি ফুল। প্রত্যেকের মধ্যে জ্ঞানের সুগন্ধ আছে। তোমরা এখন কাঁটা থেকে ফুল হচ্ছে। এখানে হল কাঁটার জঙ্গল। কত ঝগড়া, মারামারি ইত্যাদি হয় কেননা সবাই নাস্তিক, অনাথ হয়ে গেছে। এমন কোনো ধনী নেই যে তাদের মত প্রদান করে ধনী করে তুলবে। ধনীকে কেউ-ই জানে না। সুতরাং ধনীকে অবশ্যই আসতে হয়। বাবা এসেই ধনবান করে তোলেন। মানুষ চায় এক ধর্ম, এক রাজ্য হোক, পবিত্র হোক। সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিল ! এখন তো দুঃখধাম হয়ে গেছে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণে ট্রান্সফার হয়ে তারপর দেবতা বর্ণে যাবে। তারপর এই পতিত সৃষ্টিতে আসবে না। ভারত হল সবচেয়ে উচ্চ খন্ড। যদি গীতাকে খন্ডন না করত তবে এই ভারত সম্পর্কে কোথায় উঠে যেতে পারত ! শিবের মন্দিরে যায় তাইনা। ঐ মন্দির বেহদের পিতার মন্দির কেননা তিনিই সঙ্গতি দিয়ে থাকেন। অনাথদের তিনি ধনবান করে তোলেন। এইসব বিষয় বাবা ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবে না। ওরা সবাই হচ্ছে ভক্তি শেখানোর জন্য। ওখানে জ্ঞানের কোনো বিষয় নেই। জ্ঞানের সাগর সঙ্গতি দাতা একজনই বাবা। মানুষ কখনো সঙ্গতির জন্য গুরু হতে পারে না। এমনিতে কেউ যখন কোনো বিষয়ে দক্ষতা শেখান তাকে গুরু বলা হয়। কিন্তু ঐ গুরু সম্পূর্ণ সৃষ্টির সঙ্গতি করতে সক্ষম নয়। যদিও বলে থাকে আমরা সাধু সন্তদের কাছ থেকে শান্তি পাই, কিন্তু সেটাও অল্প সময়ের জন্য। সন্ন্যাসীরা এটাও বলে থাকে স্বর্গের সুখ কাক-বিষ্ঠার সমান। তবে তো সন্ন্যাসীদের কাছে যে শান্তি পাওয়া যায় সেটাও কাক-বিষ্ঠার সমান হবে। মুক্তি তো পাওয়া যায় না তাইনা। মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা একমাত্র বাবা। শ্রী কৃষ্ণের প্রতি সবারই অধিক ভালোবাসা আছে, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ রূপে জানে না। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন সত্যযুগে কৃষ্ণপুরী ছিল, এখন কংসপুরী হয়ে গেছে। এখন বাবা এসে পুনরায় কৃষ্ণপুরী তৈরি করছেন। তারপর অর্ধকল্প পরে রাবণ রাজ্য নরক হয়ে যায়। অর্ধকল্প থাকে সুখ আর অর্ধকল্প দুঃখ। বেশি সময় ধরেই সুখ, কিন্তু সুখ-দুঃখের খেলা তো চলতেই থাকে। একেই সৃষ্টি চক্র বলা হয় বা হার জিতের খেলা বলা হয়। সন্ন্যাসীরা মনে করে আমরা মোক্ষ লাভ করব। কিন্তু মোক্ষ কেউ-ই পেতে পারে না। এই রহস্যকে কেউ-ই জানে না। মুক্তি এবং জীবনমুক্তি বাবা ছাড়া কেউ দিতে পারে না। তোমরা নিজেদের রাজধানী এখন স্থাপন করছ তাইনা। এখানে দেখো শুধুই দুঃখ আর দুঃখ। এখন আমরা বাবার সহায়তায় স্বর্গ তৈরি করছি, তারপর আমরাই মালিক হয়ে রাজত্ব করব আর বাকি সবাইকে মুক্তিধামে পাঠিয়ে দেব। ওরা তারপর নিজ-নিজ সময়ানুসারে আসবে। যখন ওরা নামবে প্রথমে সুখ অনুভব করবে তারপর দুঃখের মধ্যে আসবে। ভক্তি মার্গে জপ-তপস্যা, মালা জপা ইত্যাদি করে থাকে তাইনা। বলেও থাকে একজনকেই স্মরণ করা উচিত। এরজন্য দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করতে হয়, কিন্তু কেউ ত্যাগ করে না। বাবা বলেন এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে। বাবা বাগ্‌চাদের সাথেই কথা বলেন। বাগ্‌চাদের মধ্যেও কেউ সৌতেলে কেউবা মাতেলে হয়। সৌতেলে তারাই হয় যারা পবিত্রতার রাখি বাঁধে না। মাতেলেদের নিশ্চয় আছে যে আমরা তো অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়ব। এখানেও কেউ-কেউ অসফল হয়ে যায়। অপরিপক্ক, পরিপক্ক তো নম্বরানুসারে হয়। যে পাক্কা হবে সে স্ত্রী, সন্তান সবাইকে নিয়ে আসবে, নিজের সমান করে তুলবে। হাঁস আর বক তো একত্রে থাকতে পারে না। বাবার উপর অনেক বড় দায়িত্ব। সবাইকে পবিত্র করে তোলা- এটা বাবার কাজ, সেইজন্যই বাবা বলেন দুটো চাকা একসাথে চলো। স্ত্রী এবং স্বামী একসাথে চললে গাড়ি সঠিকভাবে চলে। চলো আমরা দুজনেই পবিত্রতার হাত বাঁধি। এখন আমরা পবিত্র হয়ে বাবার কাছ থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার নেবো। যখন ব্রহ্মার সন্তান হয়েছি তখন থেকে আমরা ভাই-বোন হয়ে গেছি। এরপর ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট হতে পারে না। বিকারেও যেতে পারবে না। ঈশ্বরীয় 'ল এটাই বলে। এখন বাবা বলছেন বিষ পান করা এবং করানোর বৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। আমরা এখন একে অপরকে জ্ঞানের অমৃত পান করাব। আমরাও বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেব। সুসন্তানের কাজ হল বাবার কথা শোনা। যে শোনে না সে কুপুত্র বলে প্রমাণ হয়। কুপুত্রদেরকে উত্তরাধিকার দিতে বাবা অবশ্যই টালবাহানা করবেন। তোমরা ব্রাহ্মণরা দেবতা হতে চলেছ, সুতরাং তোমাদের নিজের স্ত্রীদেরকেও জ্ঞান অমৃত পান করানো উচিত। যেমন ছোট বাগ্‌চাদের নাক চেপে ওষুধ খাওয়ানো হয়। স্ত্রীকে বলে যে তুমি কি মানো যে তোমার এই পতি তোমার গুরু ঈশ্বর ? তবে তো নিশ্চয়ই আমি তোমার সঙ্গতিই করব তাইনা! পুরুষ খুব তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে নিজের সমান করে তুলতে পারে। কিন্তু স্ত্রী, পুরুষকে চট করে নিজের সমান করে তুলতে পারে না, সেইজন্যই অবলাদের উপরে খুব অত্যাচার হয়। কন্যাদের খুব মার খেতে হয়। তোমাদের রক্ষা গভর্নমেন্টও করতে পারবে না। কুপুত্র হলে উত্তরাধিকার হারাবে। ওখানে লৌকিক বাবার কাছ থেকে সীমিত উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে আর এখানে সুপুত্ররা অসীমের পিতার কাছ থেকে অসীমিত উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। একে বলাই হয় দুঃখধাম। এখানে তোমাদের সোনাও পড়া উচিত নয়, কেননা এই সময় তোমরা ভিখারি। পরবর্তী জন্মে তোমরা সোনার মহল পেয়ে থাকো। রত্ন জড়িত মহল হবে। তোমরা জানো আমরা এখন বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার নিচ্ছি।

ভক্তি মার্গে আমি শুধুমাত্র ভাবনার ফল দিয়ে থাকি। ওরা তো জানে না যে শ্রী কৃষ্ণের আত্মা কোথায় আছে। গুরু নানকের আত্মা কোথায় আছে। তোমরা জানো - ওরা সবাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ওরাও এই সৃষ্টি চক্রের ভিতরেই আছে, তমোপ্রধান সবাইকেই হতে হবে। শেষে বাবা এসে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখন পবিত্রতার শিকল বাঁধতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে বিকারী বৃত্তির পরিবর্তন করতে হবে।

২) বাবার শ্রীমতে চলে সুপুত্র (আজ্ঞাকারী) হতে হবে। জ্ঞান অমৃত পান করতে হবে আর পান করাতেও হবে। নিজের মধ্যে জ্ঞানের সুগন্ধকে ধারণ করে সুগন্ধী ফুল হতে হবে।

বরদানঃ:- যথার্থ স্মরণ আর সেবার ডবল লকের দ্বারা নির্বিঘ্ন থাকতে পারা ফিলিং প্রফু ভব মায়া প্রবেশ করার যে দরজা রয়েছে তাতে স্মরণ আর সেবার ডবল লক লাগাও। যদি স্মরণ আর সেবা করার সময়ও মায়া এসে হাজির হয় তবে স্মরণ অথবা সেবায় ত্রুটি অবশ্যই ছিল। যথার্থ সেবা সেটাই যেখানে কোনো রকম স্বার্থ নেই। নিঃস্বার্থ সেবা না হলে লক আলগা হয়ে যায়। স্মরণও শক্তিশালী হওয়া উচিত। এমনই ডবল লক হলে নির্বিঘ্ন হতে পারবে। তবেই কেন, কি-র ব্যর্থ ফিলিং-এর উর্ধ্বে উঠে ফিলিং প্রফু আত্মা হতে পারবে।

স্লোগানঃ:- স্নেহ আর শক্তির ব্যালেন্সই সফলতার অনুভব করিয়ে থাকে।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

বাস্তবে জ্ঞান প্রাপ্ত করা তো এক সেকেন্ডের কাজ কিন্তু মানুষ যদি এক সেকেন্ডের মধ্যে

বুঝতে পারে তবে তাদের জন্য এক সেকেন্ডই লাগে। শুধুমাত্র নিজের স্বধর্মকে জানা যে আসলে আমি একজন শান্ত স্বরূপ আত্মা আর পরমাত্মার সন্তান। এটা বোঝা তো এক সেকেন্ডের বিষয় কিন্তু এটা নিশ্চয় করার জন্য কোনো হঠযোগ, কোনো জপ তপ কোনো রকমের সাধনা করা, কিছুই প্রয়োজন পড়ে না, শুধুমাত্র নিজের অরিজিনাল রূপকে ধরতে হবে। এই যে আমরা এতো পুরুষার্থ করছি এসব কার জন্য? এর জন্যও বোঝানো হয় যে, আমরা যে এতো পুরুষার্থ করছি সেটা শুধুমাত্র এই বিষয়ের উপরেই। নিজের প্র্যাকটিক্যাল জীবনকে তৈরি করার জন্য, বডি কনসাস থেকে সম্পূর্ণ রূপে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমি একজন সোল, এই সোল কনসাস রূপে স্থিত হওয়া বা দৈবীগুণ ধারণ করার জন্য পরিশ্রম অবশ্যই করতে হয়। সেইজন্য আমরা প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকি। এখন যত আমরা মায়ার থেকে সাবধান থাকব তারপর যত ঘটনাই আসুক না কেন মায়া কিন্তু আমাদের সামনে আসতে পারবে না। মায়া তখনই সামনে আসে যখন আমরা নিজেদের ভুলে যাই, এখন এই যে এতখানি মার্জিন রয়েছে তা কেবল প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বানানোর জন্য। বাকি জ্ঞান সে তো সেকেন্ডের বিষয়। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার কাছে যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছো, সেই অনুসারে সম্পূর্ণ ভাবে চলতে হবে, জীবন যায় যাক, তবু ধর্ম না যায় - এটাই হলো সবথেকে উচ্চ উদ্দেশ্য, প্রতিজ্ঞা করে ভুলে গিয়ে উল্টোপাল্টা কাজ করলে তো রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে”

*প্রশ্ন:- যাত্রাতে আমি তীর গতিতে যাচ্ছি - তার পরখ অথবা লক্ষণগুলি কী রকম হবে ?

*উত্তর:- যদি যাত্রাতে তীর গতিতে যাচ্ছো, তাহলে বুদ্ধিতে স্বদর্শন চক্রের পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। সর্বদা বাবা আর উত্তরাধিকার ছাড়া আর কিছুই স্মরণে থাকবে না। যথার্থ স্মরণ মানেই হলো এখানকার কোনও কিছুই দৃষ্টি গোচর হবে না। দেখেও যেন দেখবে না। সেই সবকিছু দেখেও বুঝতে হবে যে এইসব মাটিতে মিশে যাবে। এই মহল ইত্যাদি বিনাশ হয়ে যাবে। এইসব কিছুই আমাদের রাজধানীতে ছিল না আর না পুনরায় হবে।

*গীত:- মাঝি আমার ভাগ্যের, যেখানে চাও নিয়ে চলো...

ওম্ শান্তি । এই গানের লাইনটি বাস্তবে ভুল। বাবা বলছেন যে, বাচ্চারা আমি এসেছি তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কোথায় নিয়ে যাব ? মুক্তি আর জীবনমুক্তি ধামে। যত উচ্চপদ চাও ততই নাও। এমন নয় যে তিনি যেটা চাইবেন...। চায় তো সবাই যে, পুরুষার্থ করবে। কিন্তু ড্রামা অনুসারে সব পুরুষার্থী তো একই রকম হয় না। এটা তো নিজের উপরই বাচ্চাদেরকে কৃপা করতে হবে। জ্ঞান সাগর তো জ্ঞান আর যোগ শেখানোর জন্য এসেছেন। এটা হলো তাঁর কৃপা। টিচার পড়ান। যোগী যোগ শেখায়। তবে কম-বেশি শিক্ষা গ্রহণ করা তো শিক্ষার্থীদের উপর নির্ভর করে। তোমরা জানো যে আমরা সবাই সত্যের সঙ্গে বসে আছি, নাকি মিথ্যা সঙ্গে। সত্যের সঙ্গে একটাই, কেননা সৎ হলেনই এক বাবা। সত্যযুগ স্থাপনও তিনি করেন আর সত্যযুগে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থও তিনি করান। সত্য বাবার একটা শ্লোকও আছে - সত্য বলো, সত্য হয়ে চলো তবে সত্য খন্ডে যেতে পারবে। শিখ ধর্মাবলম্বীরা বলে যে সৎ শ্রী অকাল। এক তিনিই হলেন সত্য বাবা, সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, অকাল মূর্তি। তাঁকে কখনো কাল গ্রাস করতে পারেনা। মানুষকে তো যে কোনো মুহূর্তে কাল গ্রাস করে নেয়। তো তোমরা বাচ্চারা সত্যিকারের সৎসঙ্গে বসে আছো। ভারত, যেটা এখন মিথ্যা খন্ড হয়ে গেছে, তাকে সত্য খন্ড বানাবেন একমাত্র বাবা-ই। দেবী-দেবতারা সবাই হলো তাঁর সন্তান। এখান থেকে দেবতারা পূণ্য আত্মাভাবের উত্তরাধিকার নিয়ে যায়। এখানে তো মিথ্যাই মিথ্যা। গভর্নেন্ট যে প্রতিজ্ঞা করায়, সেটাও হলো মিথ্যা। বলে যে আমি ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সত্য কথা বলব। কিন্তু এটা বলাতে মানুষের ভয়ভীতি থাকেনা। এর থেকে তো এটা বললে ভাল হত যে আমি আমার নিজের সন্তানের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, তখন মনে ভয় থাকবে, দুঃখ হবে, কেননা বোঝে যে ঈশ্বর আমাকে সন্তান দিয়েছেন। তো ঈশ্বরের পরিবর্তে আমি বাচ্চার নামে প্রতিজ্ঞা করে মিথ্যা বললে যদি বাচ্চা মারা যায়... তাই তখন ভয়ে ভয়ে থাকবে। স্ত্রী স্বামীর নামে কখনোই প্রতিজ্ঞা করে না। স্বামী, স্ত্রীর নামে সাথে সাথে প্রতিজ্ঞা করে ফেলে। মনে করে যে একটা স্ত্রী মারা গেলে তো দ্বিতীয় বিবাহ করবে। মানুষ মাত্রই যেটাই প্রতিজ্ঞা করে সে সবই হলো মিথ্যা। প্রথমে তো গডকে ফাদার মনে করতে হবে। না হলে তো বাবার প্রতি ভালোবাসার নেশা চড়বে না।

বাচ্চারা তোমরা এটাও জানো যে সৎ শ্রী অকাল সেই পিতাকেই বলা যায়। সেই সৎ এর নাম হলো শিব। যদি কেবল রুদ্র বলে তাহলে সবাই বিমর্ষ হয়ে পড়বে। কিন্তু বোঝানোর জন্য বলতে হয়। গীতাতেও রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের কথা আছে, যার দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়েছে। সেটাও এখানকারই কথা। কৃষ্ণের যজ্ঞের নামই নেই। দুটোর মিশ্রণ করে দিয়েছে। বোঝানো হয়েছে যে সত্যযুগে এতোতে তো কোনো যজ্ঞ হয়না। যজ্ঞ হয় এক জ্ঞানের। বাকি সব হল মেটেরিয়াল যজ্ঞ। পুঁথি পড়া, পূজা করা - এইসব হল ভক্তিমার্গ। জ্ঞান তো একটাই যেটা সত্য পরমাত্মা আমাদের প্রদান করেন। সব মানুষ ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করেও মিথ্যা বলতে থাকে, এই জন্যই ভারত কাঙ্গাল হয়ে গেছে। এর মত বড় থেকে বড় মিথ্যা কোথাও নেই। এই নাটক তো পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। এর আরেক নাম হলো ভুল ভুলাইয়া অর্থাৎ বাবাকে ভুলে যাওয়ার ফলে উদ্ধান্ত হওয়া। পুনরায় বাবা এসে উদ্ধান্ত হওয়ার থেকে মুক্তি দেন। এটা হল ড্রামাতে হার-জিতের খেলা। পরিজিত হতে অর্ধেক কল্প লেগে যায়। একদম পুরো মাটিতে মিশে যায়। পুনরায় অর্ধেক কল্প আমাদের জয় বজায় থাকে। এই কথা তোমরা ছাড়া আর কেউই জানবে না। বড়-বড় গীতা পাঠশালা আছে। গীতার জন্য ভারতীয় বিদ্যাভবন তৈরীও করেছে। গীতার নাম তো অনেক প্রসিদ্ধ। গীতাকে বলা হয় সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি। কিন্তু নাম পরিবর্তন করার ফলে কোনও কাজেই আসে না। গীতার নাম তো অত্যন্ত প্রচলিত। বাবা বলেন গীতার ভগবান আমি, শ্রীকৃষ্ণ নয়। এখন

হলে সঙ্গম। বাবা হলেন রচয়িতা, যখন স্বর্গ রচনা করেন তখন তো রাধাকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণ আসেন। বাবা এসে স্বর্গের মালিক আমাদেরকেই বানান, জগৎ অম্বা আর জগৎ পিতার দ্বারা। রাজযোগ তো ভগবান ছাড়া আর কেউ শেখাতে পারবে না। জগদম্বা হলেন অত্যন্ত খ্যাতনামা। জ্ঞানের কলসও জগদম্বার উপরেই রাখা হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রাধা কৃষ্ণ তো এখন নেই। কৃষ্ণের সাথে তো রাধাকেও থাকতে হবে। গীতাতে রাধার কিছু বর্ণনা দেয়নি। ভাগবতে আছে। বাবা বলেন যে যারা রাধাকৃষ্ণ ছিলেন তারা এখন ৮৪ তম অন্তিম জন্মে আছে। আমি তাদেরকে আর তাদের রাজধানীকে পুনরায় জাগ্রত করছি। সবাইকে সুন্দর বানাচ্ছি। এটা হল অত্যন্ত গুপ্ত কথা যেটা তোমরাই জানো যে আমরা সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী দৈবী পরিবারের ছিলাম। আমরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি। এখন পুনরায় আমরা সত্যযুগে যাবো। গণনা তো সত্য যুগ থেকেই করবে তাইনা। ৮৪ জন্মের চক্রও প্রসিদ্ধ আছে। তোমরা উত্তরাধিকারকে প্রতিমূহূর্তে স্মরণ করতে থাকো তাইনা। এখন ৮৪-র চক্রকে স্মরণ করো। এই চক্রকে স্মরণ করা মানে সমগ্র ওয়াল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফিকে স্মরণ করা। যত স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকবে, ততই বুঝতে পারবে যে সে এই যাত্রায় কতটা তীব্র গতিতে যাচ্ছে।

তোমরা জানো যে এখন হল কাঁটার দুনিয়া। তমোপ্রধান মানুষ ৫ বিকারে ফেঁসে আছে। বাবা বলেন আমি স্ব ভাব ত্যাগ করো কিন্তু ছাড়তে চায় না। এত অসীমের রাজত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে তথাপি বলে দেয় যে চিন্তা করে দেখবো। এই বিকার কি এতটাই ভালো লাগে যে বলে দেয় ত্যাগ করার জন্য ভেবে দেখবো। আরে এখন তো প্রতিজ্ঞা করো তাহলে বাবার থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। এটা তো আবশ্যিক যে প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় কুল কলঙ্কিত হয়ে যেও না। শরীর চলে যায় যাক, কিন্তু ধর্ম যেন না যায়। বড় কঠিন এই উদ্দেশ্য। বাবা তো সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা করবেন তাই না। লুজ ছেড়ে দেবেন না। ঠিক আছে একবার অন্তত ক্ষমা করে দেবেন। যদি পুনরায় সেই কাজ করেছ তাহলে মারা পড়বে, এতে রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে। এই বিকার তো হলো বিষ। জ্ঞান হলো অমৃত, যার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা হয়। তারা তো হলো কুসঙ্গ। শিখ ধর্মাবলম্বীরা সৎ শ্রী অকাল বলে আওয়াজ করে গাইতে থাকে, কেননা সৎ শ্রী অকাল সকলকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু তাঁকে ভুলে গেছে। ভুলে যাওয়াও ড্রামার মধ্যে আছে। জৈন ধর্মের সন্ন্যাস হল অত্যন্ত কঠিন। বাবা বলেন যে আমি তোমাদেরকে সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছি। বাবা কোনো রূপ কষ্ট দেন না। এরোপ্সেনে চড়ো, মোটর গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়াও, কিন্তু খাদ্য-পানীয়ের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভোজনের উপর দৃষ্টি দিয়ে তবেই খেতে হবে, কিন্তু বাচ্চারা এটা ভুলে যায়। খাওয়ার সময় তো বাবাকে বা সাজনকে খুশির সাথে স্মরণ করতে হবে। সাজন, আমি তোমার স্মরণে থেকে তোমার সাথে ভোজন স্বীকার করছি। তোমার তো নিজস্ব কোনও শরীর নেই। আমি তোমাকে স্মরণ করতে করতে থাকো আর তুমি তার থেকে স্বাদ আঘাণ করতে থাকবে। এইরকম স্মরণ করতে-করতে অভ্যাস হয়ে যাবে আর খুশির পারদ চড়তেই থাকবে। জ্ঞানের ধারণাও হতে থাকবে। কিছু ঘাটতি থাকলে তো ধারণাও কম হবে। তার তীর বিদ্ধ হবেনা। বাবার সাথে যোগ মানে হল সব কিছু দেখেও এটা বুঝতে হবে যে এই সুন্দর সুন্দর প্রাসাদোপম ঘর বাড়ি সব মাটিতে মিশে যাবে। এইসব আমাদের রাজধানীতে ছিলনা। এখন তো আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সেখানে এইসব কিছুই থাকবে না। নতুন দুনিয়া হবে। এই পুরানো ঝাড় ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। সেখানে সব ফার্স্ট ক্লাস জিনিস থাকবে, এত জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদিও সব বিনাশ হয়ে যাবে। সেখানে অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি কিছুই হবে না। এইসব পরবর্তী সময়ে বেরিয়েছে। সত্যযুগ মানেই হলো স্বর্গ। এখানে তো প্রত্যেক জিনিস দুঃখদায়ী। এই সময় সকলেরই হল আসুরি মত। গভর্নেন্টও চায় যে এমন এডুকেশন হোক যেখানে বাচ্চারা চঞ্চল হবে না। এখন তো অনেক চঞ্চল হয়ে গেছে। পিকেটিং করা (ধর্না দেওয়া), অনশন করা ইত্যাদি এইসব হচ্ছে তাইনা। এইসব কে শিখিয়েছে ? নিজেদের শেখানো জিনিসই নিজেদের সামনে আসে। বাবা বলেন বাচ্চারা শান্তিতে থাকো। খঞ্জনী বাজানো, চিংকার করে মহিমা কীর্তন করা - এইসব হল ভক্তির লক্ষণ। তোমরা সাধনা তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে আসছে, সাধনা - কথাটা চলে আসছে। কিন্তু সঙ্গতি তো কারোরই হয়নি। তোমাদের কাছে চিত্র ইত্যাদি কিম্বা লিটারেচারও যদি না থাকে, তবুও তোমরা মন্দিরে গিয়ে বোঝাতে পারো যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রথমে স্বর্গের মালিক ছিলেন তাই না। তাঁদের অবশ্যই স্বর্গের রচয়িতার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। স্বর্গের রচয়িতা তো হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি বোঝাচ্ছেন। মন্দির যারা নির্মাণ করে তারাও জানেনা। তোমরা বাচ্চারা বোঝাবে যে তাদের তো পরমপিতা পরমাত্মার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। অবশ্যই কলিযুগের অন্তেই প্রাপ্ত হবে তাইনা। গীতাতে রাজযোগের কথা আছে। অবশ্যই সঙ্গমেই রাজযোগ শিখেছেন নিশ্চই, আর শিখবেন নিশ্চই পরমপিতা পরমাত্মার থেকেই, শ্রীকৃষ্ণ তো হল রচনা, তার দ্বারা তো নয়। রচয়িতা তো হলেন এক বাবা, যাঁকে হেভেনলি গডফাদার বলা হয়। যার খুব ভালো এবং বিশাল বুদ্ধি, সে ভালোভাবে বুঝতেও পারবে আর ধারণাও করতে পারবে। ছোট ছোট বাচ্চারা বড় ব্যক্তিদের সাথে বসে কথা বলে, চিত্রের উপর বোঝাবে, এনাদেরকে কে রচনা করেছেন ? যদি কমন চিত্রও থাকে বা নাও থাকে, ছোট ছোট কন্যার আধো আধো ভাষাতেও বোঝাতে পারবে। ছোট বাচ্চারা যদি হুঁশিয়ার হয়ে যায় তাহলে বলবে যে বলিহারি এই এক বাবার, যিনি একে

এইরকম হুঁশিয়ার বানিয়েছেন। বাচ্চি বলবে যে আমি জানি তবেই তো শোনাচ্ছি। অসীম জগতের বাবা এখন রাজযোগ শেখাচ্ছেন।

বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো। কোনও দেহধারীকে গুরু মনে ক'রো না। এক সঙ্কল্পই উদ্ধার করেন, বাকি সবাই ডুবিয়ে দেয়। এই ভাবে তাদেরকে বলতে থাকলে নাম প্রখ্যাত হয়ে যাবে। কন্যাদের দ্বারাই জ্ঞান বাণ মেলেছে - এইরকম দেখানো হয়েছে তাই না। এমনও নয় যে সবাই এই জ্ঞান বুঝতে পারবে। যে এই ধর্মের হবে সে শীঘ্রই বুঝতে পারবে। বাণপ্রস্তুত বা যারা মন্দির তৈরি করে তাদেরকে গিয়ে বুঝিয়ে তাদেরকেও ওঠাতে হবে। আমি আপনাদেরকে শিব বাবার বায়োগ্রাফি বলবো। সেকেন্ড নম্বরে হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর। আমি আপনাদের ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি জানাবো যে মানুষ ৮৪ জন্ম কীভাবে নেয়। এটা হল ৮৪-র চক্র। ব্রহ্মা সরস্বতী সকলের কাহিনী বলব। এটা বাচ্চারা তোমরা ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবেনা। এসো তো তোমাদেরকে বলি লক্ষ্মী-নারায়ণ কীভাবে রাজ্য নিয়েছেন আর কীভাবে হারিয়েছেন। আচ্ছা - এটাও যদি বুঝতে না পারো তাহলে কেবল মন্মনাভব হয়ে যাও। এই রকম বাচ্চাদেরকে গিয়ে সেবা করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্তরে কোনও ঘাটতি থাকলে তো তাকে চেক করে বের করে দিতে হবে। বাবার কাছে যা প্রতিজ্ঞা করেছো তার উপর অনড় থাকতে হবে।

২) ভোজন অত্যন্ত শুদ্ধভাবে দৃষ্টি দিয়ে স্বীকার করতে হবে। বাবা অথবা সাজনের স্মরণে থেকে খুশি মনে ভোজন স্বীকার করতে হবে।

বরদান:- সকল খাজানার অধিকারী হয়ে নিজেকে ভরপুর অনুভাবকারী মাস্টার দাতা ভব বলা যায় যে - এক দাও হাজার পাও, বিনাশী খাজানা দান করলে কমে যায়, অবিনাশী খাজানা দান করলে বৃদ্ধি হয়। কিন্তু দান সে-ই করতে পারে যে নিজে ভরপুর থাকে। তাই মাস্টার দাতা অর্থাৎ যে স্বয়ং ভরপুর এবং সম্পন্ন থাকে। তার এই নেশা থাকে যে বাবার খাজানাই হল আমার খাজানা। যে আত্মার বাবার প্রতি স্মরণ সত্যিকারের থাকে, তার সকল প্রাপ্তি স্বতঃতই হতে থাকে, প্রার্থনা করা বা নালিশ করার দরকার নেই।

স্লোগান:- নিজের স্থিতি অচল অনড় বানাও তবে অস্তিম বিনাশের দৃশ্য দেখতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;